উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৮১৭.৬৯ (+৭৮.৫৬)
নিফটি : ২৫,৭৭৬.০০ (+৪৮.৪৫)

টি২০ বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি
ফাইনাল ৮ মার্চ ১১

মণিপুরে উঠল রাষ্ট্রপতি শাসন ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ২৮° / সর্বনিম্ন ১২°	সর্বোচ্চ ২৮° / সর্বনিম্ন ১১°	সর্বোচ্চ ২৮° / সর্বনিম্ন ১১°	সর্বোচ্চ ২৫° / সর্বনিম্ন ১৩°

ভাষণই দিতে পারলেন না মোদি ৭

শিলিগুড়ি ২২ মাঘ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 5 February 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 257

কথা ছিল, আইনজীবী হিসেবেই এসআইআর মামলায় লড়বেন। শেষমেশ সওয়াল করলেন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই। সুপ্রিম-ইতিহাসে যা নজিরবিহীন। যা নিয়ে দেশজুড়ে চলল চর্চা। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই হতে পারেন না।

মমতাগিরি

এজলাসে 'জনলেত্রী'

- বিচার পাওয়ার আশায় আমি সশরীরে এখানে এসেছি। কারণ, আজ বিচারের বাণী রুদ্ধঘরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে
- এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য যেখানে দু'বছর সময় লাগে, সেটি কেন মাত্র তিন মাসে শেষ করার জেদ? কেবল বাংলাকেই কেন টার্গেট করা হচ্ছে? অসমে কেন এমনটা হচ্ছে না?
- নির্বাচন কমিশন এখন 'হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন'-এ পরিণত হয়েছে।
- গরিব মানুষকে হোয়াটসঅ্যাপে নোটিশ পাঠিয়ে তিন-চার ঘণ্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে।
- নির্বাচন কমিশনের এই অমানবিক চাপের মুখে পড়ে বাংলার ১৫০ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন, অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এর দায় কার?
- একজন খুনিও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ পায়, কিন্তু বাংলার সাধারণ ভোটারদের কোনও শুনানি ছাড়াই তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্র নয়।

আদালতে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

- যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের তালিকা মেশিন-রিডেবল ফর্ম্যাটে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে
- ভোটারদের পরিচয় প্রমাণের জন্য আধার কার্ডকে বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে

সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

- বাংলায় নামের বানান ও উচ্চারণের বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, এর জন্য কাউকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না
- আদালত কোনও নির্দোষ নাগরিককে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে দেবে না
- দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না
- প্রয়োজনে বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে

প্রশান্ত কি অভিযুক্ত, ধন্দ চার্জশিটে

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে নিয়ে নতুন করে জলঘোলা। তাঁর বিরুদ্ধে দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনে পুলিশের পেশ করা চার্জশিট নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্দ। রহস্যটা তৈরি হয়েছে প্রাক্তন বিডিও'র আইনজীবী অমিত চক্রবর্তীর দাবি ও সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে ঘিরে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক • বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

বিধাননগরের নিম্ন আদালতে পুলিশ ওই চার্জশিট পেশ করেছে খুনের ৮৯ দিনের মাথায়। চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনের নাম নেই বলে বুধবার দুপুর থেকে খবর চাউর হয়। যাতে সিলমোহর দেন প্রশান্তর আইনজীবী অমিত। তিনি বলেন, 'চার্জশিটে সরাসরি প্রশান্ত বর্মনের নাম নেই। একজন সরকারি কর্মচারীর উল্লেখ আছে। যাঁকে পলাতক বলে চার্জশিটে দেখানো রয়েছে।'

অন্যদিকে, বিধাননগর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, '৬ ফেব্রুয়ারি বারাসত আদালতেও এই চার্জশিট পেশ করা হবে। আমি ওইদিন সওয়াল করব। প্রশান্ত বর্মনের উল্লেখ না থেকে থাকলে অতিরিক্ত চার্জশিটে যোগ করা হবে। এখনও তদন্ত চলছে। প্রশান্তর নাম বাদ পড়ার সুযোগই নেই।' কিন্তু চার্জশিটে প্রশান্তর নাম নেই বলে খবর ছড়িয়ে পড়া সম্পর্কে তিনি কিছু স্পষ্ট করেননি।

চার্জশিটে মোট পাঁচজনকে অভিযুক্ত করা আছে। তাঁদের মধ্যে তুফান থাপা, রাজি ঢালি, সজল সরকার, বিবেকানন্দ সরকার, গোবিন্দ সরকার আছেন। যাঁদের আগেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা বিচার বিভাগীয় হেপাজতেই আছেন। শীঘ্রই এই মামলায় অতিরিক্ত চার্জশিটও দেওয়া হবে। চার্জশিট নিয়ে ধন্দ ও পুলিশের ভূমিকায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশ নিহত স্বপন কামিল্যার পরিবার।

মৃতের শ্যালক তথা মামলাটির মূল অভিযোগকারী দেবাশিস কামিল্যা বলেন, 'পুলিশ যদি এখনও অভিযুক্তকে না ধরতে পারে, তাহলে আর কী করার আছে। তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হবে। তারপর সম্পূর্ণ বিষয়টি তদন্তকারীদের হাতে। তবে ওই বিডিও যে কতটা প্রভাবশালী, তা বুঝে গিয়েছি। দিদি ও তাঁর ছেলেমেয়েরা আমাদের কাছে রয়েছেন। ওদের পড়াশোনাটা বন্ধ হয়ে গেল।'

গত বছরের অক্টোবর থেকে প্রশান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে পুলিশ, আদালত চলছে। নিম্ন আদালত জামিন মঞ্জুর করলেও হাইকোর্ট তা খারিজ করে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টও তাঁকে আত্মসমর্পণের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু তিনি সেই নির্দেশ না মেনে উধাও হয়ে গিয়েছেন। এরপর দশের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর সওয়ালে কমিশনকে নোটিশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : নজিরবিহীন মুহূর্তের সাক্ষী দেশ। ভারতের বিচার বিভাগের ইতিহাসে এই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিজের দায়ের করা মামলায় নিজে সওয়াল করলেন। সুপ্রিম কোর্টে বুধবারের এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) গুরুতর অনিয়মের অভিযোগে। যা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শুনানিতে তুলোধোনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তবে মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূল নেত্রী হিসেবে নয়, সাধারণ নাগরিক হিসেবে আদালতের অনুমতি নিয়ে তিনি নিজের বক্তব্য পেশ করেন। দু'পক্ষের পরস্পর বিরোধী যুক্তি ও বাদানুবাদ থামিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত একসময় বলেন, 'আদালত এই সমস্যার সমাধান করবে।' তাঁর বক্তব্যে মমতার অভিযোগে সিলমোহর পড়েছে বলে ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল।

কেননা, প্রধান বিচারপতি ইঙ্গিত করেন, 'এমন হতে পারে যে, বাংলায় মাইক্রো অবজার্ভারের প্রয়োজন হবে না।' প্রয়োজনে বাংলায় এসআইআর-এর সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে বলেও বার্তা দেন তিনি। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারকে তাঁর নির্দেশ, এমন আধিকারিকদের তালিকা দিতে হবে, যাঁরা কমিশনের কাজ করবে। অন্যদিকে, কমিশন কী কী পদক্ষেপ করবে, তা জানানোর নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

সব পক্ষকে নোটিশ দিয়ে মামলাটির পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারি ধার্য হয়েছে। সেদিনও মুখ্যমন্ত্রীর এজলাসে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা। এই মামলাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর এখন তীব্র। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেন, তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় রাখতে চাইছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, 'বাংলার সুপারস্টার উত্তমকুমারের একমাত্র হিন্দি ছবি যেমন ফ্লপ হয়েছিল, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর এই দিল্লি সফর সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

বুধবার মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে শুরু হয় ওই মামলার শুনানি। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে ভিজিটর্স বেঞ্চের শেষ সারিতে আইনজীবীদের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর হয়ে মামলার সওয়াল শুরু করেন প্রবীণ আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান। তিনি আদালতকে জানান, নির্বাচন কমিশন 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র কোনও পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেনি।

তাঁর যুক্তি ছিল, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে হাতে রয়েছে মাত্র ১১ দিন, এরপর দশের পাতায়

ফাইটার ভাবমূর্তিতে এক ঢিলে বহু পাখি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : খেলা হল। 'ফাটাফাটি' খেলাই হল। যেমনটি চেয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) বিতর্ক এখন আর বাংলায় আটকে থাকল না। চলে গেল জাতীয় স্তরে। শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, আইনগতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভাবমূর্তি অন্যমাত্রায় নিয়ে গেলেন। সৌজন্যে সুপ্রিম কোর্টে তাঁর দায়ের করা মামলা। যার শুনানিতে আইনজীবী হিসেবে নয়, নাগরিক হিসাবে সওয়াল করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

নিঃসন্দেহে এতে প্রবল চাপে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার আগে মমতা বলেছিলেন, কেউ যদি নাও থাকে, তিনি একাই বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত লড়ে যাবেন। সুপ্রিম কোর্টে বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে মমতার রণংদেহি ছবিতেই সেই দাবির সিলমোহর পড়েছে। তিনি জানেন, এটা তাঁর বড় রাজনৈতিক মূলধন। যে কারণে নিজেকে কখনও 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বা 'রিয়েল ফাইটার' বলে দাবি করেন মমতা।

'লড়াকু মমতা'র সেই ভাবমূর্তি তুলে ধরতে তাঁর চিত্রনাট্য সফল বলে মনে করা হচ্ছে। যাতে অস্বস্তি টের পাওয়া গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বের। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে হয়েছে, 'যতই প্রচারমাধ্যমের একাংশ

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

তাঁকে ফাইটার হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন, আসলে ওঁর এই লড়াই সরকারে ফেরার মরিয়া চেষ্টা, ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা, এসআইআর আটকে পুরোনো এরপর দশের পাতায়

বরফের দেশে রংমিলান্তি। শ্বেতশুভ্র সোলাংভ্যালিতে আনন্দে মজেছেন পর্যটকরা। কুলুতে বুধবার। -পিটিআই

পুলিশের জালে মাদক কারবারি মা-মেয়ে

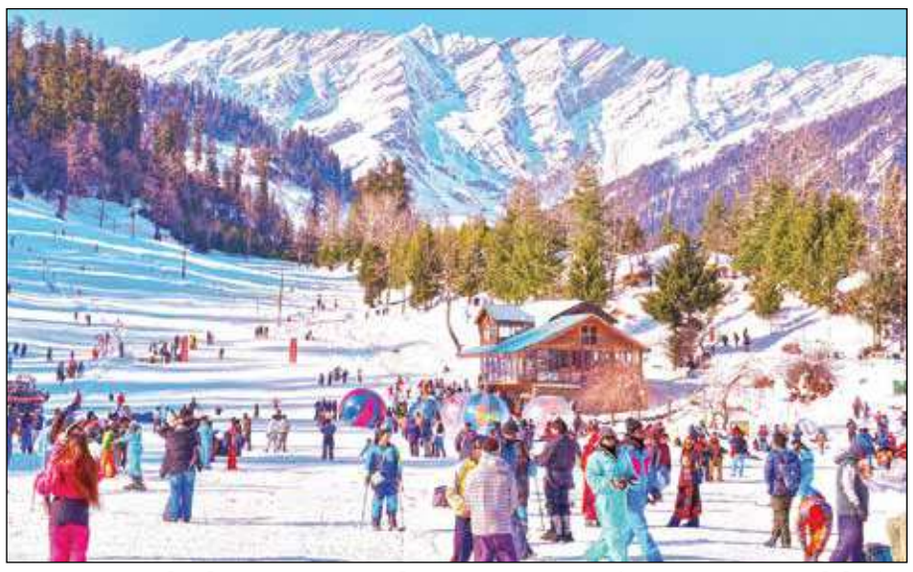

শমিদীপ দত্ত

- পাপিয়াপাড়ায় মাদক কারবারি মা-মেয়ের দাপটে থরহরিকম্প এলাকাবাসী
- ভক্তিনগর থানা ও আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের যৌথ তল্লাশি
- কারবারির বাড়ি থেকে উদ্ধার ২৮৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : এলাকায় ওই মা ও মেয়ে 'ত্রাস'। আইনকানুনও তাঁদের কাছে ঠুনকো। বাড়ির সামনের গোটা রাস্তায় তাঁরা লাগিয়ে দিয়েছেন সিসিটিভি। রাত বাড়তেই তাঁদের বাড়িতে ব্রাউন সুগার ও মদের খোঁজে আসা খরিদ্দারদের স্থানীয়রা কিছু বললেই বেরিয়ে আসেন দাপটের সঙ্গে। কপালে জোটে পুলিশের কাছে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি। ব্রাউন সুগার কিনতে এলাকায় সমাজবিরোধীদের যাতায়াত বাড়তে থাকায় রাত বাড়লে কার্যত বাইরে বেরোনোর সাহস পেতেন না বৃষ্টি রায়, কবিতা রায়রা। সোমবার দুপুরে ভক্তিনগর থানা ও আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ যৌথভাবে পাপিয়াপাড়ার ওই বাড়িতে হানা দিতেই নিজেদের জমে থাকা ক্ষোভ আটকে রাখতে পারলেন না বৃষ্টিরা।

পুলিশের তল্লাশি চলাকালীন নিজেরাও সেই কাজে সহযোগিতা করতে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করলেন স্থানীয়রা। কোনওভাবে ক্ষিপ্ত সাধারণ মানুষকে বাইরে বের করে তল্লাশি চালিয়ে টিনের চাল দেওয়া ওই বাড়ির আলমারির ভেতর থেকে উদ্ধার হল ২৮৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার। এছাড়াও উদ্ধার হল ১২ হাজার টাকা। একটি পলিব্যাগের মধ্যে ওই নগদ অর্থ ও ব্রাউন সুগার ছিল। হাতেনাতে পাকড়াও করা হল ওই মা ও মেয়েকে। ধৃত মহিলার নাম অঞ্জু রায়। গ্রেপ্তার হওয়া তাঁর মেয়ের নাম শুক্লা দাস। পুলিশ সূত্রে খবর, অঞ্জুর এক ছেলেও রয়েছে। অঞ্জুর কারবারে ওই ছেলেও সাহায্য করেন। তবে, এদিন ওই ছেলের খোঁজ পায়নি পুলিশ। অভিযুক্ত ওই তরুণের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং-এর বক্তব্য, 'বেশ কিছুদিন ধরেই এদের উপর নজর ছিল। এদিন অভিযান করে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চালানো হচ্ছে।' ধৃত দুজনকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

গত তিন বছরে অঞ্জুর ফিল্মি কায়দায় উত্থান এলাকার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অঞ্জুর পরিবার বলতে ছিল দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। এরপর দশের পাতায়

নজরদারি কমিটি হঠাৎ উধাও

খাবারের ব্যবসা যেন কুটিরশিল্পে পরিণত হয়েছে শিলিগুড়িতে। স্বাস্থ্যবিধি শিকেয় তুলে প্রায় দিনই নতুন ক্যাফে, ফাস্ট ফুডের দোকান খুলছে। সৌজন্যে প্রশাসনের উদাসীনতা আর খাদ্যপ্রেমীদের চোখ বন্ধ রাখার অভ্যেস। আজ দ্বিতীয় কিস্তি

খাচ্ছিটা কী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : বিরিয়ানির মাংসে পোকা মিলতেই শিলিগুড়িজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব একটি যৌথ কমিটি গঠন করেন। তাতে স্বাস্থ্য দপ্তর, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, পুলিশ, দমকল এবং পুরনিগমের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। পুরনিগমই ওই কমিটির পরিচালক। তারপর কিছুদিন শহরে লাগাতার অভিযান চলেছে।

ওই সময় যে ছবিগুলো দেখেছেন শহরবাসী, তাতে পিলে চমকে ওঠার জোগাড় হয়েছিল। মাশরুমে ছত্রাক, মেয়াদ উত্তীর্ণ সসেজ, নিম্নমানের মশলা- ঝুলি থেকে একের পর এক বিড়াল বেরিয়ে আসে। সেবক রোডের শপিং মলের ফুড কোর্টে একাধিক দোকানকে সতর্ক করা হয়। বাঘা যতীন পার্কে একটি দোকানে ঢুকে কমোডের পাশ থেকে মেলে বিরিয়ানি, মাংস। এমন দু'তিন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন দলের সদস্যরা। কিন্তু তারপর?

আচমকা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন কমিটির সদস্যরা। কোথায় গেল সেই সংগৃহীত নমুনার ফলাফল? নমুনা পাঠানোর কথা ল্যাবরেটরিতে। সেখান থেকে আসা রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলে হয়তো সাবধান হতেন খাদ্যপ্রেমীরা। কিন্তু নমুনার হদিস সম্পর্কে স্পষ্ট উত্তরই দিতে পারলেন না খোদ স্বাস্থ্যবিভাগের মেয়র পারিষদ। দুলাল দত্তর কথায়, 'ওটা সরাসরি স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে দেখা হয়। তাই আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।' রিপোর্ট প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিককে। তিনিও কিছু জানেন না। তুলসীর বক্তব্য, 'আমাকে শুনতে হবে, কী হয়েছে। কত নমুনা পরীক্ষায় গিয়েছে, সে ব্যাপারেও খোঁজ নিতে হবে। নিশ্চয়ই রিপোর্ট এসেছে।' প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা দেখে সতর্ক হওয়া ব্যবসায়ীরা আগের ছন্দেই ফিরেছেন। স্বাস্থ্যবিধি লাটে তুলে রমরমিয়ে বিক্রিবাটা চলছে।

ছবি : এআই

২০২৫ সালের শুরুর দিকে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারিতে একটি দোকান থেকে বিরিয়ানি কেনার পর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্যাকেট খুলতেই মাথায় হাত পড়ে এক তরুণের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দোকানে এসে পোকা ধরা মাংস নিয়ে হইচই জুড়ে দেন। এরপর একের পর এক অভিযোগ আসতে শুরু করে। এরপর দশের পাতায়

‘প্রাইম’ কৌশল হুন্ডাইয়ে

ব্যক্তিগত গ্রাহকদের পাশাপাশি ফ্লিট অপারেটর ও ক্যাবচালকদের কথা ভেবে সম্প্রতি হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড বাজারে এনেছে দুটি ‘প্রাইম’ ট্যাক্সি। একটি প্রাইম এইচবি (হ্যাচব্যাক) এবং অন্যটি প্রাইম এসডি (সিডান)। শিলিগুড়ির ‘কৌশল হুন্ডাই’-এর শোরুমে মাত্র ৫ হাজার টাকা অগ্রিমে ওই দুটি গাড়ি কিনতে পারবেন। কৌশল হুন্ডাই-এর জিএম অখিলেশ সিনহা জানিয়েছেন, দুটি মডেলেই রয়েছে ১.২ লিটার কাপ্পা ৪-সিলিন্ডার ইঞ্জিন, যা সিএনজি-তেও চলবে। এছাড়া অত্যাধুনিক ফিচার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, ৬টি এয়ারব্যাগ, ইলেক্ট্রনিক ওআরভিএম, রেয়ার ক্যামেরা, ৪টি পাওয়ার উইন্ডো, ৯ ইঞ্চি টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি। গ্রাহকদের জন্য দেওয়া হচ্ছে ৪ ও ৫ বছর অথবা ১ লক্ষ ৮০ হাজার কিমি পর্যন্ত বর্ধিত ওয়ারেন্টি। মডেল দুটি তিনটি রংয়ে উপলব্ধ- অ্যাটলাস হোয়াইট, টাইফুন সিলভার ও অ্যাবিস ব্ল্যাক।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পে অ্যান্ড ইউজ/এমএলডিটি/সিপিআরও/২০২৫, তারিখ ঃ ০৩.০২.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার(অকশন পরিচালন অধিকর্তা), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের গোড্ডা (জিওডিএ), কাহালগাঁও (সিএলজি), সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), পিরপৈঁতি (পিপিটি), শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), রাজমহল (আরজেএল) এবং মুঙ্গের (এমজিআর) রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ পে-ইউজ-০৬-২৫; ক্রম নং; লট নম্বর এবং স্টেশন যথাক্রমে ঃ (১); পিএনইউ-এমএলডিটি-জিওডিএ-টিওআই-৩৩-২৬-১; স্টেশনঃ গোড্ডা; (২); পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টিওআই-৩৬-২৬-১; স্টেশনঃ কাহালগাঁও; (৩); পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি-টিওআই-৪১-২৫-৩; স্টেশনঃ সুলতানগঞ্জ; (৪); পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৫-২; স্টেশনঃ পিরপৈঁতি; (৫); পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫১-২৫-২; স্টেশনঃ শিবনারায়নপুর; (৬); পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-টিওআই-৩৯-২৫-৩; স্টেশনঃ রাজমহল; (৭); পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৫-২; স্টেশনঃ মুঙ্গের; (৮); পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫০-২৫-২; স্টেশনঃ শিবনারায়ণপুর; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৮.০২.২০২৬, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-312/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

ব্যাংক খোলার পরীক্ষায় কি উত্তীর্ণ হতে পারবে ঝাঁপি?
লক্ষ্মীঝাঁপি সন্ধে ৬.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ কীর্তন, দুপুর ১.৩০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.৩০ ডাল বাটি চুর্মা চচ্চড়ি, সন্ধে ৬.৪৫ হিরোগিরি, রাত ১০.০০ রংবাজ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জীবন নিয়ে খেলা, দুপুর ১.০০ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.৩০ মানিক, সন্ধে ৭.৪৫ অন্নদাতা, রাত ১১.১৫ ত্রয়ী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শিমুল পারুল, বেলা ১১.৩০ রূপবান, দুপুর ২.৩০ চিতা, বিকেল ৫.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, সন্ধে ৭.৩০ টক্কর, রাত ১০.৩০ দোলন চাঁপা
ডিডি বাংলা : দুপুর ১.৩০ অজানা দ্বীপ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১০ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, বিকেল ৪.১০ কুঁয়ারা, সন্ধে ৬.৫০ সূর্যবংশী, রাত ১০.৩০ হলচল
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৫৫ গীতাঞ্জলি, দুপুর ২.৪৩ বীরগতি, বিকেল ৫.৫৩ পাপ কি দুনিয়া, রাত ৮.৫০ মেহেরবাঁ, ১১.৩৭ ময়দান-এ-জঙ্গ
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল ১০.৩৫ হমরাজ, দুপুর ১.০০ পাটিয়ালা হাউস, বিকেল ৩.২৬ পিঙ্ক, ৫.৪৪ রুহি, সন্ধে ৭.৫৯ আইশা, রাত ১০.১৫ কুইন

রুহি বিকেল ৫.৪৪
স্টার গোল্ড সিলেক্ট

মানিক বিকেল ৪.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

কুছ কুছ হোতা হ্যায় দুপুর ১২.১০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

কালো কোটে জেলা আদালতে

‘উকিল’ মমতাকে ভোলেনি বালুরঘাট

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি : বুধবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এজলাসে আইনজীবীর ভূমিকায় দেখা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সুপ্রিম কোর্টে ভোটার তালিকা সংশোধন মামলার শুনানিতে তাঁর সওয়াল-জবাব দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দাদের মনে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে প্রায় ৩ দশকের পুরোনো এক স্মৃতি। ১৯৯৪ সালে বালুরঘাট আদালতে কালো কোট পরে আইনজীবীর ভূমিকায় নেমেছিলেন মমতা। তখন কুমারগঞ্জের এক ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল জেলা। সেই সময় আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তখন অবশ্য তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। তৃণমূল কংগ্রেসেরও তখন জন্ম হয়নি। তখন মমতা ছিলেন কংগ্রেসে। যুব কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সভানেত্রী ছিলেন তিনি।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। তখন বাম আমল। কুমারগঞ্জের গোপালগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কমলেশ সরকার খুনের ঘটনায় ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। ক্রমে সেই আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। ২২ জানুয়ারি আন্দোলনে নেমেছিল পড়ুয়ারাও। সেই মিছিল থেকে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে পাথর ছোড়া হয়। পালটা পুলিশ গুলি চালায়। সেদিন পুলিশের গুলিতে দশম শ্রেণির ছাত্র পার্থ সিংহরায়ের মৃত্যু হয়। পুলিশ সেই সময় ৩২ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করেছিল। খবর পেয়েই কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রথমে মৃত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং পরে বালুরঘাট আদালতে ধৃতদের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। তাঁর আগমনের খবর পেয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু লোক আদালত সংলগ্ন এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন।

আজও সেইসব দিনের কথা মনে রয়েছে জেলার বর্ষীয়ান আইনজীবী সুভাষ চাকির। ঘটনাচক্রে সুভাষ এখন তৃণমূলের বালুরঘাট শহর কমিটির সভাপতি। তিনি বলেন, ‘বালুরঘাট বার অ্যাসোসিয়েশনের লাইব্রেরি ঘরে বসে আমরা মামলার কৌশল ঠিক করেছিলাম। পরে মিস্টার সিনহার এজলাসে আন্দোলনকারীদের পক্ষে জোরালো সওয়াল করা হয়।’

মৃত পার্থর বাড়ির লোকজনেরও সেসব কথা মনে রয়েছে। পার্থরই এক আত্মীয় রাজু সিংহরায় আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, ‘সেই সংকটের দিনে কলকাতা থেকে এসে দিদি আমাদের পরিবারের পাশে ত্রাতা হিসেবে হাজির হয়েছিলেন। আজ আবার তাঁকে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে দেখে গর্ব হচ্ছে।’

আরও উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, কাকতালীয়ভাবে ঠিক ৪ ফেব্রুয়ারিই সেই ৩২ জন জামিন পেয়েছিলেন। তবে রাজু আক্ষেপ করে বলেন, ‘শিক্ষক হত্যায় অভিযুক্তদের কোনও শাস্তি হয়নি।’ এমনকি পুলিশের গুলিতে মৃত পার্থর পরিবারও কোনও সুবিচার পায়নি।

সেদিন আদালত কক্ষে মমতার কাছে বালুরঘাটের উন্নয়নের জন্য রেল সংযোগের দাবি জানিয়েছিলেন আইনজীবীরা। সেই দাবি মেনেই পরবর্তীতে একলাখি-বালুরঘাট রেলপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

নেতাজিকে নিয়ে চলছে তথ্যচিত্র প্রদর্শন। বুধবার। -সংবাদচিত্র

নেতাজির সম্মানে একগুচ্ছ উদ্যোগ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : ৮৭ বছর আগে এই জলপাইগুড়ি শহর থেকেই ইংরেজদের উদ্দেশে গর্জে উঠেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৯ সালে এই মাটি থেকেই তিনি ডাক দিয়েছিলেন, ‘ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো’। সেই স্মৃতি এবার আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চলেছে। নেতাজির সেই লড়াইয়ের ইতিহাস নতুন করে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে বড়সড়ো উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর (এনবিডিডি)।

বুধবার জলপাইগুড়ি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি বিশেষ তথ্যচিত্র দেখানো হয়। ১৭ মিনিটের এই তথ্যচিত্রে নেতাজির জীবনের নানা অজানা দিক এবং তাঁর জলপাইগুড়ি সফরের মুহূর্তগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা এই তথ্যচিত্র দেখে মুগ্ধ হন। এরপরই ফাউন্ডেশনটিকে ঢেলে সাজানোর কাজে গতি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। এর মধ্যে থাকছে আধুনিক একটি সংগ্রহশালা, প্রদর্শনী কক্ষ এবং ‘আই লাভ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’ লেখা একটি সুন্দর সেলফি পয়েন্ট।

ফাউন্ডেশনের সম্পাদক তথা প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় বলেন, ‘আমাদের কাছে নেতাজির জলপাইগুড়ি আসা, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের বহু দুষ্প্রাপ্য বই ও নথি রয়েছে।’ তিনি আরও জানান, নেতাজিকে নিয়ে তৈরি বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টও এখানে সংরক্ষিত আছে। এই ফাউন্ডেশনেই আইএনএ জওয়ানদের অস্থি পুঁতে তার উপর দেশের প্রথম নেতাজির মর্মরমূর্তি বসানো হয়েছিল। গোবিন্দ বলেন, ‘আমাদের নতুন পরিকল্পনায় এই বেদিটিকে আরও উঁচু করা হবে এবং মূর্তিটিকে পূর্ত দপ্তরের রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে বসানো হবে ও নতুনভাবে সাজানো হবে।’ তাঁরা জানিয়েছেন, রাস্তার ধারে স্থায়ী প্রদর্শনীর মাধ্যমেও মানুষকে নেতাজির সংগ্রামের কথা জানানো হবে।

> **আমাদের নতুন পরিকল্পনায় এই বেদিটিকে আরও উঁচু করা হবে এবং মূর্তিটিকে পূর্ত দপ্তরের রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে বসানো হবে ও নতুনভাবে সাজানো হবে।**
>
> **গোবিন্দ রায়**
> সম্পাদক, জলপাইগুড়ি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশন

মা হাতিকে উপহার

বীরপাড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার ভোরে গোপালপুর চা বাগানে জন্ম নিয়েছে হস্তীশাবক। বুধবার সেই জন্য মায়ের কাছে এল উপহার। বুধবার সন্ধ্যায় চা বাগানের ম্যানেজার প্রণব মিশ্র উপহার হিসেবে ধুমচি বিটের কর্মীদের হাতে কলা, তরমুজ তুলে দেন। জানান, চা বাগানে হাতি মা হলে সেটিকে শুভ লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শাবক সহ মা হাতিটি ধুমচি ফরেস্টে রয়েছে। ম্যানেজার বলেন, ‘ওই ফল কোন হাতি খাবে বলা যাবে না। তবে আমরা উপহার পাঠিয়েছি মা হাতির জন্য।’

TENDER
“NIT No. 01/2025-26”
Sealed Tender are hereby invited by the undersigned from bonafide, experienced, reputed & resourceful Contractor for the following works.
a) Name of the work : Filling of Earth at Dalimpur Campus under WBCADC, Falakata Project, Dist.- Alipurduar
b) Last date for downloading & submission : 13/02/2026
For details visit the website : **www.wbtenders.gov.in**
Officer-In-Charge, WBCADC, Falakata Project

কাটিহার মণ্ডলে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৭১ তারিখঃ ০২-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ য়ার্ড উন্নতকরণের জন্যে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ-রাঙ্গাপানী, গাইসাল, পাঞ্জিপাড়া এবং কিশনগঞ্জ য়ার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ২,৭০,৭১,০৩৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৮৫,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“গ্রাহকদের প্রতি পরিষেবায়”

কর্মখালি

Wanted an AT in permanent vacancy B.A., B.Ed English. Apply with two sets of testimonials duly self attested within 15 days from the date of publication by registered post / speed post to the Secretary St. Ignatius High School (H.S) At & P.O - Majlispur via Kanki, U/D, W.B. 733209 pay scale as per Ropa 2019. NB : Incomplete applications shall be summarily rejected. (C/120525)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৮৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৮৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T
No. KMG/BDO-ET/27/2025-26 (APAS), Dated : 03/02/2026
Last date and time for bid submission-12/02/2026 at 18.00 hours.
For more information please visit : **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online tenders are being invited from reputed agencies for supplying (a) Air Conditioner (b) Steel made bookshelves (c) LAN Connection (d) CCTV Surveillances & (e) Fire Extinguishers. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Registrar (Actg.)

অ্যাফিডেভিট

আমি যতিকা ঘোষ, স্বামী পরিমল ঘোষ, গ্রাম ঝিটকিয়া, পোঃ বাহিন, থানা- রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর। আমার প্রকৃত নাম যতিকা ঘোষ। কিন্তু প্রাইমারী স্কুলের সার্টিফিকেটে আমার নাম রয়েছে জ্যোৎস্না রাণী ঘোষ। এমতাবস্থায় 30.01.2026 LD. Judicial/ Executive 1st Class Magistrate, Raiganj, Uttar Dinajpur এর অ্যাফিডেভিট বলে যতিকা ঘোষ ও জ্যোৎস্না রাণী ঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছি। (C/120524)

হারানো প্রাপ্তি

আমার লেখা চেক নং 279652, টাকা ৫০ হাজার, A/C No. 3719201000015, কানাড়া ব্যাঙ্ক, কোচবিহার শাখা হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন : অভিজিত দাশগুপ্ত, H.N. রোড, কোচবিহার। M- 9775684624.

ভাড়া

Rent for Godown 4200 Sq.Ft. 2½ Mile Checkpost. Call- 94340-49894, 98514-14992. (C/120501)

•

শিলিগুড়িতে কোচিং সেন্টার খোলার জন্য পার্কিং সহ ভাড়ায় স্পেস প্রয়োজন। (M) 7311103567. (C/120412)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 4018 0846 6373 আমার নাম ভুল থাকায় গত 02.02.26 নোটারি পাবলিক, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sajal Sarkar এবং Badal Modak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Sajal Sarkar সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ খারিজা নলধোন্দ্রা, পোঃ পাটছড়া, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ।

বিক্রয়

তুফানগঞ্জ রামহরি মোড়ের কাছে NH17 এ ৬ কাঠা জমি বিক্রি হবে। Call 8509812121. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমি Siddika Miya W/o Amjad Ali Miya গ্রাঃ + পোঃ রায়চেঙ্গা জেলা আলিপুরদুয়ার নামে ভুল থাকায় আলিপুরদুয়ার J.M. Court-এ Affidavit করিয়া (16.12.25) Siddiki Miya এবং Siddika Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

•

আমি বিকাশ রায়, পিতা মৃত সিভাকাট রায়, আমার গ্রামীণ ডাক জীবন বীমা পলিসিতে (R-WB-SG-EA-98246) নাম ভুল থাকায় 06.11.2025 তারিখে জলপাইগুড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বিকাশ রায় এবং বিকান্ন রায় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/120522)

•

গত 02.02.2026 E.M. কোর্ট সদর কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি Binod Kumar Barnwal, S/o- Late Shib Prasad Barnwal এবং Binod Kr. Barnwal, S/o Late Shiv Prasad Barnwal উভয়ই একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। প্রান নারায়ণ রোড, দুর্গাবাড়ি, কোচবিহার।

•

পিতার মৃত্যু শংসাপত্র, ২০০২-র এপিক, নিজ এপিক এবং বোন ছাবিয়া বিবির প্যান কার্ডে পিতার নাম যথাক্রমে আবুল হোসেন সেখ, শেখ আবুল হোসেন, আবুল ও আবুল মিয়া থাকায় 3.2.26 দিনহাটা JM (1st. cl.) কোর্টে 1800 নং অ্যাফিডেভিট বলে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইল। নওসেদ আলি, সাং- সেউটি-১ম খন্ড। (S/M)

•

আধার কার্ড নং 39446 3452217, ভোটার কার্ড নং WII 1546613 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 20-01-26, C.J (Jr. Divn) Addl. court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Majiruddin Miya এবং Mazirat Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমার বাবার সঠিক নাম আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে Mazirat Miah-এর পরিবর্তে Majiruddin Miya প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম - Makchhedul Hoque, গ্রাম ও পোঃ ডাউয়াগুড়ি, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/119537)

•

I Pratima Sarkar Biswas Dob-21.02.1977. W/o Narayan Chandra Biswas Vill- Uttar Kamakhyaguri, Po- Kamakhyaguri, P.S. - Kumargram, Dist- Alipurduar, State- West Bengal, Pin- 736202. My husband's Service record mistakenly shows Pratima Biswas with a dob- 20/10/1982. My Adhaar card, Pan card has Pratima Sarkar Biswas. Dob- 21/02/1977 on it. 04.11.2025 I hereby declare in an affidavit in the Executive Magistrate Court, Alipurduar that Pratima Sarkar Biswas and Pratima Biswas both are same and indentical person. (P/S)

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SUKNA
Website: https://sukna.kvs.ac.in/, Phone: 0353-2573375

WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-interview will be conducted at PM SHRI Kendriya Vidyalaya Sukna for part-time/contractual teachers for the session 2026-27 as per the following schedule.

Sl. No.	Name of Posts	Date & Time of Interview
1	PRTs, Balvatika Teacher & Misc. Teacher/ Staff: (Dance/Music Instructor, Yoga Instructor, Games Coach, Special Educator (PRT), Nurse, Counsellor, Art & Craft Instructor & Vocational Lab Instructor)	10 Feb, 2026 (Tuesday) from 9:00 A.M. Onwards
2	PGTs: (Physics, Chemistry, Biology, Economics, Computer Science, English, Hindi, Math, History, Geography) Comp. Instructor (PRT) & Comp. Instructor (TGT), TGTs: (Math, Science, Social Sc., English, Hindi & Sanskrit)	11 Feb, 2026 (Wednesday) from 9:00 A.M. Onwards

Candidates are requested to appear at the venue as per the above schedule with all original eligibility documents and self-attested photocopies.

Interested candidates may visit the announcement section of the Vidyalaya website (mentioned above) for detailed advertisement.
Principal - PM SHRI Kendriya Vidyalaya, Sukna

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তারিখ ঃ ০৩.০২.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশন থেকে উদ্ভূত ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৫ টি আরটিভিপি-তে পার্সেল স্পেস তিন বছরের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুটি পর্যায়ে লীজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। তৎক্ষণাৎ ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নেওয়া আবশ্যক। (১) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৬-২বি। বগি ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৪টি আরটিভিপি-তে; অকশনের শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (২) অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৬-২সি। বগি ট্রেন নং ১৩০০৫/০৬ এর আরটিভিপি। অকশনের শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।
HWH-585/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তি

কাটিহার ডিভিশনের পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-পার্কিং-পিআরএনএ- ; বিবরণ ঃ দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার যানবাহনের জন্য পার্কিং লট; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্স ফি। দিন ঃ ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১২-০২-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টায়।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স-১৪০-২৫-২ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএক্স-১০৩-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-এমএক্স-১৪৩-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১১১-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএক্স-১৪১-২৫-৩ (পার্কিং - মিশ্র)
এএ/৭	পার্কিং-কেআইআর-বিএনডিপি-এমএক্স-১৬২-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্র)
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-পিসিসিভি-১৫১-২৫-১ (পার্কিং - যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১২-০২-২০২৬ তারিখে ১২:২০ টায়। পরপর লটগুলো বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য ঃ আগ্রহী দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের www.ireps.gov.in ই-নিলাম লিজ মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মরিয়নি জংশনের সেন্ট্রাল ইআই ভবনে সিএলএস প্যানেল স্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিএসকে/ইলেক্ট্রি/২২৫, তারিখ ঃ ০২-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্রম নং.-১; টেন্ডার নং ঃ এলডি-টি-১৪-টিএসকে-৯৩১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ মরিয়নি জংশনের মরিয়নির সেন্ট্রাল ইআই ভবনে সিএলএস প্যানেল স্থাপন এবং সিএলএস প্যানেলটি পুরানো পূর্ব ও পশ্চিম এলওসি হাট থেকে নতুন এলওসি হাটে স্থানান্তর করা। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৮,০৬,৮০৪.৬৭/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,১৬,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি ২৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ইলেক্ট্রি.), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এলএইচবি কোচ থেকে সিবিসির স্ট্রিপিং

টেন্ডার নং. আইএমএক-এমপি-পিএলজি-এলবিকিউএস-৫৮৯এ তারিখঃ ০২-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওস্থিত সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ০৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এলএইচবি কোচ থেকে সিবিসির, ডেমু কোচ থেকে এসসিএইচএকেইউএর কাপলারের স্ট্রিপিং, কোচ থেকে এবং কোচ পর্যন্ত পরিষ্কারকরণ, পরিবহন সহিত কলকব্জার খোলা মেলার সঙ্গে আইসিএফ কোচসমূহ থেকে সাইড বাফার এবং স্ক্রু কাপলিঙের স্ট্রিপিং এবং নির্ধারিত স্থানে সেইসমূহ গালা করার সঙ্গে সমস্ত শ্রেণীর কোচ থেকে এয়ার ব্রেক কল কব্জার পরিষ্কারকরণ, পরিবহন এবং গালা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩৮,৩৭,৫১৮.৮৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭৬,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“গ্রাহকদের প্রতি পরিষেবায়”

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। আর্থিক বিপদে পড়া কোনও বন্ধুকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বৃষ : উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়ারা ভিনদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মিথুন : বাবা-মায়ের পরামর্শে সংসারে শান্তি ফিরবে। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের পুরস্কার পাবেন। হারিয়ে যাওয়ার কোনও নথি ফিরে পেতে পারেন। কর্কট : ব্যবসায়ীদের শুল্ক সমস্যা নিয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে অকারণে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সিংহ : অংশীদারি ব্যবসায় লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। কন্যা : কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হতে পারেন। সামান্য কারণে সাংসারিক পরিস্থিতি জটিল হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। তুলা : ভ্রমণে গিয়ে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। খুব কাছের বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। বৃশ্চিক : নতুন কোনও ব্যবসা আজ শুরু করতে পারলে সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বাড়বে। সারাদিন পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। ধনু : রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। বাড়িতে অতিথি সমাগমে বেহিসেবি আর্থিক খরচে চিন্তায় পড়তে হতে পারে। মকর : পারিবারিক কারণে আজ প্রচুর টাকা গচ্চা যেতে পারে। রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কুম্ভ : বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দলে চাপ আরও বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মীন : সামান্য কথা নিয়ে কোনও আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে হবে। অতিরিক্ত ভোগবিলাসে খরচ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২২ মাঘ, সংবৎ ৪ ফাল্গুন বদি, ১৬ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২১, অঃ ৫।২২। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী রাত্রি ২।৯। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ১২।৫৯। সুকর্ম্মাযোগ রাত্রি ২।১৫। ববকরণ দিবা ২।২ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৬।২৩ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১২।৫৯ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১২।৫৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী-নৈর্ঋতে, রাত্রি ২।৯ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৩৭ গতে ৫।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫২ গতে ১।২৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ২।৯ গতে যত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম্ম-রাত্রি ২।৯ গতে গর্ভাধান। বিবাহ-রাত্রি ২।৯ গতে ২।৪৭ মধ্যে বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৭।৩৫ মধ্যে ও ১০।৪০ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। অমৃতযোগ-রাত্রি ১।৪ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মৃত্যু ভাই-বোনের

হাসপাতালে যাওয়ার পথে লরি-বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : মর্মান্তিক! চিকিৎসাধীন আত্মীয়কে দেখতে যাওয়ার পথে লরি-বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল ভাই-বোনের। বুধবার ঘটনাটি ঘটে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রাঙ্গাপানি সংলগ্ন তেঁতুলতলা এলাকার চটহাট-মেডিকেল মোড় রাজ্য সড়কে। মৃত রবীন সোরেন (২৭) ও সুনীতা সোরেন (১৮) খড়িবাড়ির ডাঙ্গাভিটার বাসিন্দা। এদিনের ঘটনার পর লরির বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণে কোনও নজরদারি না থাকা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় বাইকে থাকা ভাই-বোনকে পিষে দেয় লরিটি। ঘটনার পর লরিচালক পালিয়ে যায় বলেও অভিযোগ। স্থানীয় দীনবন্ধু সরকারের কথায়, 'রাঙ্গাপানি থেকে ফাঁসিদেওয়ার দিকে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা লরিটি বাইকে থাকা ওই দুজনকে পিষে দেয়। দুর্ঘটনার পর দেহ দুটির মুখ চেনার কোনও উপায় ছিল না।' এলাকাবাসীর দাবি, ফাঁকা রাস্তায় লরির অনিয়ন্ত্রিত গতি প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। এমনকি প্রায়শই লরিচালকরা যাওয়ার সময় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ

দুর্ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড়। বুধবার।

মদ্যপ অবস্থায় যাতায়াত করছে বলেও তাঁরা অভিযোগ করেন। ফলে জনবহুল এলাকাগুলিতে দুর্ঘটনা এখন রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় দীপক বিশ্বাস বলেন, 'অবিলম্বে এই রাস্তায় লরি চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি বাড়াতে হবে।'

যদিও বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'লরি হারিয়ে চাকার নীচে চলে আসে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছি। লরিটি ধাক্কা দেয়নি। দুর্ঘটনায় দুই ভাই-বোন প্রাণ হারিয়েছেন এটা দুঃখের। ওই এলাকায় লাগাতার দুর্ঘটনা ঘটছে তেমন খবর আমাদের কাছে নেই। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

দুর্ঘটনার পর ফাঁসিদেওয়া থানা এবং রাঙ্গাপানি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃত তরুণের কাছ থেকে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স উদ্ধার করে পুলিশ। সেখান থেকেই জানা যায় মৃতরা খড়িবাড়ির ডাঙ্গাভিটার বাসিন্দা। মৃতের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হলে তাঁরা এসে দেহ দুটি শনাক্ত করেন। পরে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সুধাংশু মণ্ডল বলেন, 'বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসি। এসে দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় দুটি দেহ পড়ে রয়েছে। পুলিশ এসে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে মৃতদের ঠিকানা নিশ্চিত করে।'

মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভাই-বোন মিলে তাঁদের এক আত্মীয়কে দেখতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। এদিকে লরির চালক পালিয়ে গেলেও দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটি আটক করেছে রাঙ্গাপানি ফাঁড়ির পুলিশ। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করার পাশাপাশি লরিচালকের খোঁজ শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রেমিকার শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : স্বপ্ন ছিল একসঙ্গে সংসার করার। পকেটে টাকা না থাকলেও প্রেমিকার মন রাখতে মাসিক 'কিস্তি'তে আইফোন কিনে দিয়েছিলেন প্রেমিক তরুণ। তবে আইফোনের 'কিস্তি'র সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই বদলে গেল প্রেমিকার মন। হঠাৎ করে প্রেমিকা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ। এদিকে প্রেমিকা কেন যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন তা জানতে গিয়ে ওই প্রেমিক হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে রাতেই প্রেমিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় প্রেমিককে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সঞ্জীব রজক। অভিযুক্তকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

সঞ্জীব ও তাঁর প্রেমিকার সম্পর্ক বর্তমানে কারাগার পর্যন্ত গেলেও, একসময় তাঁদের মধুর সম্পর্ক ছিল। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, তরুণ ও তরুণীর মধ্যে চার বছর আগে প্রেমের সম্পর্ক হয়। ধীরে ধীরে সেই প্রেমের সম্পর্ক পারিবারিক দিক থেকেও মর্যাদা পায়। প্রায়দিনই দুই পক্ষের একে অপরের বাড়িতে যাওয়া-আসাও ছিল। এদিকে, প্রেমিকার মন রাখতে বেশ সচেতন হয়ে ওঠেন প্রেমিক তরুণ।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, আইফোন গিফট দেওয়ার পাশাপাশি আলমারি, বিভিন্ন আসবাবপত্রও নাকি ওই তরুণ তাঁর প্রেমিকার বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন। যদিও বছরখানেক আগে থেকেই ধীরে ধীরে সম্পর্ক থেকে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করেন ওই প্রেমিকা। প্রেমের সম্পর্কও বিচ্ছেদ হয়। যদিও সঞ্জীব প্রেমিকার পিছু নেওয়া ছাড়েননি বলে অভিযোগ।

প্রেমিকার মায়ের অভিযোগ, বাইরে বের হলেই ওই তরুণ তাঁর মেয়ের পিছু নিতেন। এমনকি মঙ্গলবার রাতে এব্যাপারে প্রতিবাদ করলে ওই তরুণ মেয়ের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। পালটা ওই তরুণের পরিবার থেকে, মারধর ও চক্রান্তের অভিযোগ তোলা হয়।

পথনাটিকায় সচেতনতা

বাগডোগরা, ৪ ফেব্রুয়ারি : ট্রাফিক নিয়ম না মানলে তার পরিণতি কী হতে পারে, সেটাই পথনাটিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হল বাগডোগরা বিহার মোড়ে। বুধবার পথচলতি সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, যানচালকদের উপস্থিতিতে নাট্য পরিবেশন করলেন 'ক ও কথা' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা।

তবে সাধারণ মানুষ মনে করছেন, এশিয়ান হাইওয়ে টু এবং জাতীয় সড়কে বেপরোয়া বাইক চালানো নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে আরও তৎপর হতে হবে।

মারধরে আহত

চোপড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুরে বুধবার বিকালে দু'পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। পরে চোপড়া থানার বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় জখম এক তরুণকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় একটি ধর্মীয় জালসায় এলাকার কয়েকজন কিশোরের মধ্যে বচসায় উত্তেজনা ছড়ায়। আগের রাতের ঘটনার জেরে এদিন বিকালে লক্ষ্মীপুর বাজার এলাকায় ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের এক তরুণের ওপর যাত্রাগছ এলাকার কয়েকজন অতর্কিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

জীবন যেমন।। *পড়াশোনার বয়সে কাগজ কুড়িয়ে জীবনযাপন। বুধবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

ধন্দে কাওয়াখালির আন্দোলনকারীরা

ভোটের জন্য নেতাদের আনাগোনা?

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরত সহ সমস্ত কৃষকদের পুর্নবাসনের দাবিতে কাওয়াখালি মাঠে মঞ্চ করে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। দাবি পূরণে কাওয়াখালি পোড়াঝাড় ভূমিরক্ষা কমিটি শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) অফিসে গিয়ে আচমকা বিক্ষোভ প্রদর্শনও করেছে। ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সিপিএম নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, কাওয়াখালির মাঠে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর সেখানে গিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ত্রিপল, কম্বল দিয়ে এসেছেন। আর এতেই প্রশ্ন উঠছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই কি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন? ভোট যত এগোবে মঞ্চ ঘিরে নেতাদের আনাগোনা কি তবে আরও বাড়বে?

ভূমি আন্দোলনের মঞ্চে বিজেপির আনাগোনা সিপিএম অবশ্য মেনে নিতে পারছে না। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষ কটাক্ষ করে বলেছেন, 'নির্বাচন যত এগোবে তত ভোটপাখিদের

আন্দোলন মঞ্চে রাজনৈতিক নেতারা। -ফাইল চিত্র

আনাগোনা বাড়বে। সিপিএম প্রথম থেকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন গরিব আন্দোলনকারীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।'

যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। তাদের তরফে আন্দোলনকারীদের সবসময় পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক শিখার কথায়, 'আন্দোলনকারীদের পাশে যে কেউ থাকতে পারে। এতে রাজনৈতিক কোনও বিষয় নেই। কাওয়াখালির আন্দোলনকারীদের কাছে সমস্ত বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। এসজেডিএ টালবাহানা করে তাঁদের হকের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না।'

এদিকে, রাজনৈতিক গ্যাঁড়াকলে পড়তে চাইছে না ভূমিরক্ষা কমিটি। কমিটির সদস্য মিঠুন সরকারের সাফ বক্তব্য, 'যে কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা মঞ্চে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াতে পারেন। আমরা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। তাই সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।'

অন্যদিকে, সিপিএম-বিজেপিকে একযোগে বিঁধে পালটা আন্দোলন নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রুয়ালের অভিযোগ, 'আমাদের সরকার আন্দোলনকারীদের পাশে রয়েছে। সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী হয়েছেন। এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান গোটা বিষয়টি দেখছেন। কিন্তু সিপিএম ও বিজেপি রাজনীতি করতে চাইছে।'

চাকুলিয়া থানায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে বাজেয়াপ্ত গাড়ি

চাকুলিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : রোদ-জলে কার্যত নষ্ট চাকুলিয়া থানা চত্বরে পড়ে থাকা বাজেয়াপ্ত মোটরবাইক ও চার চাকা গাড়িগুলি। সড়ক দুর্ঘটনা, অবৈধ পরিবহণ, চোরাই যানবাহন উদ্ধার অথবা আইনি জটিলতার কারণে বাজেয়াপ্ত করা গাড়িগুলির ধ্বংস-পরিস্থিতির মূলে রয়েছে ২০১১ সালের পর থেকে নিলাম না হওয়া। প্রশাসনের তরফে নিলামের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। যদিও মামলা সংক্রান্ত কিছু সমস্যা থাকায় নিলাম হচ্ছে না বলে পুলিশের একাংশের বক্তব্য।

যে কোনও থানা বা ফাঁড়িতে পা রাখলেই বাজেয়াপ্ত গাড়ি নজরে পড়ে। চাকুলিয়া থানাও ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু অন্য থানাগুলিতে নির্দিষ্ট সময়ের পর নিলাম হলেও চাকুলিয়া থানায় এই প্রক্রিয়া বন্ধ প্রায় ১৫

নিলাম বন্ধ

বছর ধরে। যে কারণে থানার পিছনে, পূর্ব, পশ্চিমদিকে উন্মুক্ত জায়গায় প্রায় দুশো মোটরবাইক ও ৫০টির মতো চার চাকা গাড়ি বছরের পর বছর ধরে পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, একসময় যানবাহনগুলি ভালো অবস্থায় ছিল। কিন্তু রোদ-জলে বছরের পর বছর পড়ে থাকায় গাড়িগুলির চাকা পচে গিয়েছে, ইঞ্জিনে মাকড়সা জাল বুনেছে, বেশিরভাগ যন্ত্রে মরচে পড়ায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আগাছায় ঢেকেছে গাড়িগুলি। অধিকাংশ গাড়ি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা রামকুমার সরকার বলেন, 'চাকুলিয়া থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। এখন পুলিশের দায়িত্ব বেড়েছে অনেক। আগে প্রতি বছর বাজেয়াপ্ত করা গাড়িগুলি নিলামে তোলা হত। এখন দেখছি নিলাম হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, তা বুঝতে পারছি না। সময়মতো নিলামের ব্যবস্থা করা হলে এসব যানবাহনের অন্তত কিছুটা মূল্য পাওয়া যেত এবং সরকারি কোষাগারেও কিছুটা রাজস্ব আসত। কিন্তু বছরের পর বছর অযত্নে ফেলে রাখায় বেশিরভাগেরই কোনও বাণিজ্যিক মূল্য অবশিষ্ট নেই।' অধিকাংশ গাড়ির মূল্যবান যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে গিয়েছে বলেও অভিযোগ অনেকের। চাকুলিয়া থানার পুলিশের একাংশের মতে, এত বছর ধরে পড়ে থাকায় গাড়ি-বাইকগুলি নেওয়ার ক্ষেত্রে তেমন কেউ আগ্রহ দেখাবেন না। কেউ কেউ আবার এই পরিত্যক্ত যানবাহনগুলিকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করছেন। চাকুলিয়া থানার আইসি পিনাকী সরকার বলেন, 'আমি সদ্য চাকুলিয়া থানায় যোগ দিয়েছি। কেন নিলাম আটকে রয়েছে, তা জানা নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।' যদিও জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, মামলার জটিলতা ও নথির অভাবে এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে থমকে রয়েছে।

উত্তেজনা

চোপড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিন্নাবাড়ি এলাকায় অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে বুধবার পুলিশকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। জানা গিয়েছে, পুরোনো বিবাদকে ঘিরে এলাকায় বাইরের ট্র্যাক্টরচালকদের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজনের বচসার জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে পুলিশ গ্রামের বাসিন্দা একজনকে আটক করে আনার সময় গ্রামবাসীদের একাংশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। একজনকে আটক করা হয়েছে।

শৌচালয়ে ধূমপানে বিপত্তি!

আগুন আতঙ্কে থমকাল টয়ট্রেন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : কু-ঝিকঝিক আওয়াজ দিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে ছাড়া ট্রেনটি ফুলেশ্বরী অতিক্রম করতেই বেজে উঠল ফায়ার অ্যালার্ম। সে সময় বিশ্ব ঐতিহ্য টয়ট্রেনের যাত্রা উপভোগ করছিলেন পর্যটক-যাত্রীরা। সকলের নজরে পড়ল ট্রেনের দ্বিতীয় কামরার শৌচালয় থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। যথারীতি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চলন্ত খেলনা গাড়ির যাত্রীদের মধ্যে। তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে থামিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনটি। নামিয়ে নেওয়া হয় যাত্রীদের।

কামরাটিকে ইঞ্জিন থেকে আলাদাও করে দেওয়া হয়। ভিড় জমে টাউন স্টেশনের পদস্থ আধিকারিকদের। দ্রুত চলে আসেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তারা। ট্রেনটিতে নতুন করে একটি কামরা জুড়ে যাত্রীদের পাহাড় পথে ওঠার ব্যবস্থা করা হয় ডিএইচআরের তরফে। অন্যদিকে, যে কামরার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল, পরীক্ষার জন্য ওই কোচটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শিলিগুড়ি জংশনের লোকো শেডে। পরীক্ষার রেজাল্ট কী? না, কামরাটি কোনও ত্রুটি ধরা পড়েনি। যার থেকে রেলকর্তা নিশ্চিত, শৌচালয়ে কোনও যাত্রী ধূমপান করেছিলেন। যে কারণে বেজে উঠেছিল ফায়ার অ্যালার্ম।

এই ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে ট্রেনটিতে 'নো স্মোকিং'য়ের বড় বড় পোস্টার লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডিএইচআর। ঘটনা প্রসঙ্গে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, 'প্রথমে আমরাও ভেবেছিলাম আগুন লেগেছে। পরবর্তীতে কামরাটিকে জংশনে নিয়ে এসে পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায়, কামরায় কোনও ত্রুটি নেই। শৌচালয়ে কোনও যাত্রী ধূমপান করায় সেখানে ধোঁয়া হয়েছিল এবং তার জন্য ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠে।'

ছবি : এআই

> **কামরাটিকে জংশনে নিয়ে এসে পরীক্ষা করা হয়। দেখা যায়, কামরায় কোনও ত্রুটি নেই। শৌচালয়ে কোনও যাত্রী ধূমপান করায় সেখানে ধোঁয়া হয়েছিল এবং তার জন্য ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠে।**
>
> **ঋষভ চৌধুরী** ডিরেক্টর ডিএইচআর

বিশ্ব ঐতিহ্য বহন করে চলেছে টয়ট্রেন। দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের কাছে টয়ট্রেনের চাহিদা সবসময়ই। কিন্তু বুধবারের ঘটনার পর যাত্রীদের মানসিকতা এবং সচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। রেল সূত্রে খবর, এদিন ৩০ জন যাত্রী নিয়ে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ট্রেনটি। টাউন স্টেশনে যখন ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়, তার আগে অনেক যাত্রী আগুন আগুন করে চিৎকার করছিলেন। যা কানে যাওয়ায় স্থানীয়রা ভিড় জমান টাউন স্টেশনে। ঠিক কী হয়েছে দেখার জন্য অনেকেই কামরাটিতে উঠে পড়েন, কেউ আবার অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র নিয়ে আসেন। শেষে বাথরুমের যে দিক থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল, সেখানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থেকে স্প্রে করা হয়। কিছুক্ষণ পর নতুন কামরা জুড়ে দেওয়া হয় ট্রেনটিতে। নিশ্চিন্তে পাহাড় পথে পাড়ি দেন যাত্রীরা। এই ট্রেনটিতে ছিলেন সুচিত্রা দে বসাক। তিনি বললেন, 'আমরা সামনের কামরায় ছিলাম। পেছনের কামরায় আগুন আগুন বলে হইচই হচ্ছিল। তাই ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয়। যে কারণে আমাদের মিনিট ১৫ দেরি হয়েছে।' শুধু বড় পোস্টার সাঁটা নয়, ট্রেনে ওঠার সময় যাত্রীদের সতর্ক করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে ডিএইচআর। কিন্তু সত্যিই কি সচেতন হবেন যাত্রীরা?

ক্যানসার সচেতনতায় মণিপাল হাসপাতাল

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : বিশ্ব ক্যানসার দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের অন্যতম শীর্ষ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী মণিপাল হাসপাতাল গ্রুপের মণিপাল হাসপাতাল, রাঙ্গাপানি ক্যানসার প্রতিরোধে, প্রারম্ভিক শনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরতে বুধবার একটি ওয়াকাথনের আয়োজন করে। এদিন সকাল সাড়ে সাতটায় শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে রামকৃষ্ণ ক্লাবে শেষ হওয়া এই ওয়াকাথনে ১০০ জনেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপাল হাসপাতাল, রাঙ্গাপানির বিশিষ্ট অঙ্কোলজি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মধ্যে ডাঃ সৌরভ গুহ, কনসালট্যান্ট-রেডিয়েশন অঙ্কোলজি এবং ডাঃ পঙ্কজ চৌধুরী, কনসালট্যান্ট-রেডিয়েশন অঙ্কোলজি। এছাড়াও রাঙ্গাপানি মণিপাল হাসপাতালের ডিরেক্টর সঞ্জয় মহাপাত্র উপস্থিত ছিলেন।

যাত্রী পিটিয়ে 'গুন্ডামি'

জলপাইগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে প্রথমে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে আরপিএফের সামনে এবং তারপর রাস্তায় গাড়ি আটকে এক মহিলা যাত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের দফায় দফায় পেটাল টোটোচালকরা। সঙ্গে যোগ দিল ওই চালকদের আত্মীয়স্বজনরাও। টোটোচালকদের মারে মহিলা যাত্রী গুরুতর জখম হন। তাঁর বোনের মাথা ফাটে। দুজনকেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাজ্যের শাসকদলের মদতে টোটোচালকের কার্যত 'মস্তানি'-তে শহরের মানুষ যতটা অতিষ্ঠ, তাঁরা তার থেকেও বেশি বিরক্ত পুর প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকায়।

এদিন অবশ্য টোটোচালকদের দাদাগিরি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় পুলিশ নড়েচড়ে বসে। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ পাতকাটা এলাকার এক টোটোচালকের মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আহত মহিলার পরিবারের তরফে কোতোয়ালি থানায় ছয়জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে পাতকাটা কলোনি এলাকায় পুলিশের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। ঘটনার পর রোড স্টেশনের পার্কিং এলাকা থেকে টোটোস্ট্যান্ড তুলে দিয়েছে আরপিএফ। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ ইনস্পেকটর বিপ্লব দত্ত বলেন, 'পার্কিং এলাকায় ভাড়া নিয়ে টোটোচালক এবং যাত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছে। আমরা নির্দেশ দিয়েছি, স্টেশনের পার্কিং এলাকায় কোনও টোটো দাঁড়াতে পারবে না। ট্রেন যাত্রীদের নামিয়ে টোটোকে স্টেশন এলাকার বাইরে চলে যেতে হবে।' পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'ঘটনায় আমরা একজনকে গ্রেপ্তার করেছি। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে।' এদিন সকালে পদাতিক এক্সপ্রেস জলপাইগুড়িতে আসেন এক মহিলা। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে ওই মহিলা পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটোতে উঠে বসেন। মহিলার কথা অনুযায়ী, এক টোটোচালক বেগুনটারি মোড় যেতে অস্বীকার করে বলেন লাইনে তাঁর আগে আরও টোটো রয়েছে। অপর এক টোটোচালক এগিয়ে এসে চমহিলাকে তাঁর টোটোতে যেতে বলেন। মহিলা সেই টোটোতে উঠে বেগুনটারি যাওয়ার ভাড়া জানতে চাইলে টোটোচালক ২০০ টাকা দাবি করেন।

আলিপুরদুয়ারে এক বছরে ৫০০ জনের চাকরি

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৪ ফেব্রুয়ারি : এমনিতেই চাকরির বাজার মন্দা। যাও মাঝেমধ্যে চাকরির খবর পাওয়া যায়, সেটাও নানা মামলার জটে আটকে যায়। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি চাকরি নিয়ে তরুণসমাজের মধ্যে একটা হতাশা তৈরি হয়েছিল কিন্তু অন্ধকারের শেষেও যে আলোর উদয় হয় সেটাই এবার দেখা যাচ্ছে আলিপুরদুয়ারে। যাঁরা এতকিছুর মধ্যেও দাঁতে দাঁত চেপে নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন, তাঁরা এখন ভিড় করছেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসকের অফিসে। চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে 'ক্যারেকটার সার্টিফিকেট' নিতে। আলিপুরদুয়ার জেলায় এক বছরে ৫০০ জনের বেশি তরুণ-তরুণী নতুন চাকরি পেয়েছেন। কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের তো কেউ রাজ্য সরকারের চাকরি পেয়েছেন। চাকরি নেই বলে যখন চারদিকে এত রব উঠেছে তখন আলিপুরদুয়ারের তরুণসমাজ পথ দেখাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত প্রশাসন থেকে চাকরিপ্রাপকরা।

আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'চাকরি নেই বলে অনেকেই অনেককিছু বলেন। কিন্তু আলিপুরদুয়ার সেক্ষেত্রে পথ দেখাচ্ছে। আমার কাছে চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে 'ক্যারেকটার সার্টিফিকেট' নিতে গত এক বছরে ৫০০ জনের বেশি তরুণ-তরুণী এসেছেন। এখনও রোজ সার্টিফিকেট দিচ্ছি। মাত্র এক বছরে চাকরি পাওয়ার এটা রেকর্ড। যাঁরা চাকরির জন্য চেষ্টা করছেন, এই পরিসংখ্যান তাঁদের উৎসাহ দেবে।'

মহকুমা শাসকের দপ্তরে রোজই ভিড় বাড়ছে। কারা ভিড় করছেন? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, যাঁরা নতুন চাকরিতে যোগ দেবেন সেই তরুণ-তরুণীরাই ভিড় করছেন। যাঁদের প্রত্যেকের বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায়। এদের মধ্যে কেউ কুমারগ্রাম তো কেউ

ক্যারেকটার সার্টিফিকেট নিতে আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসকের দপ্তরে সফল চাকরিপ্রার্থীরা।

ফালাকাটার, কেউ বীরপাড়ার তো কেউ আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের। প্রশাসন সূত্রে খবর, গত বছরে ৫০০ জনের বেশি তরুণ-তরুণীকে 'ক্যারেকটার সার্টিফিকেট' দেওয়া হয়েছে। জেলা থেকে মাত্র এক বছরে এত বিপুলসংখ্যক তরুণ-তরুণী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাকরি পেয়েছেন। সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীতেই চাকরি পেয়েছেন।

কেউ সিআইএসএফ তো কেউ বিএসএফ আবার কেউ সেনাবাহিনীতে। কয়েকজন কেন্দ্রীয় সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর এমনকি নানা মন্ত্রকেও চাকরি পেয়েছেন। বাদ যায়নি রাজ্য সরকারের চাকরিও। স্বাস্থ্য-পূর্ত সহ আরও বেশকিছু দপ্তরে চাকরি পেয়েছেন। পাশাপাশি ডব্লিউবিসিএসের বিভিন্ন ক্যাটিগোরিতেও আলিপুরদুয়ারের অনেকেই চাকরি পেয়েছেন।

সিআইএসএফের চাকরি পাওয়া সঞ্জীব বর্মনের কথায়, 'প্রায় দুই বছর ধরে চাকরির জন্য পড়াশোনা করেছি। আমরা কয়েকজন বন্ধু একসঙ্গে চাকরি পেয়েছি। তাই মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে ক্যারেকটার সার্টিফিকেটও নিয়েছি।'

কালচিনি ব্লকের সুভাষ তিরকি বলেন, 'আমার পরিবারে আমিই প্রথম বিএসএফে চাকরি পেলাম। ইতিমধ্যেই জয়েনিং লেটার এসেছে। এখন ক্যারেকটার সার্টিফিকেট নিয়ে কর্মস্থলে যোগ দেব।'

কোথাও নদীর বুক থেকে বালি তুলে পাচার করছে মাফিয়ারা, আবার কোথাও সীমান্ত এলাকায় অবৈধ কারবারিদের দাপটে বিপন্ন হয়ে পড়ছে বর্ডার পিলার। মাঝেমধ্যে অভিযান চললেও বেআইনিভাবে বালি তোলা বন্ধ হয়নি।

তৃণমূলকে দুষছে বিজেপি

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : বিধাননগরে ঢাকপাড়ায় বালির কারবার নিয়ে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। বালির কারবারের জেরে নদী খনন এবং নদীবাঁধের ক্ষয়ক্ষতির পিছনে শাসকদল এবং প্রশাসনের আঁতাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি। যদিও সেই অভিযোগ নস্যাৎ করছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঢাকপাড়া সংলগ্ন মহানন্দা নদী থেকে বালির কারবার অভিযোগ উঠছে। ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'বিধাননগর এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতারা সরাসরি এই বালি চুরির সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ প্রশাসনের মদত ছাড়া মহানন্দার বাঁধ কেটে রাস্তা বানিয়ে এভাবে বালি চুরি করা সম্ভব নয়।' প্রশাসনিক পরিদর্শনকে 'আইওয়াশ' বলে কটাক্ষ করেছেন বিধায়ক।

অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক সভাপতি তথা এসজেডিএ বোর্ড মেম্বার কাজল ঘোষ বলছেন, 'বিজেপি নেতারা পাগল হয়ে গিয়েছেন। তাই সব জায়গায় তৃণমূলের প্রভাব দেখছেন।' কাজলের কথায়, 'যেখানে খনন চলছে, সেই ঘাটটি আসলে বিহারের অন্তর্গত। যেহেতু বিহারে বিজেপি সমর্থিত সরকার রয়েছে, তাই ঘাট বন্ধ করার দায়িত্ব সেখানকার প্রশাসনের।' এ প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'রাজ্যের তৃণমূল নেতাদের এখানে কোনও ভূমিকা নেই। তবে নদীবাঁধের যেন কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্য প্রশাসনকে জানিয়েছি। ইতিমধ্যেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।' বৃহস্পতিবার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা যৌথভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে। আধিকারিকদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে খবর।

বাজেয়াপ্ত হওয়া বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর। বুধবার পানিট্যাঙ্কিতে।

পানিট্যাঙ্কিতে ট্র্যাক্টর আটক

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : রাতেরবেলাতেও মেচি নদীর বুক থেকে দেদার বালি তোলা চলছিল। তবে খবর পেয়ে হানা দিয়ে একসঙ্গে ১০টি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি আটক করে এসএসবি। গ্রেপ্তার করা হয় ১০ জন চালককেও। পরে ধৃতদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় বর্ডার পিলারের কাছ থেকেই রাতে বালি তোলায় পিলারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে দাবি এসএসবি-র।

মঙ্গলবার রাতে পানিট্যাঙ্কিতে মেচি নদী সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালান এসএসবি-র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযানে ৮টি ট্র্যাক্টরের কাছে সময় উত্তীর্ণ চালান পাওয়া যায়। বাকি ২টি ট্র্যাক্টরের কাছে কোনও বৈধ নথিপত্রই ছিল না। এসএসবি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মেচি নদীতে বালি তোলার জন্য সরকারি লিজ রয়েছে। কিন্তু রাতে লিজ হোল্ডার ঘাটে থাকেন না। সেই সুযোগে বালি মাফিয়ারা নদী থেকে রাতভর বালি চুরি করে। অবৈধভাবে বালি চুরির ঘটনায় সরকারি রাজস্বে ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি লিজ হোল্ডারদের নজরদারি না থাকায় এবং ভারত-নেপাল সীমান্তে বর্ডার পিলারের কাছ থেকে রাতে বালি তোলায় বর্ডার পিলারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে সীমান্ত এলাকায় সমস্যা তৈরি হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বালি চুরি রুখতে অভিযান চালায় এসএসবি।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বালি মাফিয়ারা লিজ হোল্ডারের কাছ থেকে ১৯০০ টাকায় একটি সরকারি চালান কেটে দিনভর নদী থেকে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে করে বালি তুলে পানিট্যাঙ্কি এলাকায় অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বালি মজুত করে। এরপর রাতে ডাম্পারে করে সেই বালিই বিহারে পাচার করা হয়। এদিকে, ট্র্যাক্টর আটকের খবর পেয়ে পানিট্যাঙ্কি শিব মন্দির ঘাটে পৌঁছে যান ট্র্যাক্টরের মালিকরা। তাঁদের মধ্যে সুশান্ত সিংহ স্বীকার করে নেন, '১৯০০ টাকায় লিজ হোল্ডারের কাছ থেকে চালান কেটে বালি তোলা হয়। একটি চালান দিয়ে ৪ ঘণ্টা বালি তোলা হয়। তবে সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় এসএসবি ট্র্যাক্টরগুলি আটক করে।'

এসএসবি রাতে বাজেয়াপ্ত হওয়া ট্র্যাক্টরগুলি ও চালকদের খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য বলেন, '১০টি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেছেন।'

বিপন্ন নদী, ক্ষতি গ্রামীণ রাস্তারও

দাসপাড়ায় দাপট বালি মাফিয়াদের

মনজুর আলম

চোপড়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : চা বাগানের পাশেই রাস্তার এক পাশে ডাঁই করে রাখা আছে বালি। নদীর বুক থেকে অবৈধভাবে তোলা বালি রাস্তার ধারে জমিয়ে রাখছে মাফিয়ারা। এরপর রাতে সুযোগ বুঝে সেই বালি পাচার করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। চোপড়ার দাসপাড়া এলাকায় এমন দৃশ্য দেখা গেলেও বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপা অবশ্য বলছেন, 'কোনও অভিযোগ পাইনি।' তবে বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় লোক পাঠানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। চোপড়া থানার পুলিশের দাবি, অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে।

চোপড়ার দাসপাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় ভেরসা নদী ও ভেরসা-ডোক নদীর সংযোগস্থল থেকে অবাধে বালি তুলে পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ। যত দিন যাচ্ছে, ততই এভাবে বালি পাচার বাড়ছে বলেও অভিযোগ। প্রশাসন সূত্রে খবর, চোপড়া ব্লকে দুটি বৈধ ঘাট রয়েছে। তবে দাসপাড়া এলাকায় কোনও বৈধ ঘাট নেই। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নদীতে জল নামতেই রমরমিয়ে বালির অবৈধ কারবার শুরু হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় বিভিন্ন রাস্তার ধারে ট্র্যাক্টরের সাহায্যে দিনভর বালি স্তূপাকারে জমা করা হচ্ছে। রাতে সেই বালি ডাম্পার, লরিতে করে পাচার করা হচ্ছে। রাতভর বালিবোঝাই গাড়ি চলাচল করার ফলে গ্রামীণ রাস্তার ক্ষতির আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

■ নদীতে জল নামতেই রমরমিয়ে বালির অবৈধ কারবার শুরু হয়েছে

■ ভেরসা নদী ও ভেরসা-ডোক নদীর সংযোগস্থল থেকে অবাধে বালি পাচারের অভিযোগ উঠছে

■ বালি তুলে তা ট্র্যাক্টর-ট্রলি করে নিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে জমিয়ে রাখা হচ্ছে, পরে তা পাচার হচ্ছে

এলাকায় ভেরসা নদী ও ভেরসা-ডোক নদীর সংযোগস্থল থেকে নিয়মিত বালি তোলার ফলে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

-অমূল্য সরকার

অভিযোগ, এই এলাকায় নদীতে প্রশাসনের নজরদারি কার্যত না থাকায় দিনের পর দিন অবাধে বালি পাচার চলছে। নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলা হচ্ছে। নদীর বুক থেকে বালি তুলে দিনভর ট্র্যাক্টর-ট্রলি দিয়ে এলাকার বিভিন্ন রাস্তার ধারে তা মজুত করা হয়। রাত হলেই লরি, ডাম্পার করে সেই বালি পাচার হয়ে যায়। গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ট্র্যাক্টর, লরি ও ডাম্পারের যাতায়াতের ফলে সাধারণ মানুষের পথ চলাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বালি মাফিয়াদের ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে সাহস না পাচ্ছেন না।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূল নেতা শংকর বৈদ্য অবশ্য বলছেন, 'বালি পাচার যে একদমই হচ্ছে না, তা বলা যাবে না।' এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এর আগে স্থানীয়রা এব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের কাছেও নালিশ জানিয়েছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা অমূল্য সরকার বলছেন, 'এলাকায় নদী থেকে নিয়মিত বালি তোলার ফলে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।' স্থানীয়দের দাবি, বালি তোলার ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। নদীভাঙনের আশঙ্কাও বাড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদীপাড়ের চাষাবাদের জমি। এ ব্যাপারে চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানানো হচ্ছে, এলাকায় বিভিন্ন অবৈধ বালিখাদানে নিয়মিত অভিযান চলছে।

ভাতঘুম।। আলিপুরদুয়ারে ছবিটি তুলেছেন বিনয় ভানসালি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বন্ধুদের হাতেই নিগৃহীত তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে বিপত্তি। স্কুটারের নিয়ন্ত্রণ সামলাতে না পেরে গাড়িতে ধাক্কা। এরপরই স্কুটার সারানোর টাকাকে কেন্দ্র করে অন্যদিকে মোড় নিল বন্ধুত্ব। দুই বন্ধুর হাতে নিগৃহীত তরুণের মায়ের দাবি, 'স্কুটার না চালালেও আমার ছেলে ১০ হাজার টাকা দিয়েছিল।' অভিযোগ, যদিও ফের ওই তরুণকে ডেকে বাকি দুই বন্ধু স্কুটার সারানোর জন্য আরও কুড়ি হাজার টাকা চায়। সেই অতিরিক্ত টাকা দিতে না চাইলে ওই তরুণকে বেধড়ক মারধর করে ওই দুই বন্ধু। এমনকি মাদকের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। মারধরের জেরে হাতের ছেলের একটি আঙুল ভেঙে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই তরুণের মা।

এই পরিস্থিতিতে ওই তরুণের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁর মা গত বুধবার মাটিগাড়া থানায় ছেলের দুই বন্ধুর নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

মারধরের শিকার হওয়া তরুণ ঠিকনিকাটা এলাকার বাসিন্দা। তাঁর মায়ের অভিযোগ, যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে ডিসেম্বর মাস থেকে। ওই মহিলা লিখিত আকারে পুলিশকে অভিযোগ করেছেন, ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় আমার ছেলে বাপি রায় ও অবিনাশ অধিকারীর সঙ্গে স্কুটারে ঘুরতে বেরিয়েছিল। রাস্তায় একটি গাড়ির সঙ্গে ওই স্কুটারের ধাক্কা লাগে। স্কুটারের কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর স্কুটার সারানোকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় বিবাদের সূত্রপাত।

ওই তরুণের মায়ের কথায়, 'ছেলে নিজের থেকে ১০ হাজার টাকা দিয়েছে। যদিও ওই দুই বন্ধুর মনের মধ্যে অন্য পরিকল্পনা ছিল, সেটা আমার ছেলে বুঝতে পারেনি। ছেলেকে ওরা ঠিকনিকাটা মাঠে ডাকে। এরপর ওখানেই আরও ২০ হাজার টাকা দাবি করতে থাকে। নইলে মাদকের কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়। ছেলেকে মারধর করায় স্থানীয়রা জড়ো হতে শুরু করতেই ওরা পালিয়ে যায়।'

স্কুটার সারানোর টাকা দেওয়া নিয়ে বিবাদ

ঘটনায় অবশ্য অভিযুক্ত দুই বন্ধুর ফোন বন্ধ থাকার কারণে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তা।

বুধবার বৈঠকে শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনীদের একাংশ। -সংবাদচিত্র

নতুন মঞ্চ গড়লেন প্রাক্তনীদের একাংশ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : প্ল্যাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠানে ডাক না পাওয়ায় ক্ষোভে শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনীদের একটি অংশ পৃথক মঞ্চ তৈরি করলেন। বুধবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাঘরে প্রায় ৫০ জন প্রাক্তনী বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে একটি অ্যাড হক কমিটি গঠিত হয়। 'ফিরে দেখা শিলিগুড়ি কলেজ' মঞ্চটি তৈরির নেপথ্যে অবশ্য কলেজের পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি জয়ন্ত কর রয়েছেন। কিন্তু মঞ্চ তৈরির পর নিজেকে পেছনে রেখে বাকিদের বক্তব্য রাখার জন্য এগিয়ে দেন তিনি।

মঞ্চের তরফে শুধু পুনর্মিলন উৎসব নয়, বছরভর নানা সামাজিক কাজের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে 'ধীরে চলো' নীতিতেই আস্থা রাখছে মঞ্চ। শহরের দক্ষিণ ভারতনগরের মনোতোষ তালুকদার কলেজের ১৯৭৪ সালে ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। ভারতীয় সেনার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী মনোতোষ বলেন, 'অনেক সময় নানা মঞ্চ তৈরি হয়। কিন্তু একটি বা দুটি অনুষ্ঠান করার পর সেই মঞ্চের অস্তিত্ব থাকে না। তেমনটা একদম চাইছি না আমরা। বহুদিন যাতে এই মঞ্চকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে কারণে ধীরেসুস্থে কর্মসূচি নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি।' হইহুল্লোড়ের জন্য এই মঞ্চ নয় বলে জানিয়েছেন ১৯৭৬ সালের ব্যাচের প্রাক্তনী শুক্লা সাহা। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শুক্লা বলেন, 'সমাজের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আমরা যাতে পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে পারি, তা চাইছি। সামাজিক দায়িত্বও ভীষণ জরুরি।'

রক্তদান শিবিরের মধ্যে দিয়ে পুনর্মিলন উৎসব করা যায় কি না, সে বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। মঞ্চের খরচ জোগানোর জন্য নিজেদের মধ্যে অর্থসংগ্রহ, পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঞ্চের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ৯৩২ জন যুক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে। ওয়েবসাইট তৈরি করা হচ্ছে। বৈঠকে উপস্থিত সিপিএম নেতা তথা শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক উদয়ন দাশগুপ্ত বলেন, 'কলেজের প্ল্যাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠানে পচা রাজনীতির দুর্গন্ধ ছড়িয়ে যাওয়ায় এত বিশৃঙ্খলা হয়েছে। নতুন মঞ্চে অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এই মঞ্চে রাজনৈতিক রং ভুলে চলতে হবে।'

রান্নার কাজে বেরিয়ে 'উধাও' তিনজন

ঢাকনিকাটা কাণ্ডে গ্রেপ্তার গৃহবধূ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : রান্নার কাজে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে 'উধাও' হয়ে গিয়েছেন ঢাকনিকাটা এলাকার তিনজন। এরমধ্যে স্বামী-স্ত্রীও রয়েছেন। বাকি একজন গৃহবধূ। সঙ্গে তাঁর সন্তানও ছিল। ওই তিনজনের সঙ্গে যাওয়া ওই এলাকারই আরেক গৃহবধূ অবশ্য ফিরে এসেছেন। যদিও ওই বধূকে নিয়েই যাবতীয় রহস্য তৈরি হয়েছে। ওই গৃহবধূ বুধবার এলাকায় ফিরে এসেছেন। সঙ্গে ওই গৃহবধূর সন্তানকে নিয়ে এসেছেন। তিনি সন্তানটিকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সন্তানের পিতার অভিযোগ, 'আমার স্ত্রী কোথায়? সে ব্যাপারে ওই বধূ পরিষ্কার করে কিছুই বলতে পারছে না। শুধু বলছে, আমার স্ত্রী আর ফিরবে না।' ঘটনার পরেই প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ওই গৃহবধূকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই বধূ সহ ওই তিনজন দিন পনেরো আগে অনুষ্ঠানবাড়ির রান্নার নাম করে কিশনগঞ্জে যাওয়ার কথা বলে বেরিয়েছিল।

পার্বতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি তিনজনের খোঁজ করা হচ্ছে।

-বাসুদেব সরকার
আইসি, প্রধাননগর থানা

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই বধূ পুলিশকে জানিয়েছেন, প্রথমে তাঁরা কিশনগঞ্জেই যান। এরপর সেখান থেকে কাজের সূত্রে রাজস্থানের জয়পুর যান। পুলিশের কাছে তিনি দাবি করেন, জয়পুরে যাওয়ার পর ওই দম্পতি ও আরেক বধূ অন্য জায়গায় কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সেসময়ই তিনি তাঁর সন্তানকে দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়েই রহস্য দানা বেঁধেছে। কারণ পুলিশ ওই দম্পতি ও ওই গৃহবধূর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও মোবাইল ফোনের সুইচ অফ থাকায় যোগাযোগ করতে পারেনি। কিশনগঞ্জে গিয়ে এমন কী হল যে ওই চারজন জয়পুর চলে গেলেন? জয়পুর থেকেই বা ওই বধূ ছাড়া বাকি তিনজন কোথায় গেলেন? শুধুমাত্র ওই গৃহবধূর কথা রাখতেই কি দশ বছরের সন্তানকে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন? নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'পার্বতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি তিনজনের খোঁজ করা হচ্ছে।' কোনও পাচারচক্র এর পিছনে জড়িয়ে রয়েছে কি না সেটাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

বুড়াগঞ্জে মদ বাজেয়াপ্ত

খড়িবাড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জে বাড়ি থেকেই অবৈধভাবে মদ বিক্রির কারবার চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে বুড়াগঞ্জের হাতিডোবা এলাকায় সেই বাড়িতে অভিযান চালায় খড়িবাড়ি পুলিশ। উদ্ধার করা হয় বিভিন্ন কোম্পানির প্রচুর মদ। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাড়ির মালিক গোষ্ঠ মণ্ডলকে।

বুধবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য বলেন, 'বাড়িতে মদ স্টক করে বিক্রি করত ওই ব্যক্তি। প্রায় ৪০ হাজার টাকার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আজ ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

সচেতনতা

ইসলামপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি : বিশ্ব ক্যানসার দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার তেরাপন্থ মহিলা সমিতির উদ্যোগে মহিলাদের জন্য ক্যানসার সচেতনতায় বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় ইসলামপুর শহরের জৈন ভবনে। আয়োজকরা জানান, মহিলারা বেশি ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই মহিলাদের সচেতন করতেই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। ক্যাম্পে অখিল ভারতীয় মহিলা তেরাপন্থ সমিতির অধ্যক্ষ সরিতা সিংঘি সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কালভার্ট তৈরি শুরু

খড়িবাড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : কৃষকদের ভোগান্তি দূর করতে রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন এজেন্সির আর্থিক আনুকূল্যে ৪০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে খড়িবাড়িতে বক্স কালভার্ট ও গার্ডওয়াল তৈরির কাজ শুরু করল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। বুধবার এই কাজের শিলান্যাস করেন মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ।

খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গাইনজোতে বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষের জমি রয়েছে। সেই জমির উপর উড়লাজোত-চেকরমারীগামী গ্রামীণ রাস্তা থাকায় বর্ষার সময় রাস্তার উত্তর দিকের চাষের জমিতে জল জমে ফসলের ক্ষতি হত। রাস্তায় অবস্থিত পুরোনো কালভার্টটি অপেক্ষাকৃত কম প্রশস্ত ছিল। ফলে বর্ষার জলের তোড়ে কালভার্ট সংলগ্ন রাস্তা ভেঙে যায়। ফলে কৃষক সহ এলাকার বাসিন্দাদের ভোগান্তি হত। কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এবার ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের কালভার্ট ও রাস্তার পাশে গার্ডওয়াল তৈরির কাজ শুরু করেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। এদিন কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম, উপপ্রধান বিকাশ বর্মন, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ললিত বর্মন প্রমুখ।

গোপী সিংহ নামে এক কৃষকের কথায়, 'কালভার্টটি ছোট থাকায় বর্ষায় চাষের জমিতে জল আটকে থাকত। জলের তোড়ে রাস্তাও ভেঙে যেত। ফসল জলের তলায় চলে গিয়ে কৃষকদের ক্ষতি হত। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে অপেক্ষাকৃত বড় মাপের কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হল।'

নাবালকের দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি : কানে হেডফোন, গলায় ফাঁস। এমনই অবস্থায় চা বাগানের শেড ট্রি থেকে নাবালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন বিজলিমুনি চা বাগানে। মৃত রাজ বারিক (১৭) মুরালীগঞ্জের বাসিন্দা ছিল। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

রাজের বাবা ও মা দুজনেই মারা গিয়েছেন বছরকয়েক আগে। বেশ কিছুদিন ধরে বোনের বাড়ি বিজলিমুনিতে সে থাকত। রাতে ওই চা বাগানের একটি শেড ট্রি থেকে স্থানীয়রা তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন। বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক জানিয়ে দেন, সে আর বেঁচে নেই। পরিবারের এক সদস্যের দাবি, তাঁদের কাছে রাত ৩টে নাগাদ খবর পৌঁছায়। খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায়। পুলিশ নাবালকের মোবাইল ফোন এবং ওই হেডফোনটি উদ্ধার করেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাবা ও মাকে হারানোর পর থেকেই রাজ মানসিক অবসাদে ভুগছিল। সে কারণেই সে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে পুলিশ।

নিশিগঞ্জের সঙ্গে জড়িয়ে রাজমাতার কাহিনী

এক সাধারণ প্রজার কন্যা নিশিময়ী দেবীর মহারানি হওয়ার গল্প রূপকথাকেও হার মানায়। তাঁর নামানুসারেই এই জনপদের নামকরণ হয় বলে কথিত আছে। এই জনপদের আনাচকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের অনেক নিদর্শন।

কী নামে ডেকে

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি : নিশিগঞ্জে নিজের মামার বাড়িতে কি কোনওদিন এসেছিলেন কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর? আজও নিশিগঞ্জে এই নিয়ে চর্চা চলে। একটি জনপদের ইতিহাস তার স্থাপত্য, স্মৃতিকাহিনী এবং নামের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকে। কোচবিহার জেলার নিশিগঞ্জ তেমনই এক ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল। যেই জনপদের নামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কোচবিহার রাজপরিবারের যোগসূত্র। মহারানি নিশিময়ী দেবীর নাম অনুসারেই এই জনপদের নাম হয় 'নিশিগঞ্জ'। কথিত আছে, মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ নিশিময়ী দেবীকে বিবাহ করার পর তাঁর পৈতৃক ভিটের এই এলাকাকে 'নিশিগঞ্জ' নামে অভিহিত করেন।

একজন সাধারণ প্রজা কালাচাঁদ কার্জির কন্যা নিশিময়ী দেবীর কোচবিহারের মহারানি হওয়ার গল্প যেন রূপকথাকেও হার মানায়। তিনি ছিলেন আধুনিক কোচবিহারের রূপকার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের জননী। লেখক ও কোচবিহার রাজপরিবারের সদস্য কুমার মৃদুলনারায়ণ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'রাজপরিবারের সঙ্গে এই এলাকার নিবিড় সম্পর্ক শুধু নামেই সীমাবদ্ধ ছিল না; প্রজাকল্যাণের লক্ষ্যেই রাজ আমলে এখানে গড়ে উঠেছিল দাতব্য চিকিৎসালয়, পথিকদের বিশ্রামের জন্য পাকা ঘর বা পান্থনিবাস, পাকা ইঁদারা এবং শৌচালয়। আজও এই নিদর্শনগুলি অতীতের বহু স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করছে।'

নিশিগঞ্জ বাজার।

দীনদয়াল চৌধুরীর 'নৃপেন্দ্র স্মৃতি' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, নবকান্ত মজুমদার মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই কালাচাঁদ কার্জির কন্যা নিশিময়ীর সঙ্গে মহারাজার বিবাহ হয়। আগে নিস্তারিনী দেবীকে পাটরানি করার সিদ্ধান্ত হলেও, মহারাজার মা প্রসাদী আই দেবতীর নির্দেশে নিশিময়ী দেবীর সঙ্গে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়।

এই প্রসঙ্গে কবি ও শিক্ষক অজিত অধিকারী বলেন, 'আরেকটি জনশ্রুতি অনুযায়ী, মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ মাথাভাঙ্গা থেকে কোচবিহারে হাতির পিঠে ফেরার পথে নিশিময়ীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রানি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।'

আমতলা ও মানসাই নদী সংলগ্ন এই জনপদের নাম একসময় সিদ্ধাবাড়ির হাট ছিল বলে শোনা যায়। বছর দশেক আগে রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের সময় ওই সিদ্ধাগাছটি কাটা পড়ে। প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক সুভাষচন্দ্র রায় বলেন, 'ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে এলাকার প্রয়াত শিক্ষক হোমেশ্বর বসুনিয়ার কাছে শুনেছিলাম ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে নৃপেন্দ্রনারায়ণ ২১ বছর বয়সে পূর্ণ রাজ্যাভিষেকের পর তাঁর মামাবাড়ি নিশিগঞ্জে এসেছিলেন।' যদিও এই বিষয়ে কোনও তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ইতিহাস বিজড়িত এই স্থানে রাজ আমলে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় ভবনটি অবহেলায় পড়ে রয়েছে। রাজ্য সড়কের ধারে অবস্থিত পান্থনিবাস—যা স্থানীয়দের কাছে 'পাকা ঘর' নামে পরিচিত, সেটিও ভগ্নপ্রায়। রাজ আমলের পাকা ইঁদারাটির চারপাশে দোকান গড়ে ওঠায় সেটি প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, রাজস্মৃতি বিজড়িত এই স্থাপত্যগুলিকে হেরিটেজের আওতায় এনে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

রাজমাতার বংশধররা এখনও এই এলাকায় বসবাস করেন। এই এলাকায় রাজমাতা নিশিময়ী দেবীর নামাঙ্কিত দুটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। আর এখনও বেঁচে আছে ইতিহাস আর রূপকথার মিশেলে সৃষ্ট নানা রঙের গল্প। যেই গল্পগুলো এখনও নিশিগঞ্জের আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

পুর পদক্ষেপ

জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় কড়া পদক্ষেপ করল কলকাতা পুরসভা। বেশ কিছু আধিকারিককে বদলি করা হল ও কয়েকজনকে অব্যাহতি দিয়ে নতুনদের আনা হল।

জু-তে অতিথি

পুরুলিয়ার সুরুলিয়া মিনি চিড়িয়াখানায় আসছে এক জোড়া চিতাবাঘ ও একটি ধূসর নেকড়ে। ইতিমধ্যেই পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেছে ওয়েস্টবেঙ্গল জু অথরিটির একটি প্রতিনিধি দল।

জরুরি অবতরণ

মাঝ আকাশে ইঞ্জিনে আগুন ধরার ইঙ্গিত পেয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল তুরস্কগামী একটি বিমান। বিমানটি পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। যাত্রী, পাইলট ও বিমানকর্মীরা সকলেই নিরাপদে রয়েছেন।

বিক্ষোভের মুখে

খিদিরপুরে আচমকা বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। অভিযোগ, মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অনুগামীরা তাঁর পথ আটকান। মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে হুমায়ুনের কটাক্ষের পোস্টের পরেই এই ঘটনা।

আজ বিধানসভায় অন্তর্বর্তী বাজেট

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটেয় রাজ্য বিধানসভায় অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করবেন অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সামনেই বিধানসভা ভোট। তাই পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হবে নতুন সরকার গঠনের পর। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভাষণের মধ্যে দিয়ে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। রাজ্যপালের ভাষণ শেষের পর ১ ঘণ্টা অধিবেশন মুলতুবি থাকবে। এরপর দুপুর আড়াইটেয় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবেন অর্থপ্রতিমন্ত্রী। অন্তর্বর্তী বাজেটও যে গ্রামমুখী হতে চলেছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। অন্যান্য জনমুখী প্রকল্পের দিকেও রাজ্য সরকারের নজর থাকবে বলে মনে হচ্ছে।

এই মুহূর্তে ১ কোটিরও বেশি উপভোক্তা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা পান। তার ফলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের মহিলা ভোটব্যাংকের অধিকাংশই গিয়েছিল তৃণমূলের ঘরে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। এবারের বাজেটে এই প্রকল্পের ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি হয় কি না, সেদিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের। কারণ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা ভোটব্যাংক তৃণমূলের কাছে বড় ফ্যাক্টর। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের জন্য মহিলাদের ভোগান্তি বেশি হচ্ছে বলে বারবার সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে মহিলা ভোটব্যাংকের দিকে নজর রেখে রাজ্য সরকার এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে কোনও নতুন ঘোষণা করে কি না সেদিকে অনেকেরই নজর রয়েছে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। গত বছর বাজেটে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছিল রাজ্য। ফলে এবার সেই সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা থাকে কি না সেদিকেও নজর রয়েছে সকলের।

১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মুহূর্তে প্রায় ১ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের পাওনা রয়েছে। তার ফলে রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্প, গ্রামীণ রাস্তার কাজ করছে। গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের শহরাঞ্চলে তৃণমূলের ফল খারাপ হলেও গ্রামের ভোট উজাড় করে পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে গ্রামীণ এলাকার মানুষের জন্য এই প্রকল্পগুলিতে ব্যয়বরাদ্দ কতটা বৃদ্ধি হয় এবং নতুন কোনও সামাজিক প্রকল্প রাজ্য সরকার এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষণা করে কি না সেদিকে নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

নৈতিক জয় বনাম ‘ফ্লপ’

মমতার দিল্লি সফর নিয়ে তর্জায় পদ্ম-ঘাসফুল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিম নির্দেশে নৈতিক জয় দেখছে তৃণমূল। মমতার সওয়ালকে ফ্লপ শো বলে পালটা কটাক্ষ বিজেপির। সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজিরবিহীন সওয়ালের পর পর্যবেক্ষণে দেশের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত যেভাবে কমিশনের কড়া সমালোচনা করেছেন, তাতে ‘নৈতিক জয়’ দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস। পর্যবেক্ষণে সূর্য কান্ত জানান, ‘এভাবে এসআইআর পরিচালনা করা যায় না।’ যদিও বিজেপির পালটা দাবি, গোটাটাই ফ্লপ শো। অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্যের ভোটার তালিকায় রাখতেই তৃণমূলের এই সক্রিয়তা।

বুধবার নিজের মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও তৃণমূলের সরকারি এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, ‘সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় জয়। সুপ্রিম কোর্ট এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনকে নোটিশ দিতে বলেছে। কমিশনের অফিসারদের মানবিক হতে বলেছে। মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রয়োজন নাও হতে পারে।’ যদিও দিল্লিতে রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। মমতার সওয়ালকে উত্তম কুমারের ‘ছোটি সে মুলাকাত’-এর সঙ্গে তুলনা করে সুকান্ত বলেন, ‘বাংলার সুপারস্টার উত্তম কুমার জীবনে একটি হিন্দি সিনেমা করেছিলেন। সেই সিনেমা

> **বাংলার সুপারস্টার উত্তম কুমার জীবনে একটি হিন্দি সিনেমা করেছিলেন। সেই সিনেমা ফ্লপ হয়েছিল। দিদির এই দিল্লি সফরও পুরো ফ্লপ।**
>
> -সুকান্ত মজুমদার

ফ্লপ হয়েছিল। দিদির এই দিল্লি সফরও পুরো ফ্লপ।’ নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘এসআইআর বন্ধ করতে গিয়েছিলেন। রেজাল্ট বিগ জিরো।’ মমতার সওয়ালকে কটাক্ষ করে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘এসআইআর যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে, তখন ওঁর লড়াইয়ের কথা মনে পড়েছে। কালো পোশাক পরে কমিশনে গিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছেন। এসবই লোক দেখানোর জন্য।’ তবে একই সঙ্গে ২০২৬ সালের খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচনের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। যা প্রকৃতপক্ষে তৃণমূলেরই দাবি। যদিও রাজনৈতিকভাবে মমতার তীব্র বিরোধী হয়েও এআইসিসির সদস্য অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘এই মহিলা (মমতা) ক্ষণজন্মা রাজনীতিক।’ লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের মতে, মমতার পদক্ষেপ অবশ্যই ইতিবাচক। বলেন, ‘নাটক বলতে যাব কেন? অনেকে অনেক কিছুই নাটক বলেন। ওরা (সিপিএম) সবসময় নাটক দেখে। একুশে ভোটের আগে বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে নো ভোট টু বিজেপি এই স্লোগানের নেপথ্যে লিবারেশনের বড় ভূমিকা ছিল।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, সিপিএমের এই অবস্থান চূড়ান্ত দিশাহীনতার পরিচয়। তৃণমূলের নৈতিক জয়ের দাবির সমালোচনা করে বিজেপি বলেছে, সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা করার উদ্দেশ্য, এসআইআর বন্ধ করা, পুরোনো ভোটার তালিকায় ভোট করে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার হিসেবে রেখে দেওয়া যায়, মমতার এই দাবি সমর্থন বা বিরোধিতা করার দায় রাজ্যের মানুষের ওপরই ছেড়েছে বিজেপি। আধার কার্ডের স্বীকৃতি ও মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের প্রশ্নে উনি নিজেই ফাঁসবেন। কানাগলিতে ঢুকে পড়েছেন। ২৯৪টি বিধানসভার জন্য যে ২৯৪ জন ইআরও দিয়েছে রাজ্য সরকার তার মধ্যে ২২৫ জনের কমিশন নির্ধারিত যোগ্যতামান নেই। পর্যাপ্ত আধিকারিক থাকা সত্ত্বেও কমিশনের গাইডলাইন ভেঙে সরকারের অনুগত ইআরওদের নিয়োগ করতে বাধ্য করেছেন কমিশনকে। সেই কারণেই মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করতে হয়েছে কমিশনকে।’ এদিন মাইক্রো অবজার্ভারের প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ রাজ্য পর্যাপ্ত অফিসার দিলে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ নাও করতে পারে কমিশন। তৃণমূলের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘কমিশনের আইনে রোল অবজার্ভার, মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের সংস্থান নেই। সোমবার পরবর্তী শুনানিতে আদালত চূড়ান্ত নির্দেশ দেবে।’

তথ্যগত অসংগতির জন্য মানুষের হয়রানি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মমতার অভিযোগও এদিন সমর্থন করেছে শীর্ষ আদালত। জবাবে সব দায় রাজ্যেরই বলে পিঠ বাঁচাতে চেয়েছে বিজেপি।

বিকল্প তালিকা না কমিশনের

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : ভিনরাজ্যে পর্যবেক্ষক হতে রাজ্যের বিকল্প তালিকা খারিজ করল কমিশন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কেরল, তামিলনাড়ু, অসম, পদুচেরির বিধানসভা ভোটে পর্যবেক্ষক হিসেবে এরাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সহ ১৫ আইএএস ও ১০ আইপিএস-এর নাম রাজ্যের কাছে পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে বিকল্প ৯ আইএএস ও ৮ আইপিএসের তালিকা পাঠিয়েছিল রাজ্য। সেই প্রস্তাব খারিজ করেছে কমিশন। একমাত্র শারীরিক অসুস্থতার কারণে দুই আইপিএস ভরতলাল মিনা ও ঋষিকেশ মিনাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বাকি অফিসারদের দিল্লিতে বৃহস্পতিবার থেকে কমিশনের প্রশিক্ষণশালায় হাজির থাকতে হবে। এরপরে গরহাজির হলে তা শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইনি পদক্ষেপ করবে কমিশন। পর্যবেক্ষক হিসেবে অন্যান্য রাজ্যের কাছেও তালিকা চেয়েছিল কমিশন। কমিশন নিজেই ২৫ আইএএস-আইপিএসদের তালিকা করে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে পাঠায়। সেই তালিকায় স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মিনা সহ একাধিক আধিকারিকের নাম দেখে কমিশনকে বিকল্প তালিকা পাঠায় রাজ্য। কিন্তু সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিল না কমিশন।

আন্তর্জাতিক ক্যানসার দিবসে কলকাতায় সচেতনতা প্রচার। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

সব পাখি ঘরে আসে... *বুধবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।*

ফের এসএসসির নিয়োগ পিছোনোর আশঙ্কা

সময়ে পৌঁছোল না ‘ম্যাচিং ভ্যাকেন্সি’

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : নিয়োগের দিনক্ষণ ঘোষণা হলেও জট কাটছে না স্কুল সার্ভিস কমিশনের। ১২,৪৪৫টি শূন্যপদের সঠিক তালিকা বা ‘ম্যাচিং ভ্যাকেন্সি’ বুধবার পর্যন্ত কমিশনের হাতে পৌঁছোল না। স্কুল শিক্ষা দপ্তর এই তালিকা তৈরিতে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং শুরু করা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ৩১ অগাস্টের মধ্যে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ সুপারিশ পাঠানোর যে ডেডলাইন সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হয়েছিল, তা আদৌ পালন করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে ফের কপালে ভাঁজ চাকরিপ্রার্থীদের।

এসএসসি আধিকারিকদের মতে, স্কুল ও বিষয়ভিত্তিক সঠিক শূন্যপদ ছাড়া কাউন্সেলিং শুরু করা অসম্ভব। যদি এখন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ চূড়ান্ত ভ্যাকেন্সি তালিকা পাঠায়ও, তবে প্রক্রিয়া শুরু করতে আরও ১০ দিন সময় লাগবে। এদিকে ১২ ফেব্রুয়রি পর্যন্ত চলবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। আবার ওইদিন থেকেই শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিক। চলবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর পরপরই বেজে যাবে লোকসভা ভোটের বাদ্যি। ফলে পরীক্ষা ও ভোটের চক্করে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া থমকে গেলে ফের বড়সড় আইনি গেরোয় পড়তে পারে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া।

- ১২৪৪৫টি বিষয়ভিত্তিক ও জাতিভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা এখনও এসএসসির হাতে পৌঁছোয়নি
- একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিং শুরু হতে পারে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে
- নবম-দশমের নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ শুরু হতে পারে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে

সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর নবম-দশমের নথি যাচাই শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দু’মাস পেরিয়ে গেলেও সেই কাজ এগোয়নি একচুলও। ৮,২৯৯ জন ‘যোগ্য’ চাকরিহারা শিক্ষক একাদশ-দ্বাদশের কাউন্সেলিংয়ের জন্য অপেক্ষা করলেও শিক্ষা দপ্তরের টালবাহানায় সবটাই এখন বিশ বাঁও জলে। দেরি হতে পারে নবম-দশমের নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ করতেও। সব জটিলতা কাটিয়ে এই প্রক্রিয়া মার্চ মাসের আগে শুরু করার সম্ভাবনা কম। আর ফেব্রুয়ারির তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহের আগে একাদশ-দ্বাদশের চাকরিপ্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিতে পারবে না মধ্যশিক্ষা পর্ষদও। চাকরিহারা শিক্ষক মেহবুব মণ্ডলের দাবি, ‘রাজ্য সরকার আইনি রোস্টারও ঠিকমতো মানছে না, তার ওপর এই দেরিতে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া হলে তা আবার আইনি জটিলতার মুখে পড়বে।’

এদিকে এসএসসির নয়া নিয়োগ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন পুরোনো-নতুন চাকরিপ্রার্থীরাও। তাঁদের আশঙ্কা, নবম-দশমের ইন্টারভিউ ও ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া এবং গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি’র নিয়োগ প্রক্রিয়া সময়মতো শেষ যদি হয়েও যায়, তারপরেও ফের আইনি জটিলতায় পিছিয়ে যেতে পারে নিয়োগ।

এক তলবে আদালতে হাজির অর্থসচিব

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : এক তলবেই কাজ হাসিল। আদালতে হাজিরা দিতে হল খোদ অর্থসচিবকে। রাজ্য সরকারের পোর্টালে জমা দেওয়া টাকা ফেরত না পাওয়ায় মামলা দায়ের হয়েছিল হাইকোর্টে। আদালতের একাধিকবার নির্দেশ সত্ত্বেও তা পালন করা হয়নি। তাই বুধবার অর্থসচিবকে আদালতে তলব করা হয়। সেই মতো হাজিরা দিয়ে অর্থসচিবকে জানাতে হল, কেন এখনও টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ করা যায়নি। যদিও তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই ওই নির্দেশ পালন করা হয়েছে।

যে কোনও ট্যাক্স বা মামলার কোনও চালানের টাকা সরকারের পোর্টালে জমা দিতে হয়। এক আইনজীবী তাঁর মক্কেলের হয়ে ৫০ হাজার টাকা কিউআর কোডের মাধ্যমে জমা দিতে গেলে লিংকজনিত সমস্যার কারণে রিসিপ্ট পাননি তিনি। পরে অন্য অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা জমা দিয়েছিলেন। যদিও পোর্টাল থেকে টাকা জমা পড়ার কথা পরে জানানো হয়। ওই টাকা ফেরত পেতে দীর্ঘ দৌড়ঝাঁপ করলেও শেষে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। এর আগেও এই মামলায় একাধিকবার রাজ্যের আইনজীবী সময় চেয়েছেন।

শেষমেশ ক্ষুব্ধ হয়েই বিচারপতি কৃষ্ণা রাও অর্থসচিবকে তলব করেছিলেন। আদালত মন্তব্য করেছিল, ‘আদালতের সঙ্গে খেলা করা হচ্ছে? রাজ্যের অর্থসচিবকে আদালতে এসে এর জবাবদিহি করতে হবে।’ এদিন অর্থসচিব হাজিরা দিলে তাঁকে উদ্দেশ করে বিচারপতি বলেন, ‘আপনি প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক। আদালত বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কেন তা পালন করা হল না? আপনি নিশ্চয় জানেন আইনজীবীরা এসে বারবার কী যুক্তি খাড়া করেছে। এজি নিজেও আদালতের নির্দেশ পালনে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপরেও যদি কাজ না হয় আদালত আর কার থেকে উত্তর চাইবে? কেন ভোগান্তির শিকার হতে হবে?’ যদিও টাকা ফেরত পেতে গেলে আবেদনকারীকে পুনরায় আবেদন করতে হবে বলে আদালতে জানিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু এদিন অর্থসচিব হাজিরা দেওয়ার আগেই ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

হুগলির হাসপাতালে রোগীর শয্যায় কুকুর

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : হাসপাতালে রোগীদের শয্যায় শুয়ে রয়েছে পথকুকুর। এই দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠেছে রোগিণীদের। তবে নার্সরা একমনে কাজ করে যাচ্ছেন। গৌরহাটির ইএসআই হাসপাতালের এই ভিডিও ভাইরাল হয়। (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। এই দৃশ্য দেখে এসএসকেএমে কুকুরের ডায়ালিসিসের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে।

বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ বলেন, ‘এটাই স্বাভাবিক দৃশ্য মানুষের বিছানায় কুকুর থাকবে। কয়েকদিন আগে তো দেখা গিয়েছে এক শিশুর মাথা নিয়ে যাচ্ছে কুকুর। সরকারি হাসপাতালে তাদের অবাধ যাতায়াত। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’ প্রত্যুত্তরে চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, ‘ঘটনাটি সম্পর্কে জানা নেই। খবর নেব। এমন ঘটনা ঘটলে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করব।’ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়ে ওই হাসপাতালের সুপার সোমনাথ পান্ডে বলেন, ‘হাসপাতালে কুকুর-বিড়াল শুয়ে থাকা অনভিপ্রেত। যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার ব্যবস্থা করা হবে। কোনও আধিকারিকের অসাবধানতা বা গাফিলতি ধরা পড়লে তাঁকে শোকজ করা হবে। ২১৬ শয্যার হাসপাতালের বিশাল চত্বরে যাতে নিরাপত্তারক্ষী বাড়ানো যায়, সেটা দেখব।’

অভিজ্ঞতার পক্ষে সওয়াল এজির

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে কেন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার রুল বাতিল করা যুক্তিযুক্ত নয়, তা নিয়ে সওয়াল করলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত। কমিশনের সিদ্ধান্তের পক্ষে সওয়াল করে তাঁর মত, ‘রান্নার কাজে যেমন একজন অভিজ্ঞ রাঁধুনিকে সাধারণত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তেমনই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতার বিশেষ মূল্য থাকা উচিত।’

এজির যুক্তি, যাঁরা অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ তাঁরা দু’টি সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণি। যাঁরা ইতিমধ্যেই কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাঁদের বাড়তি সুবিধা দেওয়া কোনওভাবে বৈষম্য নয়। তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের একটি রায়

এসএসসি মামলা

উল্লেখ করে এজি জানান, ১০০ শতাংশ শূন্যপদের মধ্যে ৪৫ শতাংশ অভিজ্ঞদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল। বিষয়টি মান্যতা দিয়েছিল আদালত। এসএসসি সাবঅর্ডিনেট লেজিসলেচার হয়েও ইচ্ছামতো রুল তৈরি করতে পারে। এজির ব্যাখ্যা, মূল আইনসভা বা পেরেন্ট লেজিসলেচার ক্ষমতা প্রদান করলে তা করা যায়। এক্ষেত্রে গেজেট নোটিফিকেশন মেনেই কমিশন রুল তৈরি করেছে। আদালতের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে জানান, সিলেকশন কমিটি যখন কোনও রুলস তৈরি করে, তা বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে হয়। সাধারণত, নীতি নির্ধারণ বা রুলস তৈরিতে আদালত হস্তক্ষেপ করে না। সংবিধান বিরোধী হলেই তা করা যায়।

ইতিমধ্যেই এই মামলায় একাধিক আইনজীবী সওয়াল করেছেন। আংশিক সময়ের, বেসরকারি স্কুল সহ একাধিক ক্ষেত্রে কোন ধরনের শিক্ষকরা এই ১০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী শুনানিতে সওয়াল করলেন এজি। ১০ ফেব্রুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি। ইতিমধ্যেই প্যানেল প্রকাশিত হয়েছে। আইনি জটে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা করছেন আইনজীবী ও চাকরিপ্রার্থীরা।

কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তায় উদ্যোগ শিক্ষা দপ্তরের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : আরজি কর, কসবা, দুর্গাপুরের মতো কাণ্ডের আবহে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইছে না রাজ্য। তাই রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘শি-বক্স’ (সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট ইলেকট্রনিক বক্স) পোর্টাল সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করতে সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। উদ্দেশ্য, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য একটি নিরাপদ এবং সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে তাঁরা নির্ভীকভাবে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারবেন। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানদের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ওয়ান স্টপ সেন্টার (ওএসসি), মহিলা ও শিশু হেল্পলাইন নম্বর, কর্মরত মহিলাদের জন্য হস্টেল ‘সখি নিবাস’ ও ‘শি-বক্স’-এর মতো প্রকল্পগুলি নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে। রাজ্যস্তরে এই প্রকল্পগুলি কার্যকরভাবে প্রচার করতে দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে নির্দেশিকাও। এর প্রেক্ষিতেই এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ‘শি-বক্স’ পোর্টালের ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারী বৈঠক, সচেতনতা শিবির এবং জেলা স্তরের প্রচার কর্মসূচিতে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের স্কুলগুলিতে পোস্টার ও নোটিশ দিয়ে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতেও বলা হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনাল কমপ্লেন্টস কমিটিকে (আইসিসি) সক্রিয় করতে হবে। কোথাও কমিটি না থাকলে বা নিষ্ক্রিয় থাকলে তা দ্রুত পুনর্গঠন করতে হবে। প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে দপ্তর। এই বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট অবিলম্বে জমা করতে হবে শিক্ষাদপ্তরকে।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধকরণ এবং প্রতিকার) আইনের অধীনে তৈরি ‘শি-বক্স’ পোর্টালের মাধ্যমে যে কোনও নারী কর্মক্ষেত্রে হওয়া হেনস্থার অভিযোগ অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সরাসরি নথিভুক্ত করতে পারেন। রাজ্যে এই ব্যবস্থা সক্রিয় হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মহিলাদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে শিক্ষামহল। একইসঙ্গে রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ‘বাল্যবিবাহ মুক্ত ভারত’ এবং ‘প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা’-এর মতো প্রকল্পগুলোকেও প্রচারের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র।

‘পকেট ফ্রেন্ডলি’ গোলাপের চাহিদা এবার

রিমি শীল

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : বসন্তের পরশ নিয়ে দিন দশেক পরেই প্রেমের দিবস। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে মনের মানুষকে নিয়ে আবেগের উষ্ণতায় ডুব দেবেনই প্রেমিক-প্রেমিকারা। কথিত আছে, গোলাপ ফুল ছিল প্রেমের দেবী অ্যাফ্রোডাইটির প্রিয় ফুল। যখন অ্যাফ্রোডাইটির প্রিয়তম অ্যাডোনিস আহত হয়েছিলেন, তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে দেবী গোলাপের কাঁটায় আঘাত পান। তাঁর রক্ত সাদা গোলাপের ওপর পড়ে লাল হয়ে যায়। সেই থেকে লাল গোলাপ গভীর ভালোবাসা ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে পরিচিতি পায়। তাই এই দিনটিতে মনের মানুষকে গোলাপ উপহার দেওয়া হবে না, তা কী হয়।

তবে এই বছর বেঙ্গালুরুর ডাচ গোলাপে নয়, বরং প্রেম নিবেদন করা যাবে দেশীয় মিনিপল গোলাপেই। ফলে পকেট বাঁচবে মধ্যবিত্ত প্রেমিকের। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার তথা পাঁশকুড়ায় চালু হয়েছে হিমঘর। তাতে মজুত করা হচ্ছে গোলাপ। সংরক্ষণ খরচ কম হওয়ায় এবছর দেশীয় গোলাপই পাওয়া যাবে ‘পকেট ফ্রেন্ডলি’ মূল্যে।

রাজ্যের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা গোলাপ উৎপাদনের অন্যতম ক্ষেত্র। ভ্যালেন্টাইন্স ডে’র কথা মাথায় রেখে এই জেলার গোলাপ চাষিরা প্রতিবছর ব্যাপক পরিমাণে গোলাপ ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে চিন্তা থাকত তাঁদের। তবে এবার আর সেই চিন্তা নেই।

পাঁশকুড়ার নারান্দা এলাকায় চালু হয়েছে সরকারি হিমঘর। সাধারণত প্রেম দিবসের দিন চড়া দামে খোলা বাজারে ১০-১৫ টাকায় বিক্রি হয় এক একটি গোলাপ। বেশি টাকায় সংরক্ষণ বা কখনও সেই সুযোগ না থাকায় লাভ হয় না ফুল চাষিদের। হিমঘর চালু হওয়ায় বাড়তি লাভের আশা করছেন ফুল চাষি ও ব্যবসায়ীরা।

সাধ্যের মধ্যে আভিজাত্য খুঁজতে বেঙ্গালুরুর ডাচ গোলাপের বদলে মিনিপল গোলাপই সমাদৃত। সারা বাংলা ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়েক বলেন, ‘পাঁশকুড়া ফুল বাজারের এই হিমঘর চালু হওয়ায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে’তে গোলাপের দাম কম থাকবে। ইতিমধ্যেই তিনটি কক্ষ গোলাপে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লকডাউনের সময় যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যাওয়ায় তখন থেকে ফুল মজুতের কাজ বন্ধ ছিল। কিন্তু লাগাতার আন্দোলনে আবার নতুন যন্ত্রাংশ লাগানো হয়েছে। বহুমুখী হিমঘরের থেকে এখানে ফুল ভীষণভাবে টেকসই থাকবে ও সংরক্ষণবাবদ খরচও কম হবে। ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তারক্ষীও মোতায়েন করা হয়েছে।’

এই মিনিপল গোলাপ কলকাতা, হাওড়া, মল্লিকবাজার সহ বিভিন্ন ফুলের বাজারে যায়। যোগীবারের ফুল ব্যবসায়ী কেশব দাস বলেন, ‘কম দামে সংরক্ষণ করা যাবে বলে বিক্রিও কমদামে করা যাবে।’ ওই ফুল বাজারে প্যাকেজিং বিভাগে কর্মরত শিউলি পাত্র বলেন, ‘ভ্যালেন্টাইন্স ডে মরশুমে দু’পয়সা অন্তত বেশি রোজগার হবে।’

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৫৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২ মাঘ ১৪৩২

ভিন্ন লড়াই

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নজির গড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ইমপিচ করার তোড়জোড়ের পাশাপাশি এবার কমিশনের বিরুদ্ধে শুধু মামলা দায়ের নয়, সুপ্রিম কোর্টে সওয়ালও করলেন তিনি। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী পার্টি-ইন পার্সন হিসেবে এজলাসে দাঁড়িয়ে সওয়াল করলেন।

শীর্ষ আদালতে তাঁর যুক্তি ছিল, তিনি রাজ্যের মানুষের জন্য এসেছেন। মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। বেছে বেছে বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে এবং বাংলায় যে এসআইআর চলছে তা শুধুমাত্র নাম কাটার লক্ষ্যে। তৃণমূল নেত্রী সাধারণত সাংবাদিক বৈঠক বা রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার কোনও সুযোগই হাতছাড়া করেন না।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে একের পর এক অভিযোগের বন্যা বইয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন। বিজেপি এবং অন্য তৃণমূল বিরোধী দলগুলি তাঁর এই আচরণকে নাটক বলে কটাক্ষ করছে ঠিকই। কিন্তু এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একের পর এক পদক্ষেপ বিজেপি ও অন্য তৃণমূল বিরোধীদের বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ার শামিল কার্যত।

এসআইআর-এর বিরোধিতায় শেষ ধাপে পৌঁছে তাঁর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাঁকে ইমপিচ করার জন্য দলকে সংসদে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ ও কমিশনের বিরুদ্ধে নিজে মামলা দায়ের করে নিজেই সওয়াল করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি এক ইঞ্চি জমি ছাড় দিতে নারাজ। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য এসআইআর-এ স্থগিতাদেশ দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী সেরকম আর্জিও জানাননি। ফলে ভোটার তালিকায় নাম, ধাম, বাবার নামে গণ্ডগোল ইত্যাদিতে মানুষের হয়রানি এখনই বন্ধ হয়ে যাবে ধরে নেওয়ার কারণ নেই।

তবে এতে মুখ্যমন্ত্রী হয়রানির প্রতিবাদে সামনে থেকে তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার ভাবমূর্তিটা তুলে ধরতে সফলও হয়েছেন। শেষমেশ মমতা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে জিতবেন কি না, সেটা সময় বলবে। কিন্তু তৃণমূল নেত্রীর এসআইআর-কে মোক্ষম অস্ত্র বানিয়ে ফেলার প্রভাব জনমানসে পড়তে বাধ্য। মুখ্যমন্ত্রী শীর্ষ আদালতে অভিযোগ করেছেন, যে কাজ করতে অন্তত ২ বছর লাগে, তা দু'মাসের মধ্যে করতে গিয়ে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে।

মানুষের অধিকার রক্ষায় তিনি আবেদন জানানোর পর আদালত নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ দিয়ে এসআইআর-এ পদক্ষেপগুলি জানাতে বলেছে। অন্যদিকে, এসআইআর-এর জন্য রাজ্য সরকার কতজন অফিসার দিতে পারবে, তা জানানোর নির্দেশও দিয়েছে। কমিশনের আধিকারিকদের সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

এসআইআর আগাগোড়াই বিতর্ককে সঙ্গী করে চলছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রথমে নথি নিয়ে বিবাদ, তারপর নাম বাদ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির নামে মানুষকে শুনানিতে ডাকায় বিতর্কের জল আরও গড়িয়েছে। যার দায় যে নির্বাচন কমিশনেরই, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভূতুড়ে নাম থাকলে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ হয় না ঠিকই। কিন্তু এই ভূত তাড়ানোর প্রক্রিয়া হওয়া উচিত নিয়ম মেনে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপালে গণ্ডগোল বাধতে বাধ্য।

অতীতে ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্রও কখনও পুরোপুরি নির্ভুল হয়নি। সেই কাজ করতে ব্যর্থ হলে সেই দায় কমিশনেরই। অথচ এসআইআর-এ মানুষের মনে নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে পড়ার আতঙ্ক দানা বাঁধছে। কোনও ভারতীয় নাগরিকের মনে ভোট দিতে যাওয়ার আগেই যদি ভয় ধরে, তালিকায় নাম না থাকলে যদি তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়, তাহলে তা চিন্তারই কথা।

অন্যদিকে, এক কোটি নাম বাদ যাবে বলে বিজেপি লাগাতার প্রচার রাজ্যজুড়ে অস্বস্তির বাতাবরণ তৈরি করেছে। দলীয় স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল রাজনীতির ঘুঁটি সাজিয়েছেন সত্যি। কিন্তু হয়রানিটা তৃণমূল নেত্রীর পদক্ষেপকে সিলমোহর দিয়ে দিচ্ছে।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

কোর্টে মুখ্যমন্ত্রী, রাজনীতির মাস্টারস্ট্রোক!

বাঘা বাঘা আইনজীবীর ভিড়ে 'মাই লর্ড, গণতন্ত্র বাঁচান' বলে তিনি বোঝালেন চিত্রনাট্যের রাশ তাঁরই হাতে।

শুভময় মুখোপাধ্যায়

চোখে-মুখে যেন স্বস্তি। সুপ্রিম কোর্ট থেকে মমতা ফেরার পথে।

বুধবার সকালে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে যা ঘটল, তা এক কথায় নজিরবিহীন। হাজারো রাজনৈতিক ঝড় সামলানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সশরীরে হাজির হয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। লক্ষ্য- নির্বাচন কমিশনের তথাকথিত 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়া। প্রধান বিচারপতির কাছে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনি যখন কথা বলতে শুরু করলেন, তখন তাঁর গলায় আর পাঁচজন রাজনীতিকের মেকি বিনয় ছিল না। ছিল সেই চিরচেনা 'স্ট্রিট ফাইটার'-এর ঝাঁঝ। স্পষ্ট বললেন, 'আমি এখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসিনি, এসেছি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে।'

শুনতে সাধারণ মনে হলেও, এই একটি বাক্যেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে তিনি ফের 'কমন ম্যান'-এর একমাত্র অভিভাবক। নিজের 'আক্রান্ত' মানুষের হয়ে বিচার চাইতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লিতে দরবার করেন, তখন সেই দৃশ্য আর নিছক আইনি লড়াই থাকে না, তা হয়ে ওঠে পুরোদস্তুর পলিটিক্যাল থিয়েটার। জাতীয় মিডিয়ার ক্যামেরা যখন তাঁর দিকে, তিনি জানতেন- এই ফুটেজটাই আগামী কয়েক মাস বাংলার গ্রামগঞ্জে ঘুরবে।

বুদ্ধিজীবীদের খোরাক, জনতার অক্সিজেন

সোশ্যাল মিডিয়ায় বা কলকাতার অভিজাত ড্রয়িংরুমে এদিন সন্ধ্যাবেলায় চায়ের কাপে নিশ্চিতভাবে ঝড় উঠল- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি উচ্চারণ কেমন ছিল? তিনি কি ব্যাকরণ মেনে কথা বললেন? তথাকথিত 'এলিট' বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণি হয়তো বাঁকা হাসি হাসল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামের পোড়খাওয়া রাজনীতিকটি খুব ভালো করেই জানেন, তাঁর আসল শক্তি এই বুদ্ধিজীবীরা নন। তাঁর শক্তি জঙ্গলমহলের আদিবাসী কিংবা সুন্দরবনের মৎস্যজীবী, যাঁদের কাছে ইংরেজি ব্যাকরণের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি তাঁদের নামটা ভোটার তালিকায় থাকা।

মমতা যখন আদালতে দাঁড়িয়ে আবেগে গলা চড়িয়ে বলেন যে, বাংলাকে টার্গেট করা হচ্ছে, তখন ওই ভাঙা ইংরেজিই তাঁর ভোটারদের কাছে সাহসের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁরা ভাবেন, 'দিদি আমাদের জন্য দিল্লির বড়বাবুদের মুখের ওপর কথা বলে এসেছেন।' এটাই মমতার ইউএসপি। তিনি জানতেন, রাজ্য সরকারের প্যানেলে থাকা শ্যাম দিওয়ানের মতো দুঁদে আইনজীবীরা আইনের পয়েন্টগুলো ভালোই বোঝাবেন, কিন্তু 'আবেগ'-এর পয়েন্টে গোলটা তাঁকেই করতে হবে। আর সেটাই তিনি করে দেখালেন। প্রমাণ করলেন, রাজনীতিটা আসলে আবেগেরই খেলা, আর সেই খেলায় তিনি আজও অপ্রতিরোধ্য।

অভিষেক ও 'মমতা-ম্যাজিক'

তৃণমূলের অন্দরে এখন কান পাতলেই শোনা যায়- আগামীর ব্যাটন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। ডায়মন্ড হারবার মডেল, কর্পোরেট স্টাইল, ঝকঝকে ভাষণ- অভিষেক নিঃসন্দেহে আধুনিক। কিন্তু আজকের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, 'মমতা-ম্যাজিক' আর 'অভিষেক-মডেল'-এর ফারাকটা ঠিক কোথায়। অভিষেক হয়তো সাংবাদিক বৈঠক করে তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতেন, কেন এসআইআর প্রক্রিয়াটি ভুল। টুইটারে ঝড় তুলতেন। কিন্তু মমতা? তিনি সোজা সিংহের গুহায় ঢুকে পড়লেন। এই যে নাটকীয়তা, এই যে নিজেকে বিপন্ন করে বাজি ধরা- এটা অভিষেকের 'ম্যানেজমেন্ট গুরু' স্টাইলে পাওয়া কঠিন। অভিষেক শিখছেন, তৈরি হচ্ছেন, কিন্তু জনমানসে ঝড় তোলার যে সহজাত প্রবৃত্তি বা 'ইনস্টিন্ট' মমতার আছে, তা যে কোনও পাঠশালায় শেখানো যায় না। আজকের দিনটি অভিষেকের কাছেও বড় শিক্ষার- রাজনীতি সবসময় এক্সেল শিটে চলে না, মাঝেমধ্যে 'লার্জার দ্যান লাইফ' ইমেজের প্রয়োজন হয়।

ভোটের বছরে 'এসআইআর' জুজু

২০২৬ সাল। ভোটের বছর। শিক্ষক নিয়োগ থেকে আরজি কর- নানা ইস্যুতে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়ায় যখন বিরোধীরা পাল তুলছে, ঠিক তখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'এসআইআর' ইস্যুটিকে যেভাবে লুফে নিলেন, তা এক কথায় অনবদ্য। বিজেপির স্ট্র্যাটেজি ছিল, ভোটার তালিকা সংশোধনের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে তৃণমূলকে চাপে রাখা। কিন্তু মমতা সেই বলটিকেই গ্যালারিতে পাঠালেন 'ভিক্টিম কার্ড' খেলে। বিষয়টিকে করে তুললেন 'বাংলা বনাম দিল্লি' বা 'বাঙালি বনাম বহিরাগত' সংঘাত। তাঁর বার্তা স্পষ্ট- 'দ্যাখো, ওরা তোমাদের নাম কেটে দিচ্ছে, আর আমি তোমাদের নাম বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে লড়াই করছি।'

যে মানুষটি গতকাল পর্যন্ত সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন, আজ তাঁর মনেও একটা সন্দেহের পোকা ঢুকিয়ে দেওয়া গেল- 'আমার নামটা ভোটার তালিকায় থাকবে তো?' আর এই ভয়টাই মমতার ভোটব্যাংককে সংহত করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এনআরসি বা সিএএ-র সময় তিনি যে কৌশল নিয়েছিলেন, এদিন 'এসআইআর' ইস্যুতেও ঠিক সেই ছকেই খেললেন। ক্ষোভকে ভয়ের মোড়কে মুড়ে নিজের পক্ষে টেনে নিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্রিম কোর্টে সরাসরি হাজিরা আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক বার্তা। 'এসআইআর' ইস্যুকে তিনি সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রশ্নে পরিণত করে নিজেকে রক্ষাকর্তা হিসেবে তুলে ধরলেন। আবেগ, নাটকীয়তা ও 'বাংলা বনাম দিল্লি' বয়ান দিয়ে ভোটের আগে তিনি সমর্থন ঘনীভূত করার কৌশল নিলেন। ছন্নছাড়া বিরোধীদের নিষ্ক্রিয়তা তাঁকে আরও সুবিধা দিল, আর বিজেপিকে ঠেলে দিল রক্ষণাত্মক অবস্থানে। ঘটনাটি আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে তাঁর রাজনৈতিক উপস্থিতির শক্তিশালী পুনর্নিশ্চিতকরণ।

ছন্নছাড়া বিরোধী শিবির

কংগ্রেস এবং সিপিএম- এই দুই দল আজও যেন কোনও সমান্তরাল মহাবিশ্বে বাস করছে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়াটা সত্যি হলে, তা তো বাম বা কংগ্রেস সমর্থকেরও হতে পারে! কিন্তু এই ইস্যু নিয়ে রাস্তায় নামা বা আইনি লড়াইয়ের কোনও উদ্যোগ তাদের নেই। তারা ব্যস্ত রইল মমতার 'নাটক' নিয়ে টিপ্পনী কাটতে। ফল? সাধারণ মানুষের চোখে এই লড়াইয়ের একমাত্র 'ত্রাতা' হয়ে রইলেন সেই মমতাই। বিরোধীরা মাঠের বাইরে বসে ধারাভাষ্যই দিয়ে গেল, ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মমতা।

আর বিজেপি? তারা আজ একটু হলেও ব্যাকফুটে। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক সংস্থা হলেও, মমতা বারবার বুঝিয়েছেন কমিশন কেন্দ্রের ইশারাতেই চলে। আজ সুপ্রিম কোর্টে মমতা যখন সরাসরি কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনলেন এবং আদালত সেটা শুনল, তখন বিজেপির 'নিউট্রাল' অবস্থান নেওয়া কঠিন। মমতার এই চালে বিজেপি এখন ডিফেন্সিভ। তাদের এখন বোঝাতে হবে যে, এই ভোটার সংশোধন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়- যা বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে বোঝানো বেশ কঠিন।

এদিনের ঘটনা শুধু আইনি শুনানি ছিল না। এটি ছিল ২০২৬-এর ভোটের আগে মমতার 'ওয়ার্ম-আপ' ম্যাচ। তিনি দেখিয়ে দিলেন, বয়স বা অসুস্থতা তাঁর রাজনৈতিক খিদে কমাতে পারেনি। তিনি আজও জানেন, কখন, কোথায় এবং কীভাবে আঘাত করলে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়। 'এসআইআর' ইস্যু শেষপর্যন্ত আদালতে টিকবে কি না, তা সময় বলবে। কিন্তু রাজনীতির আদালতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নিজেকে আরও একবার অপরিহার্য প্রমাণ করে দিলেন।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯৩২ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি শঙ্খ ঘোষ।

১৯৮৫ পর্তুগিজ ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

এপস্টেইন ফাইল পড়ে-দেখে বিরক্ত বোধ করছি। অপরাধ সব জায়গায় ঘটে। কিন্তু সেই প্রবণতাকে তোল্লাই দেওয়া দেখে মনে হচ্ছে, যেন এটা উচ্চবিত্ত সমাজের ফ্যাশন, ভয়ংকর কোনও শয়তানি। আমি নিশ্চিত হলাম, ভারতের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ একমাত্র উত্তর, যা বিশ্ব খুঁজছে।

- কঙ্গনা রানাউত

ভাইরাল/১

রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়ে যান একজন। মোটর সাইকেলে যাওয়ার সময় দুজন তাঁকে দেখে থামেন। সাহায্য না করে, তাঁর পকেট হাতড়ে মোবাইল ফোন চুরি করে পালিয়ে যান। তারপর অসুস্থের মৃত্যু হয়। দিল্লির বিকাশনগরের ঘটনা।

ভাইরাল/২

মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌরে এক বৃদ্ধার কান্নার ভিডিওয় শোরগোল। বৃদ্ধা এবং তাঁর বৌমার মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্ক। প্রায়ই ঝগড়া হত। বৌকে খুশি করতে বৃদ্ধার ছেলে মাকে তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। নাতি তাঁকে বাসস্ট্যান্ডে ছেড়ে চলে যায়।

জনমন

জনমত

আলিপুরদুয়ারের রেললাইনটি ঘুরিয়ে দিলে সমস্যা নেই

আলিপুরদুয়ারের পথেঘাটে, বাজারে সর্বত্র এখন একটাই আলোচনার বিষয়, এই শহরকে বন্দি জীবন থেকে কী করে মুক্ত করা যায়। যাঁরা বাইরে থেকে আসছেন তাঁদেরও, আবার যাঁরা শহর থেকে বাইরে যাচ্ছেন তাঁদেরও রেলগেটে আটকে পড়ে কপালে বিরক্তির ভাঁজ চওড়া হচ্ছে। রোগীদের হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে যখন কোচবিহারে কিংবা ফালাকাটা দিয়ে শিলিগুড়িতে যেতে হচ্ছে তখন রোগী রেলগেটে আটকে গিয়ে মরে যাবে না তো - এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া ছাত্রছাত্রী থেকে অফিস যাত্রীদেরও অসুবিধার অন্ত নেই।

আলিপুরদুয়ার শহরের মাঝখান দিয়ে যে রেললাইনটি গিয়েছে সেটা যে গলায় এমন ফাঁস হয়ে দাঁড়াবে তা আগে বোঝা যায়নি। তখন সারাদিনে বড়জোর দুটো ট্রেন চলত। কিন্তু এখন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারাদিন আলিপুরদুয়ারের বুক চিরে জংশন থেকে কোচবিহারে প্যাসেঞ্জার ট্রেন, মাল ট্রেন খুব বেশি করে চলছে। ফলে ঘনঘন রেলগেট বন্ধ হচ্ছে। আর মানুষজন যারপরনাই বিরক্ত। কত জরুরি কাজ সময়মতো করা যাচ্ছে না! এইসব নানা কারণে ইদানীং আলিপুরদুয়ারবাসী গণ সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখান থেকে রেললাইনটাই উঠিয়ে দেওয়া হোক।

জংশন থেকে নিউ আলিপুরদুয়ারের পাশ দিয়ে যে রেললাইনটা অসমের দিকে গিয়েছে সেটা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হোক। বিকল্প ব্যবস্থা যখন আছে তখন রেলমন্ত্রকের আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না। তাছাড়া খুব একটা আর্থিক খরচ রেলমন্ত্রককে বহন করতেও হবে না। আর জমি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ রেলের জমির মধ্যেই রেললাইন দুটি পাশাপাশি অবস্থায় অসমের দিকে গিয়েছে। জংশন থেকে আসা লাইনটি নিউ আলিপুরের লাইনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় কি না সেটা রেলমন্ত্রক পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারে। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জমি নেওয়ার দরকার হবে না। জমি অধিগ্রহণের কথা বলে বিষয়টা অভিসন্ধিমূলক গর্তে ফেলে দিলে আর যাইহোক আলিপুরদুয়ারবাসীর কষ্ট লাঘব হবে না। এখানে যেটা দরকার, সেটা হল মানুষের স্বার্থে রেলমন্ত্রকের সদিচ্ছার মানসিকতা।

রেললাইনের জন্য শহরটা কার্যত দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। এ যেন এপার বাংলা আর ওপার বাংলার মতো ভৌগোলিক চিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষ করে ১, ৮, ৯, ১০ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের খুব দুর্ভোগ। শহর সংলগ্ন বীরপাড়া, খোলটা, চাঁপাতলি, বাবুরহাট, সোনাপুর আর এদিকে সূর্যনগর, অরবিন্দনগর, ঘাগরা, বঞ্চুকামারির বিপুল সংখ্যক মানুষ অপেক্ষায় আছেন কবে তাঁদের বন্দিজীবন থেকে মুক্তি লাভ হবে। আশা করা যায় এই সমস্যাটা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমাধান হওয়ার খবর আলিপুরদুয়ারবাসী শুনতে পাবেন। নয়তো রেলগেট বন্ধের আতঙ্কেই রোগী আর হাসপাতালে পৌঁছাবেন না। বন্ধ গেটের সামনে গিয়ে তাঁরও হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে।

উত্তম দে রায়, আলিপুরদুয়ার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্বপ্নাতুর শৈশব ও ফিকে ভবিষ্যতের খতিয়ান

প্রবল চাপে পিষ্ট শৈশব যখন কর্মহীনতার মুখোমুখি হয়, তখন মাধ্যমিক ভীতি আর অনিশ্চয়তার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

রাহুল দাস

-এআই

'মাধ্যমিক পরীক্ষা'- আমাদের ছাত্রজীবনে এই শব্দবন্ধটি এক বিশাল মনস্তাত্ত্বিক চাপের নাম। ছাত্রছাত্রীদের মনের গভীরে গেঁথে দেওয়া হয় যে, এই একটি পরীক্ষাই জীবনের শেষ কথা। অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন এবং শিক্ষকদের আকাশচুম্বী প্রত্যাশা পরীক্ষার্থীর মনে কৌতূহলের চেয়ে ভীতিই বেশি তৈরি করে। নিজেকে তখন কেবল একজন শিক্ষার্থী নয়, বরং এক অসম প্রতিযোগিতার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হতে থাকে। জীবনের প্রথম বড় এই বাধা পার হতে গিয়ে অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, অথচ জীবনের বৃহত্তর ক্যানভাসে এই পরীক্ষার ভূমিকা কতটুকু তা নিয়ে বিতর্ক থেকেই যায়।

জীবন যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা

বাস্তবতা হল, মাধ্যমিক শেষ করার এক দশক পর যখন মানুষ কর্মজীবনে প্রবেশ করে, তখন দেখা যায় ওই পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর খুব কম ক্ষেত্রেই ভাগ্য নির্ধারণ করছে। জীবনের কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে বা কোনও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় মানসিক পরিপক্বতা এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার দক্ষতা। জীবন আসলে বারবার সুযোগ দেয়, ভুল সংশোধনের পথ দেখায়। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা শৈশবেই এমন এক ভীতি তৈরি করে রাখে, যা পরবর্তী জীবনে কেবল ব্যর্থতার গ্লানি হিসেবেই তাড়া করে বেড়ায়। অথচ অভিজ্ঞতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

রাজ্যের কর্মসংস্থান ও অনিশ্চয়তা

বর্তমান সময়ে মাধ্যমিকের গুরুত্ব কেবল নম্বরে আটকে নেই, বরং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজ্যের সামগ্রিক আর্থসামাজিক পরিস্থিতি। বর্তমানে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল বেরোতে তিন বছর পার হয়ে যাচ্ছে। টেট বা এসএসসি উত্তীর্ণ হয়েও যোগ্য প্রার্থীরা পথে পথে ঘুরছেন। এই প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতা ও দুর্নীতির ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। মেধাবী ছাত্ররা আজ সিভিক ভলান্টিয়ার বা যৎসামান্য বেতনের বেসরকারি কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। কঠোর পরিশ্রমের পর 'অযোগ্য' তকমা পাওয়ার ভয় তরুণ প্রজন্মকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

উচ্চশিক্ষায় অনীহা ও মানসিক স্বাস্থ্য

এই অনিশ্চয়তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে উচ্চশিক্ষার আঙিনায়। যে সব বিষয়ে অনার্স পড়ার জন্য কয়েক বছর আগেও প্রবল ভিড় দেখা যেত, আজ সেইসব কলেজের আসন খালি পড়ে থাকছে। উচ্চশিক্ষার প্রতি এই অনীহা আসলে এক গভীর হতাশার প্রতিফলন। কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা না থাকায় যুবসমাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে। এই দীর্ঘমেয়াদি চাপ ও অনিশ্চয়তা তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের চরম ক্ষতি করছে। আয়ের উৎস খুঁজতে গিয়ে তারা অনেক সময় বিপথে পরিচালিত হচ্ছে, যা সমাজের জন্য এক অশনিসংকেত।

উত্তরণের পথ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব

পরিশেষে, মাধ্যমিকের গুরুত্ব আজ কেবল পরীক্ষার হলের ভেতরে সীমাবদ্ধ নেই। প্রশাসনিক জটিলতা এবং কর্মসংস্থানের অভাব মেধাবী তরুণদের পরিশ্রমকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়বে এবং উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামো ভেঙে পড়বে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনকে আরও সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল হতে হবে। মাধ্যমিক যেন কেবল হতাশার প্রতীক না হয়ে সম্ভাবনার প্রথম ধাপ হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সুস্থ পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তাই পারে যুবসমাজের মনে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬২

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। অতিরিক্ত পোড়া ইট ৩। যথার্থ বা ন্যায্য ৪। প্রাচীন এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বৈশালী ৫। হৃদয়বান ব্যক্তি ৭। ব্যবসায় খরচ বাদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে ১০। এই ধাতুর অন্য নাম জিংক ১২। সোনার জরিদার কাপড় ১৪। দেবতার কাছে সংকল্প ১৫। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ১৬। রাধার সখী।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত শব্দে কানে অস্বস্তি ২। যকৃৎ বা লিভার ৩। অখ্যাত বা অজানা ৬। পৈত্রিক সম্পত্তিতে যার ভাগ আছে ৮। ভান বা বুজরুকি, মেকি আচরণ ৯। যা জলের ওপরে ভাসছে ১১। অকারণে তোষামোদ ১৩। যার তল নেই, থই পাওয়া যাচ্ছে না।

সমাধান ■ ৪৩৬১

পাশাপাশি : ২। টানাটানি ৫। পলকা ৬। ডেকাথেলন ৮। ভঙ্গি ৯। ধাড়া ১১। নির্দেশনামা ১৩। মারুয়া ১৪। শীতাতপ।

উপর-নীচ : ১। অপদান ২। টাকা ৩। টাটকা ৪। পিরান ৬। ডেঙ্গি ৭। থেবড়া ৮। ভবেশ ৯। ধামা ১০। সাজোয়ান ১১। নিনাদ ১২। নামতা ১৩। মাপ।

বিন্দুবিসর্গ

আদালতে শুভেচ্ছায় ভাসলেন মমতা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে চলা এসআইআর প্রক্রিয়া সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে অংশ নিতে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে তাঁকে ঘিরে আইনজীবী, সংবাদমাধ্যম এবং রাজনৈতিক মহলের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য পেশ করে এজলাস থেকে বেরোনোর সময় আইনজীবী আথার আমির খান তাঁর লেখা বই 'বিয়ন্ড হেডলাইন্স – ভলিউম ওয়ান, দ্য মিডিয়াম অ্যান্ড ইটস মিউটেশন্স' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন। সেই বই হাতে নিয়েই গাড়িতে উঠে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার সকাল থেকেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে নিজেই সওয়াল করবেন সেই আবহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সকাল সাড়ে দশটার কিছু আগে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছোনোর আগেই আদালত সংলগ্ন রাস্তা ও চত্বর ঘিরে ফেলা হয় কড়া নিরাপত্তায়। চারিদিকে ক্যামেরাম্যান ও সাংবাদিকদের ভিড়, প্রশ্ন আর লাইভ আপডেটের ব্যস্ততায় দিল্লি পুলিশকে কার্যত হিমশিম খেতে হয়। সুপ্রিম কোর্টের অন্দরেও একই ছবি। উৎসুক আইনজীবী, কর্মী ও সাংবাদিকদের ভিড়।

শুনানি শেষে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন, তখন ভিড়ের মধ্য থেকে ভেসে ওঠে 'জয় বাংলা' ধ্বনি। আদালতের করিডর জুড়ে আইনজীবীদের ভিড়। কেউ করমর্দনের জন্য এগিয়ে আসছেন, কেউ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, কেউ আবার সেলফি তুলতে ব্যস্ত। আইনজীবীদের অনেকে প্রকাশ্যেই প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর দৃঢ়তার।

এদিকে দলনেত্রী এবং তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নতুন ভূমিকায় অবতরণের পর তৃণমূল দলের মধ্যেও শুরু হয়েছে আলোচনা। এদিন সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে, প্রধান বিচারপতির এজলাসে তাঁর সওয়াল-জবাব শুনেছেন তিনি। আদালত থেকে বেরিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কোর্টের ইতিহাসে নজির গড়লেন মমতাদি। আজ শত শত আইনজীবী তাঁকে দেখার জন্য ভিড় করেছিলেন।' তিনি আরও বলেন, 'সারা ভারত আজ দেখেছে, মানুষ কুর্নিশ জানাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে ফোন পেয়েছি। এমনকি এক বিজেপি নেতাও ফোন করে বলেছেন, বাঙালি হিসেবে আজ তিনি গর্বিত। নেত্রীকে এই ভূমিকায় দেখে দল আরও উদ্দীপিত, বিশেষ করে ভোটের আগে।'

শীর্ষ আদালতের পৌঁছলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

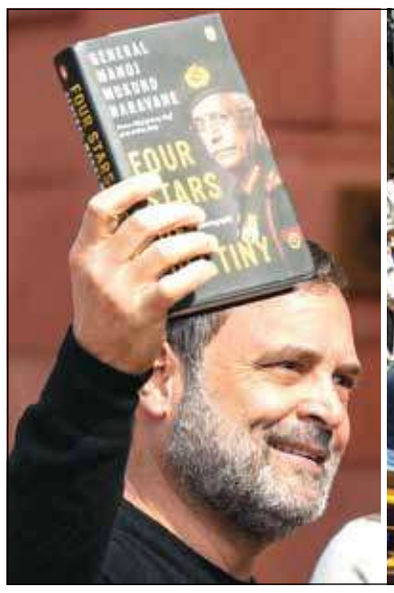

প্রাক্তন সেনাপ্রধান নারাভানের বই হাতে রাহুল গান্ধি (বাঁদিকে)। ডানদিকে লোকসভায় বিক্ষোভ বিরোধী সাংসদদের।

সংসদে চাপ বাড়ানোর পথে কংগ্রেস-তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার সম্ভাবনা ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য অবস্থানের পর এবার কংগ্রেসও ইঙ্গিত দিল, এই প্রশ্নে গোটা বিরোধী শিবির একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে উপস্থিত কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্যে স্পষ্ট, বিষয়টি শুধু একটি রাজ্যের অভিযোগে সীমাবদ্ধ নেই, বরং জাতীয় স্তরে বিরোধী ঐক্যের অনুঘটকে পরিণত হয়েছে।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল জানান, তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এই ইস্যুতে বিরোধী দলগুলির মধ্যে আলোচনা চলছে। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল যে বিষয়টি তুলেছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে।' কংগ্রেস নেতৃত্বের এই অবস্থান ইঙ্গিত দিচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিরোধীদের ক্ষোভ ধীরে ধীরে একটি সমন্বিত রাজনৈতিক অবস্থানের চেহারা নিতে

উদ্যোগ জ্ঞানেশকে ইমপিচমেন্টের

পারে। যদিও এ ব্যাপারে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি মন্তব্য করতে চাননি। সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'আমরা জনগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনও ইস্যুতে দিদির সঙ্গে আছি।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করেছেন, শীঘ্রই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা হবে। সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের প্রক্রিয়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে অপসারণের মতোই কঠিন। সংসদের যে কোনও কক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক সাংসদের স্বাক্ষরে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে হয় এবং তা পাশ করাতে প্রয়োজন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। রাজনৈতিক মহলের মতে, এককভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব নয়। তবে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি যদি একজোট হয়, তাহলে উদ্যোগটি শুধু সংসদের অন্দরেই নয়, দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো নিয়েও একটি বড় রাজনৈতিক বার্তা বহন করবে।

এদিকে, বিজেপিও পালটা আক্রমণে নেমেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের কটাক্ষ, ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব যে কেউ আনতে পারে, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিরোধীদের নেই।

অনিল আম্বানির মামলা

তদন্তে ঢিলেমি, ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : শিল্পপতি অনিল আম্বানি এবং তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে চলা আর্থিক অনিয়মের তদন্ত কেন ধীর গতিতে চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। মামলার তদন্তকারী সংস্থা ইডি এবং সিবিআইকে তদন্ত দ্রুত এবং নিরপেক্ষভাবে শেষ করে চার মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চ। তদন্তের জন্য ইডিকে সিট গঠন করারও নির্দেশ দেন বিচারপতিরা। অনিল আম্বানি দেশ ছেড়ে যাবেন না এই বিষয়ে আদালতকে আশ্বস্ত করেন তাঁর সংস্থার আইনজীবী মুকুল রোহতগি।

হট্টমেলার দেশ লোকসভা

ভাষণই দিতে পারলেন না মোদি

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : সকালেই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারাভানের লেখা যে বইটি ভারতে প্রকাশিত হয়নি তার একটি কপি হাতে নিয়ে বুধবার সংসদে এসেছিলেন তিনি। সাংবাদিকদের সামনে সেটি তুলে ধরে রাহুল বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় না প্রধানমন্ত্রীর আজ লোকসভায় আসার সৎ সাহস আছে। যদি উনি আসেন তাহলে আমি এই বইটি ওঁকে দেব। পরে তাহলে উনি এটা পড়ে দেখবেন। সত্যিটা জানতে পারবেন।'

বিরোধী দলনেতার এই কথাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। বই বিতর্ক এবং তুমুল বিরোধী বিক্ষোভের জেরে শেষমেশ লোকসভায় ভাষণই দিলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন স্পিকার ওম বিড়লা। এদিন দুপুরের পর লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক জবাব দেওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু সেই সুযোগই পাননি তিনি। শাসক-বিরোধী দু-পক্ষের বাকবিতণ্ডায় লোকসভা কার্যত হট্টমেলার দেশে পরিণত হয়। বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারির দাবি, কিছু বিরোধী মহিলা সাংসদ সভার ওয়েলে নেমে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারের দিকে এগিয়ে যান। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো সহ একাধিক মন্ত্রী তাঁদের বারবার ফিরে যেতে বললেও তাঁরা কর্ণপাত করেননি। সভাকক্ষের পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ভিতরে ঢুকতেই পারেননি বলে জানান তিনি।

মনোজ তিওয়ারি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যেখানে বসেন, সেখানেই উঠে এসেছিলেন বিরোধী সাংসদরা। ওঁদের শরীরীভাষা দেখে মনে হচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীকেও হয়তো আক্রমণ করা হতে পারে।' বিরোধী সাংসদদের হাতে একটি ব্যানার ছিল, 'যো উচিত লাগে উয়ো করো'। জেনারেল নারাভানের বই অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীই ওই মন্তব্যটি করেছিলেন। কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল এবং সপা সাংসদরাও বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন। গোলমালের সময় কিছু মহিলা বিরোধী সাংসদের সঙ্গে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের বাদানুবাদও বাধে। দলীয় সাংসদের সমর্থনে তখন এগিয়ে আসেন বিজেপির মহিলা সাংসদরাও। স্পিকার সভা মুলতুবি করে দেওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ গোলমাল চলে। শেষমেশ কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দর হুডার হস্তক্ষেপে বিরোধীরা রণে ভঙ্গ দেন।

> **আমি যেমনটা বলেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসবেন না কারণ উনি ভয় পেয়েছেন। তাই সত্যের মুখোমুখি হতেও চান না।**
>
> **রাহুল গান্ধি**

প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা না দেওয়ায় প্রিয়াংকার কটাক্ষ, 'উনি ভয় পেয়েছেন। তাই সভায় আসেননি।' নিশিকান্ত দুবে মহিলা সাংসদদের সামনে বুলেট ট্রেনের মতো পালিয়ে গিয়েছেন বলেও খোঁচা দেন ওয়েনাডের সাংসদ। অপরদিকে রাহুল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমি যেমনটা বলেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসবেন না কারণ উনি ভয় পেয়েছেন। তাই সত্যের মুখোমুখি হতেও চান না।' এদিন অবশ্য রাহুলের বইয়ের জবাবে নেহরু-গান্ধি পরিবারের সমালোচনা করে লেখা একাধিক বই নিয়ে লোকসভায় এসেছিলেন নিশিকান্ত দুবে। সেই নিয়ে বিতর্কের জেরে শেষমেশ সভা এদিন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছিল।

আজ ডিএ মামলার রায়

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার ডিএ মামলার রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট। সকাল সাড়ে দশটায় শীর্ষ আদালতের ১১ নম্বর এজলাসে ওই রায় দেওয়া হবে। এই মামলার রায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন রাজ্য ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলি। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা মনে করি, ডিএ কর্মচারীদের অধিকার। ইতিমধ্যে তাঁরা ট্রাইবিউনালে জিতেছেন। তাদের ডিএ-র পক্ষে রায় এসেছে হাইকোর্টেও। তারপর সুপ্রিম কোর্ট একটা মাঝামাঝি জায়গায় এসেছে যে, ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া হোক। তারপর বাকিটা না হয় পরে দেওয়া যাবে। কিন্তু সেটাও রাজ্য সরকার শোনেনি। আমরা আশাবাদী, আগামীকাল সুপ্রিম কোর্টের এই রায় কর্মচারীদের পক্ষে যাবে।'

ইরানি ড্রোন ধ্বংস ট্রাম্প-সেনার

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ৪ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা-ইরানের দ্বিপাক্ষিক সমীকরণ এখন এমনই জটিল। মঙ্গলবার আরব সাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় বিমানবাহী রণতরি 'ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন'-এর দিকে ধেয়ে আসা একটি ইরানি ড্রোনকে গুলি করে নামিয়েছে মার্কিন সেনা। আমেরিকার সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, 'শাহেদ-১৩৯' মডেলের ড্রোনটি আগ্রাসী আচরণ করায় সেটিকে এফ-৩৫সি যুদ্ধবিমান থেকে ধ্বংস করা হয়। সেন্টকমের মুখপাত্র টিম হকিন্স দাবি করেছেন, বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও ড্রোনটি রণতরির খুব কাছে চলে আসছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'ওরা (ইরান) বোঝাপড়ায় আসছে। আমার মনে হয় ওরা আগের ঘটনার (সামরিক অভিযান) পুনরাবৃত্তি চাইবে না, তাই আমরা এখন ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি।'

গদ্দার বনাম সর্দার বিতর্কে রাহুল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারাভানের অপ্রকাশিত বই নিয়ে শোরগোলের মধ্যেই নতুন বিতর্কে জড়ালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রভনীত সিং বিট্টুকে বুধবার গদ্দার বলে কটাক্ষ করেন তিনি। জবাবে রাহুলকে শিখবিরোধী বলে পালটা আক্রমণ করেছে বিজেপি। কংগ্রেস দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভও দেখিয়েছে গেরুয়া শিবিরের লোকজন।

এদিন ঘটনার সূত্রপাত সংসদের মকরদ্বারের বাইরে। সাসপেনশনের প্রতিবাদে সেখানে তখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কংগ্রেস সাংসদরা। উপস্থিত ছিলেন রাহুলও। হঠাৎ বিট্টুকে দেখতে পেয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে যান তিনি। কিন্তু হিংসার তোপ দেগে বিট্টু বলেন, 'ওঁরা নিজেদের অনেক বড় দেশপ্রেমী বলে ভাবেন। কিন্তু আমি বলছি, আপনারাই দেশের সবথেকে বড় গদ্দার। শিখদের হত্যাকারী। আমাদের সবথেকে পবিত্র গুরুদোয়ারায় অভিযান চালিয়ে ছিলেন। আমি যখন আপনাদের সঙ্গে ছিলাম তখন সব ঠিক ছিল। এখন আমি বিজেপিতে রয়েছি বলেই এই ধরনের ভাষা প্রয়োগ হচ্ছে।' গত লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বিট্টু।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বিজেপির সদর দপ্তরে রাহুলকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, 'যাঁরা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাঁদের জন্যই গদ্দার শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিট্টু শুধু একজন সাংসদ নন,

রাহুল গান্ধি ও রভনীত সিং বিট্টুর কথা কাটাকাটির ছবি ভাইরাল।

তাতে রাজি হননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রাক্তন দলীয় সাংসদের উদ্দেশে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'এই যে একজন গদ্দার হেঁটে যাচ্ছেন। ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখুন...হ্যালো মাই ফ্রেন্ড...আপনাকে কংগ্রেসে ফিরে আসতে হবে।' তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিট্টু তাঁকে ও অন্য কংগ্রেস সাংসদদের রাস্তার গুন্ডা বলে পালটা খোঁচা দেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপারেশন ব্লু স্টার ও শিখ শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও বটে। তাই শিখদের কাছেও এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ইস্যু।' বিট্টুর পারিবারিক পরিচয় তুলে ধরে পুরী বলেন, 'উনি শুধু শিখদের একজন প্রতিনিধি নন, ওঁর পরিবার দেশের জন্য সেবা করেছিলেন। ওঁর ঠাকুরদা তথা পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার বিয়ন্ত সিংকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। আর তাঁকেই কিনা গদ্দার বলা হচ্ছে। এটা বরদাস্ত করা যায় না।'

বাড়িতে গুলিতে ঝাঁঝরা গদ্দাফি-পুত্র

ত্রিপোলি, ৪ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার লিবিয়ার জিনতানে নিজের বাড়ির বাগানে খুন হলেন গদ্দাফি-পুত্র সইফ অল-ইসলাম গদ্দাফি। তিনি কোনও সরকারি পদে ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তেলসম্পদে সমৃদ্ধ লিবিয়ায় মুয়াম্মার গদ্দাফির মৃত্যুর পর একসময়ে সইফকে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী হিসেবে দেখা হত। পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, বন্দুকধারীরা বাড়ির ক্যামেরাগুলি অকেজো করে বাগানে ঢুকে তাঁকে গুলি করে।

সইফ অল-ইসলাম গদ্দাফির মৃত্যুর খবর সমাজমাধ্যমে নিশ্চিত করে ঘটনাটিকে 'হত্যাকাণ্ড' বলে অভিহিত করেছেন সইফের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা আবদুল্লা ওথমান। তিনি পোস্টে লিখেছেন, 'আমরা ঈশ্বরের। আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব। মুজাহিদ সইফ অল-ইসলাম এখন ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে আছেন।' স্বৈরাচারী মুয়াম্মার গদ্দাফি ২০১১ সালে খুন হন। একই ঘটনা ঘটল তাঁর ছেলের ক্ষেত্রেও।

চার দশকেরও বেশি লিবিয়া শাসন করেছেন সইফের বাবা মুয়াম্মার গদ্দাফি। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী সাফিয়া ফারকাশের দ্বিতীয় সন্তান সইফের জন্ম ১৯৭২ সালে। সাবলীল ছিলেন ইংরেজিতে। উচ্চশিক্ষা লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে। পিএইচডি সেখানেই। সইফের গবেষণার বিষয় ছিল 'বিশ্ব শাসনে নাগরিক সমাজের ভূমিকা'। প্রতীচ্যের বহু দেশ তাঁকে 'পশ্চিমীবান্ধব' হিসেবে দেখত। নিজেকে সংস্কারক হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। শ্রদ্ধা ছিল মানবাধিকারে। ২০১১ সালে গদ্দাফি খুন হওয়ার পর সইফকে বন্দি করা হয়। মুক্তি পান ২০১৭-য়।

উধমপুরে হত ২ জইশ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৪ ফেব্রুয়ারি : জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে বড় সাফল্য ভারতীয় সেনার। মঙ্গলবার থেকে বসন্তগড়ের জোফার জঙ্গলে যৌথ বাহিনী 'অপারেশন কিয়া' চালাচ্ছে।

'অপারেশন কিয়া'

তাতেই মৃত্যু হয়েছে দুই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গির। নিহতদের মধ্যে অন্যতম পাকিস্তানের শীর্ষ জইশ কমান্ডার মাভি। পুলিশি তথ্যের ভিত্তিতে সিআইএফ ডেল্টা, সিআরপিএফ ও পুলিশের যৌথ বাহিনী এই অভিযান চালায়। জঙ্গিদের অবস্থান চিহ্নিত করতে ক্যামেরা লাগানো স্নিফার ডগ ব্যবহার করা হয়। রাতভর সংঘর্ষের পর, গুহায় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের লক্ষ্য করে রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড (আরপিজি) ছুড়ে আস্তানাটি উড়িয়ে দেয় সেনা। ঘটনাস্থল থেকে এম-৪ রাইফেল ও একে-৪৭ সহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। গত ডিসেম্বরে এক পুলিশকর্মীর মৃত্যুর পর থেকেই এই এলাকায় জঙ্গিরা ঘাঁটি গড়ার চেষ্টা করছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাশ্মীর সফরের প্রাক্কালে এই খতম অভিযান সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও নিশ্ছিদ্র করেছে। হোয়াইট নাইট কোর এই অভিযানকে বাহিনীর নিখুঁত পেশাদারিত্বের জয় হিসাবে দেখছে।

নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ

মণিপুরে উঠল রাষ্ট্রপতি শাসন

এক ফ্রেমে মণিপুরের রাজ্যপাল ও নতুন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার ইম্ফলে।

ইম্ফল, ৪ ফেব্রুয়ারি : প্রায় একবছর পর বুধবার মণিপুর থেকে উঠে এল রাষ্ট্রপতি শাসন। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের শপথ নিতে আর বাধা থাকল না। সন্ধ্যা ৬টায় লোকভবনে মণিপুরের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নেন খেমচাঁদ সিং। তাঁর সঙ্গেই ভার্চুয়ালি উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন কুকি বিজেপি বিধায়ক নেমচা কিপগেন। উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন এনডিএ শরিক নাগা পিপলস ফ্রন্টের বিধায়ক এল ডিখো-ও।

দু-বারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন আরএসএস কর্মী খেমচাঁদ তাইকোন্ডোতে ব্ল্যাক বেল্ট। তাইকোন্ডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও ছিলেন তিনি। প্রথম এন বীরেন সিংয়ের সরকারের আমলে তিনি বিধানসভার স্পিকারও ছিলেন তিনি। এদিন নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণের ঠিক আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক মণিপুর থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করে। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে নতুন মণিপুর গঠনের অঙ্গীকার করেছে বিজেপি। এনডিএ-র নেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর এদিন প্রথমে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লার সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার দাবি জানান খেমচাঁদ।

কুকি-মেইতেই রক্তক্ষয়ী হিংসার জেরে গতবছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছিল। পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এন বীরেন সিং। আপাতত নতুন সরকারের লক্ষ্য, অশান্তির কালরাত্রি পেরিয়ে কুকি-মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতির মাধ্যমে মণিপুরে নতুন সকাল আনা। এদিকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন মণিপুর নিয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেছেন। তিনি রাজ্যসভায় বলেন, 'ভাস্কো ডা গামার ভারত আবিষ্কার করতে ১১ মাস সময় লেগেছিল। অথচ আমাদের প্রধানমন্ত্রী দিল্লি থেকে মণিপুরে যেতে ২ বছর সময় লেগেছে। এইভাবেই কি আপনি উত্তর-পূর্ব ও ভারতের জন্য নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেন?'

সরি পাপা, মোবাইল না পেয়ে আত্মঘাতী তিন বোন

গাজিয়াবাদ, ৪ ফেব্রুয়ারি : মোবাইল ফোনের গেমিং অ্যাপ, কোরীয় সংস্কৃতি, না কি একাকিত্ব—ভিলেন কে, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে তিন নাবালিকা বোনের রহস্যজনক আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মঙ্গলবার গভীর রাতে ভারত সিটির একটি আবাসনের ১০ তলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারায় ১৬ বছরের বিশিকা (মতান্তরে নিশিকা), ১৪ বছরের প্রাচী এবং ১২ বছরের পাখি। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে কোরীয় সংস্কৃতি (কে-কালচার) এবং একটি টাস্ক-ভিত্তিক অনলাইন গেমের প্রতি তাদের অতিরিক্ত আসক্তির কথা।

ঘটনার সময় পড়শি এক ব্যবসায়ী বারান্দায় অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ করেন। তিনি জানান, প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, কোনও দম্পতি তাঁদের সন্তান সহ আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন। তিনি দেখেন, এক বোন রেলিং থেকে নেমে আসার পর অন্য এক বোন তাকে জড়িয়ে ধরে এবং তৃতীয়জন তাদের টেনে ধরার চেষ্টা করে। শেষপর্যন্ত তিনজনই একসঙ্গে নীচে পড়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। লোনির একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাদের তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

তদন্তে নেমে পুলিশ মেয়েদের ঘর থেকে একটি ডায়েরি ও ৮ পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। নোটে কান্নার ইমোজি দিয়ে লেখা ছিল, 'সরি পাপা। ডায়েরিতে যা লেখা আছে সব সত্যি, দয়া করে তা পড়বে।' এছাড়া ঘরের দেওয়ালে লেখা ছিল, 'আমি খুব একা, আমার জীবনটা বড়ই নিঃসঙ্গ।' ডায়েরিতে কোরীয় পপ (কে-পপ), কোরীয় সিনেমা ও সিরিজের প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। একটি অংশে লেখা ছিল, 'আমরা কোরিয়া ছাড়তে পারব না, কোরিয়াই আমাদের জীবন... আমরা জীবন শেষ করে দিচ্ছি।'

উদ্ধার আট পাতার সুইসাইড নোট

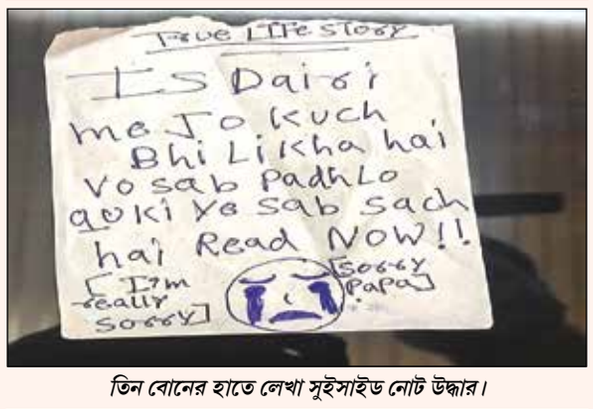

তিন বোনের হাতে লেখা সুইসাইড নোট উদ্ধার।

নিহত তিন কিশোরীর বাবা চেতন কুমার একজন ব্যবসায়ী। যদিও আর্থিক অবস্থা ভালো নয় তাঁর। তাঁর দুই স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত তিন বোনের মধ্যে দু'জন দ্বিতীয় পক্ষের এবং একজন প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সন্তান। আর্থিক অনটন ও পড়াশোনায় দুর্বলতার কারণে গত দু-বছর ধরে মেয়েগুলি স্কুলে যাচ্ছিল না। চেতন জানান, মেয়েরা ফোনে 'লুডো' খেলে, ভেবেছিলেন তিনি। তবে পরে জানতে পারেন তারা কোরীয় কোনও টাস্ক-ভিত্তিক গেমে আসক্ত ছিল। অতিরিক্ত ফোন ব্যবহারের কারণে সম্প্রতি পরিবার থেকে তাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, যা এই চরম সিদ্ধান্তের পিছনে অন্যতম কারণ হতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। চেতন বলেছেন, 'আমি জানি না, গেমিং অ্যাপ থেকেই নিজেদের শেষ করে দেওয়ার প্ররোচনা ওরা পেয়েছিল কি না।'

ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ নিমিষ পাতিল জানিয়েছেন, মেয়েরা কোরীয় সংস্কৃতির দ্বারা নিদারুণ প্রভাবিত ছিল। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা মৃতদের ফোন পরীক্ষা করছেন। কোনও নির্দিষ্ট অনলাইন গেমের মাধ্যমে তাদের আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে সাইবার বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে পুলিশ পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

লক্ষ্যভেদ

‘লক্ষ্যভেদ’-এর আরও একটি সংখ্যায় স্বাগত! এবারের আয়োজনে একদিকে যেমন থাকছে মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে বিদেশে উচ্চশিক্ষার খোঁজ, তেমনই থাকছে পড়াশোনা ও কাজের নতুন সুপারপাওয়ার 'এআই' বা চ্যাটজিপিটি ব্যবহারের কৌশল। বিশ্বমানের সুযোগ আর প্রযুক্তির শক্তিতে নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য অপ্রতিরোধ্য করে তুলুন। আপনার স্বপ্নের উড়ান সফল হোক।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা : মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই ইউরোপ ও এশিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

একটা সময় ছিল যখন 'বিদেশে পড়াশোনা' শব্দবন্ধটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত আমেরিকা, ব্রিটেন বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলোর নাম। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত বিপুল খরচের আতঙ্ক। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিদেশের মাটিতে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখাটা ছিল অনেকটা 'বামন হয়ে চাঁদ ধরার' মতো। কিন্তু সময় বদলেছে। বিশ্বায়নের এই যুগে শিক্ষার মানচিত্র আর মাত্র কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আপনার মেধা এবং সঠিক পরিকল্পনা থাকলে, পৈতৃক ভিটেমাটি বিক্রি না করেও এখন বিদেশের বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা সম্ভব। ২০২৬-এর শুরুতে দাঁড়িয়ে কেরিয়ারের লক্ষ্যভেদ করতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। শুধু আমেরিকা বা ইউকে নয়, আমাদের তাকাতে হবে ইউরোপের অন্যান্য দেশ এবং এশিয়ার উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর দিকে। যেখানে শিক্ষার মান উন্নত, কিন্তু খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

ইউরোপ: যেখানে শিক্ষার মান খরচের চেয়ে অনেক ওপরে

ইউরোপ মানেই যে শুধু ইউরো বা পাউন্ডের আকাশছোঁয়া খরচ, তা কিন্তু নয়। এমন অনেক ইউরোপীয় দেশ আছে যারা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের শিক্ষার দরজা অবারিত করে দিয়েছে।

জার্মানি : ইঞ্জিনিয়ারদের স্বর্গরাজ্য কম খরচে উন্নতমানের শিক্ষার কথা বললে সবার আগে যে দেশটির নাম আসে, তা হল জার্মানি। এখানকার বেশিরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি প্রায় শূন্য! শিক্ষার্থীদের শুধু প্রতি সিমেস্টারে একটি নামমাত্র প্রশাসনিক ফি (Semester Contribution - প্রায় ২৫০-৩৫০ ইউরো) দিতে হয়, যার বিনিময়ে তারা আবার পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাতায়াতের সুবিধাও পায়। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল, সায়েন্স এবং টেকনলজি নিয়ে যারা পড়তে আগ্রহী, তাদের জন্য জার্মানি সেরা গন্তব্য।

● **অ্যাডভান্সড টিপস :** যদিও অনেক মাস্টার্স কোর্স এখন ইংরেজিতে পড়ানো হয়, তবে জার্মান ভাষার ওপর প্রাথমিক দখল (কমপক্ষে B1 লেভেল) থাকলে পার্ট-টাইম চাকরির (Werkstudent) সুযোগ এবং পাশ করার পর ফুল-টাইম চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়।

ইতালি : শিল্প, সংস্কৃতি ও বৃত্তির পীঠস্থান

ইতালি শুধু পর্যটনের জন্য নয়, শিক্ষার জন্যও দারুণ। ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'নিড-বেসড' স্কলারশিপের দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ, আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় যদি একটি নির্দিষ্ট সীমার নীচে হয় (সাধারণত বছরে ২৩,০০০ ইউরোর কম), তবে আপনি টিউশন ফি মকুব তো পাবেনই, সঙ্গে থাকা-খাওয়ার খরচের জন্য বার্ষিক ৫০০০-৭০০০ ইউরো পর্যন্ত বৃত্তিও পেতে পারেন (যেমন- DSU Scholarship বা আঞ্চলিক স্কলারশিপগুলো)। আর্টস, ডিজাইন, আর্কিটেকচারের পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতেও (যেমন- রোবোটিক্স, ফিজিক্স) ইতালির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্বের প্রথম সারিতে।

পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও চেক রিপাবলিক : সাশ্রয়ী মধ্য ইউরোপ মধ্য ইউরোপের এই দেশগুলোতে জীবনযাত্রার খরচ (Living Cost) পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় অনেক কম। অথচ এদের ডিগ্রির মান ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক স্বীকৃত, যা আপনাকে পুরো ইউরোপে চাকরির সুযোগ করে দেয়।

● **পোল্যান্ড :** এখানে মেডিসিন (MBBS) এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ তুলনামূলকভাবে কম।

● **হাঙ্গেরি :** হাঙ্গেরি সরকার আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য 'Stipendium Hungaricum' নামক একটি সম্পূর্ণ ফান্ডেড স্কলারশিপ প্রদান করে, যা টিউশন ফি, বাসস্থান এবং মাসিক হাতখরচ বহন করে।

● **চেক রিপাবলিক :** চেক ভাষায় পড়তে পারলে এখানেও টিউশন ফি শূন্য। তবে ইংরেজিতে পড়লে নামমাত্র ফি লাগে। এখানকার টেকনিকাল ইউনিভার্সিটিগুলো খুবই উন্নত।

এশিয়া : ঘরের কাছেই বিশ্বমানের সুযোগ

ইউরোপের পাশাপাশি এশিয়ার দেশগুলোও এখন উচ্চশিক্ষার হাব হয়ে উঠছে। ঘরের কাছে থাকা, সাংস্কৃতিক মিল এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির কারণে এশিয়া এখন ভারতীয় ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয়।

দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান : প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ আপনার আগ্রহ যদি আইটি, ইলেক্ট্রনিক্স, সেমিকনডাক্টর প্রযুক্তি বা এআই-তে থাকে, তবে এই দুটি দেশ আপনার জন্য সেরা। এই দেশগুলোর সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিদেশি ছাত্রদের প্রচুর স্কলারশিপ দেয় (যেমন- GKS, South Korea)। বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রে এদের ফান্ডিং খুবই ভালো। প্রফেসররা অনেক সময় প্রোজেক্ট ফান্ড থেকে ছাত্রদের স্টাইপেন্ড দেন। স্যামসাং, এলজি বা টিএসএমসি-র মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানির দেশে পড়ার সুযোগ কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

● **মালয়েশিয়া :** কম খরচে আন্তর্জাতিক ডিগ্রি মালয়েশিয়ার একটি বড় সুবিধা হল, এখানে ব্রিটেন বা অস্ট্রেলিয়ার অনেক নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস' রয়েছে (যেমন- Monash University, University of Nottingham)। অর্থাৎ, আপনি মালয়েশিয়ায় বসে, তুলনামূলক অনেক কম খরচে এবং সহজে ভিসা পেয়ে, ইউকে বা অস্ট্রেলিয়ার মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন। এখানকার জীবনযাত্রার খরচও ভারতের বড় শহরগুলোর মতোই।

প্রস্তুতি শুরু হোক আজ থেকেই

স্বপ্ন যখন বড়, প্রস্তুতিও তখন আগে থেকেই শুরু করতে হবে। কম খরচে পড়তে যাওয়ার মানে কিন্তু মানের সঙ্গে আপস করা নয়। বরং এই স্কলারশিপ বা সুযোগগুলো পেতে হলে আপনার অ্যাকাডেমিক রেকর্ড ভালো হতে হবে এবং প্রস্তুতি হতে হবে নিশ্ছিদ্র।

১ ভাষা দক্ষতা ও পরীক্ষা) : আপনি যে দেশেই যান না কেন, ইংরেজির দক্ষতা প্রমাণ করতে IELTS বা TOEFL স্কোর লাগবে। ইউরোপের কিছু দেশে যেতে চাইলে তাদের স্থানীয় ভাষার (যেমন- জার্মান, ফ্রেঞ্চ বা ইতালিয়ান) প্রাথমিক স্তর (A1/A2) শিখে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ, এতে ভিসা ইন্টারভিউতে ভালো ইম্প্রেশন তৈরি হয়। কিছু কোর্সের জন্য GRE বা GMAT লাগতে পারে, তাই আগে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিকোয়ারমেন্ট চেক করুন।

২ গবেষণা ও নেটওয়ার্কিং : কোন দেশে কোন কোর্সের চাহিদা বেশি, কোথায় স্কলারশিপের সুযোগ কেমন-এগুলো নিয়ে এখন থেকেই ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করুন। লিংকডইনে (LinkedIn) সেই সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলুন। তাদের অভিজ্ঞতা আপনাকে সঠিক দিশা দেখাবে।

৩ শক্তিশালী সিভি ও এসওপি : বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য একটি শক্তিশালী অ্যাকাডেমিক সিভি এবং 'স্টেটমেন্ট অফ পারপাস' (SOP) খুব জরুরি। আপনি কেন ওই বিষয়ে, ওই দেশে এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়তে চান, আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী—তা স্পষ্টভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে।

৪ রিকমেন্ডেশন লেটার : আপনার কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের কাছ থেকে ভালো 'লেটার অফ রিকমেন্ডেশন' (LOR) জোগাড় করে রাখুন। এটি আপনার আবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়।

টাকার অভাবে স্বপ্নকে বাক্সবন্দি করবেন না। পৃথিবীটা অনেক বড় এবং সুযোগ ছড়িয়ে আছে সবখানে। প্রয়োজন শুধু সঠিক তথ্যের এবং একটু স্মার্ট পরিকল্পনার। 'লক্ষ্যভেদ' আপনার সেই যাত্রার সঙ্গী হতে প্রস্তুত।

এক্সপার্ট কর্নার

সুপ্রকাশ চক্রবর্তী, রায়গঞ্জ : গ্র্যাজুয়েশনের পর তিন বছর ধরে একটি ছোট কোম্পানিতে সেলসে কাজ করছি। এখন মনে হচ্ছে কেরিয়ারে গ্রোথ আটকে গেছে। চাকরি ছেড়ে ফুল-টাইম এমবিএ (MBA) করব, নাকি চাকরির পাশাপাশি এগজিকিউটিভ বা ডিস্ট্যান্স এমবিএ করা ভালো হবে?

উত্তর : এটি একটি খুব বাস্তব সমস্যা। সিদ্ধান্তটি নির্ভর করছে তোমার আর্থিক অবস্থা এবং লক্ষ্যের ওপর। যদি তুমি তোমার কাজের ক্ষেত্র বা ইন্ডাস্ট্রি পুরোপুরি বদলাতে চাও এবং আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তবে ভালো কোনো বি-স্কুল থেকে ফুল-টাইম এমবিএ তোমার কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এটি নেটওয়ার্কিংয়ের সেরা সুযোগ দেয়। কিন্তু যদি বর্তমান ইন্ডাস্ট্রিতেই থেকে পদোন্নতি চাও এবং চাকরি ছাড়া সম্ভব না হয়, তবে এগজিকিউটিভ এমবিএ ভালো বিকল্প। ডিস্ট্যান্স এমবিএ-র চেয়ে এগজিকিউটিভ এমবিএ-র গ্রহণযোগ্যতা কর্পোরেট জগতে এখন বেশি।

মৈত্রেয়ী দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : আমি আর্থিক প্রয়োজনে একটি প্রাইভেট চাকরি করছি, কিন্তু আমার আসল স্বপ্ন হল সরকারি চাকরি (যেমন WBCS বা ব্যাংক) পাওয়া। অফিসের পর পড়ার সময় বা এনার্জি কোনওটাই পাই না। দুটো একসঙ্গে চালানো কি আদৌ সম্ভব?

উত্তর : হ্যাঁ, সম্ভব। অনেকেই চাকরি করেও সফল হয়েছেন, কিন্তু এর জন্য প্রচণ্ড শৃঙ্খলা দরকার। রোজ ৪-৫ ঘণ্টা পড়ার অবাস্তব রুটিন না বানিয়ে, রোজ ১-২ ঘণ্টা নিবিড়ভাবে পড়ার চেষ্টা করো। যাতায়াতের সময়টা কাজে লাগাও-ফোনে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ো বা অ্যাপ্টিটিউড প্র্যাকটিস করো। সপ্তাহান্তে মক টেস্ট দেওয়া এবং রিভিশনের ওপর জোর দাও। মনে রাখবে, এক্ষেত্রে পরিমাণের চেয়ে পড়ার গুণমান বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথ্বীরাজ বসু, গাজোল : আজকাল অনলাইনে ৩ থেকে ৬ মাসের অনেক কোর্সের বিজ্ঞাপন দেখি, যেখানে ১০০% চাকরির গ্যারান্টি দেওয়া হয় (যেমন— ডেটা সায়েন্স বা ডিজিটাল মার্কেটিং)। এই সার্টিফিকেটগুলোর কি আদৌ কোনও দাম আছে? নিয়োগকারীরা কি এগুলো গুরুত্ব দেন?

উত্তর : প্রথমত, কোনও কোর্সই চাকরির 'গ্যারান্টি' দিতে পারে না, তারা শুধু 'সহায়তা' করতে পারে। এই অনলাইন সার্টিফিকেটগুলো প্রথাগত কলেজ ডিগ্রির বিকল্প নয়, বরং এগুলো হল তোমার দক্ষতাকে ধারালো করার মাধ্যম (Skill Enhancement)। নিয়োগকারীরা সার্টিফিকেটের কাগজের চেয়ে বেশি দেখেন তুমি কাজটা সত্যিই জানো কি না। তাই শুধু সার্টিফিকেট জমিয়ে লাভ নেই। কোর্সটি করার সময় তুমি বাস্তবে কী কী প্রোজেক্ট বানিয়েছ বা তোমার 'পোর্টফোলিও' কতটা শক্তিশালী, দিনশেষে ইন্টারভিউ বোর্ডে সেটাই তোমার হয়ে কথা বলবে।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনও প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ইমেল করুন:

ubscareeroption@gmail.com

স্কলারশিপ, ইন্টার্নশিপ ও এন্ট্রান্সের জরুরি ডেডলাইন—মিস করবেন না!

ফেব্রুয়ারি মাস মানেই ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক মিশ্র অনুভূতির সময়। একদিকে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বা সিমেস্টার পরীক্ষার চূড়ান্ত ব্যস্ততা, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জন্য আবেদন-নিবেদনের চাপ। পড়ার চাপে যাতে কোনও বড় সুযোগ হাতছাড়া না হয়ে যায়, তার জন্যই আমাদের এই নিয়মিত আয়োজন ‘অপরচুনিটি ওয়াচ’। এই মুহূর্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্কলারশিপের আবেদনের শেষ তারিখ এগিয়ে আসছে। পাশাপাশি, গরমের ছুটিতে যাঁরা ইন্টার্নশিপ করতে চান, তাঁদের জন্যও এখনই আবেদনের সেরা সময়। নীচে ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ ডেডলাইনগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হল।

এই অংশটি কেটে পড়ার টেবিলের সামনে টাঙিয়ে রাখুন।

১. স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ

টাকার অভাবে যাতে পড়াশোনা না আটকায়, তার জন্য এই স্কলারশিপগুলো আপনার বড় অবলম্বন হতে পারে।

স্কলারশিপের নাম	কাদের জন্য?	সম্ভাব্য ডেডলাইন (২০২৬)	ওয়েবসাইট / আবেদনের লিংক
স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিনস স্কলারশিপ (SVMCM)	পশ্চিমবঙ্গের মেধাবী ও আর্থিকভাবে দুর্বল ছাত্রছাত্রী (উচ্চমাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর)।	সাধারণত সারাবছর খোলা থাকে, তবে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে আবেদন করা ভালো।	svmcm.wbhed.gov.in
সীতারাম জিন্দাল ফাউন্ডেশন স্কলারশিপ	একাদশ শ্রেণি থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত মেধাবী ও দুঃস্থ পড়ুয়াদের জন্য (বেসরকারি)।	সারাবছর খোলা থাকে (তবে নতুন সেশনের আগে আবেদন সেরে ফেলা ভালো)।	sitaramjindalfoundation.org
AICTE প্রগতি স্কলারশিপ (ছাত্রীদের জন্য)	কারিগরি শিক্ষায় (Diploma/Degree) পাঠরত ছাত্রীদের জন্য।	ফেব্রুয়ারি শেষ সপ্তাহ / মার্চ প্রথম সপ্তাহ, ২০২৬	scholarships.gov.in (NSP Portal)
ONGC স্কলারশিপ স্কিম	SC/ST এবং OBC ক্যাটিগোরির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য (ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল, এমবিএ)।	ফেব্রুয়ারি শেষ সপ্তাহ, ২০২৬	ongcindia.com (CSR Section)

২. প্রবেশিকা পরীক্ষা

স্বপ্নের কলেজে ভর্তির চাবিকাঠি হল এই পরীক্ষাগুলো। আবেদনের তারিখ মিস করলে একটা বছর নষ্ট হতে পারে।

পরীক্ষার নাম	কীসের জন্য?	আবেদনের সম্ভাব্য শেষ তারিখ (২০২৬)	ওয়েবসাইট
WBJEE 2026 (পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট)	রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফার্মাসি কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য।	ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহ, ২০২৬ (কারেকশন উইন্ডো খোলা থাকতে পারে)।	wbjeeb.nic.in
CUET (UG) 2026 (কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট)	কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে (যেমন বিশ্বভারতী) আন্ডারগ্রাজুয়েট কোর্সে ভর্তির জন্য।	মার্চ তৃতীয় সপ্তাহ, ২০২৬ (ফেব্রুয়ারিতে আবেদন শুরু হয়)	cuet.samarth.ac.in
NEET (UG) 2026	সর্বভারতীয় স্তরে মেডিকেল (MBBS/BDS) ভর্তির জন্য।	মার্চ প্রথম সপ্তাহ, ২০২৬ (ফেব্রুয়ারিতে আবেদন শুরু হয়)	neet.nta.nic.in
JEE Main 2026 (Session 2)	সর্বভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা (এপ্রিল সেশন)	মার্চ প্রথম সপ্তাহ, ২০২৬ (ফেব্রুয়ারিতে উইন্ডো খুলবে)	jeemain.nta.nic.in

৩. ইন্টার্নশিপ ও অন্যান্য সুযোগ

সিভি ভারী করতে এবং কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গরমের ছুটির ইন্টার্নশিপের জন্য এখনই আবেদন করুন।

সুযোগের নাম	বিবরণ	সম্ভাব্য ডেডলাইন (২০২৬)	ওয়েবসাইট
সামার রিসার্চ ইন্টার্নশিপ (IITs/NITs)	বিভিন্ন আইআইটি (যেমন IIT Kharagpur, IIT Guwahati) গরমের ছুটিতে রিসার্চের সুযোগ দেয়।	ফেব্রুয়ারি শেষ থেকে মার্চ মাঝামাঝি, ২০২৬।	সংশ্লিষ্ট IIT/NIT-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন।
নীতি আয়োগ ইন্টার্নশিপ (NITI Aayog)	সরকারি নীতি নির্ধারণ কীভাবে হয় তা জানার সুযোগ (আন্ডারগ্রাজুয়েট/পোস্ট গ্রাজুয়েট)।	প্রতি মাসের ১-১০ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হয় (পরের মাসের জন্য)।	niti.gov.in/internship
AICTE ইন্টার্নশিপ পোর্টাল	কারিগরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের পড়ুয়াদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ইন্টার্নশিপের ভাণ্ডার।	সারাবছর বিভিন্ন সুযোগ থাকে, নিয়মিত চেক করুন।	internship.aicte-india.org

তারিখ পরিবর্তনশীল: ওপরে দেওয়া তারিখগুলো বিগত বছরের ট্রেন্ড অনুযায়ী অনুমান করা হয়েছে । তাই আবেদন করার আগে অবশ্যই অফিশিয়াল ওয়েবসাইটটি চেক করে নিন।

স্কিল অফ দা উইক

‘প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং’

এআই-এর কানে কানে সাফল্যের মন্ত্র

বর্তমানে সবার হাতেই স্মার্টফোন আর তাতে চ্যাটজিপিটি (ChatGPT), গুগল জেমিনি (Gemini) বা মাইক্রোসফট কো-পাইলটের মতো শক্তিশালী এআই টুল আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, একই টুল ব্যবহার করে কেউ সাধারণ মানের কাজ করছে, আবার কেউ অসাধারণ ফলাফল পাচ্ছে। পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্য হল-সঠিক প্রশ্ন করার ক্ষমতায়।

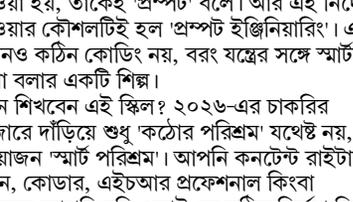

‘প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং’ কী?

সহজ কথায়, এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছ থেকে আপনার কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি নিখুঁতভাবে বের করে আনার জন্য যে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ বা প্রশ্ন দেওয়া হয়, তাকেই 'প্রম্পট' বলে। আর এই নির্দেশ দেওয়ার কৌশলটিই হল 'প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং'। এটি কোনও কঠিন কোডিং নয়, বরং যন্ত্রের সঙ্গে স্মার্টলি কথা বলার একটি শিল্প।

কেন শিখবেন এই স্কিল? ২০২৬-এর চাকরির বাজারে দাঁড়িয়ে শুধু 'কঠোর পরিশ্রম' যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন 'স্মার্ট পরিশ্রম'। আপনি কনটেন্ট রাইটার হোন, কোডার, এইচআর প্রফেশনাল কিংবা গবেষক-আপনি যদি এআই-কে সঠিক নির্দেশ দিয়ে ঘণ্টার কাজ মিনিটে করিয়ে নিতে পারেন, তবে নিয়োগকারীদের কাছে আপনার গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যাবে। এটি এখন আর কোনও 'অপশনাল' দক্ষতা নয়, বরং এটি একুশ শতকের আবশ্যিক 'লাইফ স্কিল' হয়ে উঠছে।

শুরু করবেন কীভাবে? দুটি সহজ টিপস :

১. সুনির্দিষ্ট হোন : অস্পষ্ট প্রশ্ন করবেন না। যেমন- "একটি সিভি লিখে দাও"-এর বদলে লিখুন, "আমি একজন ফ্রেশার, ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের চাকরির জন্য আবেদন করব। আমার লিডারশিপ স্কিল এবং ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা হাইলাইট করে একটি এক পাতার পেশাদার সিভি লিখে দাও।'

২. ভূমিকা দিন : এআই-কে বলুন সে কে। যেমন- "একজন অভিজ্ঞ কেরিয়ার কাউন্সেলর হিসেবে আমাকে বলো, বর্তমানে আর্টসের ছাত্রদের জন্য সেরা ৩টি টেকনিকাল কোর্স কী কী হতে পারে?" মনে রাখবেন, এআই আপনার চাকরি খাবে না; কিন্তু যে ব্যক্তি এআই-কে আপনার চেয়ে ভালো ব্যবহার করতে জানে, সে আপনার জায়গাটি নিয়ে নিতে পারে। তাই আজ থেকেই শুরু হোক এই নতুন দক্ষতা অর্জনের চর্চা।

উঠোন এখন বাড়ির মাথায়

কেউ কেউ মনে করেন, ছাদ এখন উঠোনের বিকল্প হয়ে উঠছে। একসময় উঠোনে যা যা করা যেত তার অনেক কিছুরই এখন ঠাঁই হয়েছে বাড়ির ছাদে। বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার পাশাপাশি আনন্দ, আয়োজন, খেলাধুলোর জন্য ছাদের ভূমিকা এখনও অনস্বীকার্য।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : ফ্ল্যাট কালচারে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে বাড়ির পরিধি। শহরাঞ্চলে প্রায় হারিয়েই গিয়েছে উঠোন। একসময় উঠোন ছিল ছোটদের খেলার জায়গা। ছুটোছুটি, কানামাছি, পুতুল খেলা, রান্নাবাটি, কত খেলারই না সাক্ষী থেকেছে বাড়ির উঠোন। জন্মদিন, পুজো, বিবাহবার্ষিকী কত অনুষ্ঠানও হয়েছে এখানেই। তুলসীমঞ্চের জন্য বাঁধাধরা জায়গা থাকত উঠোনে। এখন সেই উঠোনটাই প্রায় বিলুপ্ত। তাই সেই সময় উঠোনে যা যা করা যেত তার অনেক কিছুরই এখন ঠাঁই হয়েছে বাড়ির ছাদে। সেই জায়গাটা এখনও দখলমুক্ত রয়েছে। বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার পাশাপাশি আনন্দ, আয়োজন, খেলাধুলোর জন্য ছাদের ভূমিকা এখনও অনস্বীকার্য।

ছাদ পাহারা

রবীন্দ্রনগরের পূর্ণিমা দে'র বাড়িতে একসময় ছিল বিশাল উঠোন। কত আয়োজনই না হয়েছে সেখানে। এখন ছেলেরা বড় হয়েছে। তাদের সংসার হয়েছে। উঠোনের জায়গায় নতুন নতুন ঘর তৈরি হয়েছে। তবে উঠোন ভরে গেলেও বাড়ির ছাদ তাদের মন খুলে দেওয়ার জায়গা। পূর্ণিমা দে'র নাতি-নাতনির খেলার জায়গা এখন ছাদ। সে কারণে আগেই ছাদের চারপাশ ঘিরে দেওয়া হয়েছে উঁচু রেলিং দিয়ে। শীতের দুপুরে আর গরমের সময় বিকেলে নাতি-নাতনিদের নিয়ে ছাদে চলে যান তিনি। সেখানে তাদের গল্প শোনান, গল্প শোনেন। ছোটরা যখন খেলে তখন তাদের চোখে চোখেও রাখেন। নিজেও একটু শরীরে রোদ মেখে আরাম করে নেন অথবা হাওয়ায় শীতল হন। পূর্ণিমা বলছিলেন, 'বাচ্চাদের নিয়ে আসার কারণে আমারও রোজ ছাদে আসা হয়। আসলে ছাদ মানেই একটা অন্যরকম ভালোলাগা যেটার সঙ্গে একটা বদ্ধ ঘরের তুলনা করাই উচিত নয়। এখন বাড়িতে উঠোন নেই, মাঠ বলেও তেমন কিছু নেই যেখানে বাচ্চারা গিয়ে খেলাধুলো করবে। তাই ছাদটাই ওদের কাছে এখন সবচেয়ে দামি।' তাঁর কথায়, 'বাড়িতে আত্মীয়দের সঙ্গে তাদের বাড়ির ছোটরা এলে তখন বাড়ির ছাদে ওরা সবাই একসঙ্গে খেলাধুলো করে। তখন অবশ্য আমি পাহারা দিতে যাই না।'

অনুষ্ঠানের জায়গা

বাড়ির ছাদ শুধু মুক্তি নয়, অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুও বটে। যেখানে কখনও নিজেকে একা পেতে ভালো লাগে সেখানেই আবার অনুষ্ঠানে

সবার সঙ্গে একজোট হতেও ভালো লাগে। ডিসেম্বরে জ্যোতিনগরের অনামিকা কর্মকার এবং সন্তোষ কর্মকারের তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয়েছিল বাড়ির ছাদেই। ডেকোরেশন থেকে খাওয়াদাওয়া সবটাই ছাদে। অনামিকা বলছিলেন, 'একটা রেস্তোরাঁ বা ভবন ভাড়া করে অনুষ্ঠান করতে গেলে ডেকোরেশনের পাশাপাশি জায়গার আলাদা খরচ রয়েছে। আর সবকিছু সেখানে মনমতো করা সম্ভবও নয়। এখনকার দিনে তো আর সবার বাড়িতে উঠোন থাকে না, আমাদের বাড়িতেও নেই। তবে একটা ছাদ আছে আর সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পরে বুঝলাম খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তাঁর কথায়, 'এখন তো বাড়িতে ছাদ থাকলে অনেকেই ছোটখাটো অনুষ্ঠানগুলো ছাদে সেরে ফেলেন। বাড়ির ছাদে সেদিন সকলে মিলে অনেকটা রাত পর্যন্ত খুব আনন্দ করেছিল। রাত বাড়তেই ছাদের রূপটাও অন্যরকম হয়। আমরা তো সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পরের বছরের অনুষ্ঠানটাও ছাদেই করব।'

পিকনিক স্পট

সামনেই স্ত্রী-এর জন্মদিন। দিনটাকে কীভাবে স্পেশাল করা যায় তা ভাবতে গিয়েই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কিছু আইডিয়া পান শিবমন্দিরের রাজা সরকার। ছাদেই একটা স্পেশাল কর্নার তৈরি করবেন তিনি। সেই স্পেশাল কর্নার তৈরির দায়িত্ব দিয়েছেন একজনকে। কাছের কিছু বন্ধুদের সেদিন আসার জন্য নিমন্ত্রণও জানিয়েছেন। এই আয়োজন তো কোনও রেস্তোরাঁ বা ক্যাফেতেও করতে পারতেন? জিজ্ঞেস করতেই রাজা বললেন, 'আমার স্ত্রী এবং আমার দুজনেরই পছন্দের একটা জায়গা হল বাড়ির ছাদ। এমন একটা স্পেশাল দিনে যদি ছাদেই ওকে সারপ্রাইজ দেওয়া যায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও অনেক বেশি খুশি হবে।' রাজার কথায়, 'ছাদ যদি বাড়িতে থাকে তাহলে সেটাকে নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ছাদে শেড দেওয়া, সেখানে তুলসীমঞ্চ রয়েছে। আধ্যাত্মিক থেকে আনন্দ, নিজেকে খুঁজে পাওয়া থেকে নিজেকে হারানো সবটাই সম্ভব ছাদে। আমরা তো বরাবর বাড়ির ছাদেই পিকনিক করি।' ছোটবেলার স্মৃতি আউড়ে বললেন, 'একদম ছোটবেলায় এখনও কিছুটা মনে পড়ে বাড়ির উঠোনে পিকনিক হয়েছিল। তবে সেই স্মৃতি খুব আবছা। বাড়ির ছাদে পিকনিকের সব স্মৃতিই টাটকা। জানুয়ারি মাসেও পিকনিক করেছি ছাদে।'

একসময়ের উঠোনের নানা স্মৃতি এখনও মানুষের মনের খাতায় লেখা আছে। সেই উঠোন এখন ধীরে ধীরে হারিয়ে গেলেও তার বিকল্প মানুষ ঠিক খুঁজে নিয়েছে। সেই বিকল্পই হল একটা ছাদ।

> ছাদ মানে একটা অন্যরকম ভালোলাগা যেটার সঙ্গে একটা বদ্ধ ঘরের তুলনা করাই উচিত নয়। এখন বাড়িতে উঠোন নেই, মাঠ বলেও তেমন কিছু নেই যেখানে বাচ্চারা গিয়ে খেলাধুলো করবে। তাই ছাদটাই ওদের কাছে এখন দামি।
> *-পূর্ণিমা দে*
>
> এখন বাড়িতে ছাদ থাকলে অনেকে ছোটখাটো অনুষ্ঠান ছাদে সেরে ফেলেন। বাড়ির ছাদে সেদিন সকলে মিলে অনেকটা রাত পর্যন্ত খুব আনন্দ করেছিল। আমরা তো সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম পরের বছরের অনুষ্ঠানটাও ছাদেই করব।
> *-অনামিকা কর্মকার*
>
> ছাদ যদি বাড়িতে থাকে তাহলে সেটাকে নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আধ্যাত্মিক থেকে আনন্দ, নিজেকে খুঁজে পাওয়া থেকে নিজেকে হারানো সবটাই সম্ভব ছাদে। আমরা তো বরাবর বাড়ির ছাদেই পিকনিক করি।
> *- রাজা সরকার*

ইসলামপুরে ১৭টি ওয়ার্ডের পুরসভা তিন দশকের। পাওয়া না পাওয়ার হিসেব মেলাতে ব্যস্ত নাগরিকরা। 'দেখছি-দেখব'র গোলকধাঁধায় ফেঁসে তাঁরা। শহরের অভাব-অভিযোগ শুনলেন অরুণ ঝা

বাজার যেন জতুগৃহ, নিস্পৃহ প্রশাসন

নজর দর্শন

ইসলামপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি : 'রাজনৈতিক দাদা ও প্রশাসনের কর্তাদের কুনজরে কে পড়তে চায় বলুন। তাই ভোগান্তি সইতে সইতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও আমাদের মুখ খোলার সাহস নেই।' ক্রেতাদের ভিড় সামলাতে সামলাতে চাপা গলায় এই কথা বলেন ইসলামপুর বাজারের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী। 'কুনজরে' পড়ে রোজগারে টান পড়ার ভয়ে হাজার অসুবিধা পোহাতে হলেও মুখ খোলার সাহস পান না এই এলাকার ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দারা।

ইসলামপুর পুরসভার ৭, ১০ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু এলাকাজুড়ে ইসলামপুর বাজার অবস্থিত। শহর তথা মহকুমার অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ এই বাজার। অথচ জবরদখল, রাস্তা বিক্রি করা, অনুমোদিত প্ল্যান ছাড়া স্থায়ী নির্মাণের জেরে বাজার এলাকার বাসিন্দা এবং ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। রাস্তা বিক্রির জেরে এই এলাকায় জরুরি অবস্থাতেও অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকাতে বেগ পেতে হয়। বিদ্যুতের তারের বিপজ্জনকভাবে জট পাকিয়ে থাকা দেখলে গা শিউরে ওঠার জোগাড়। আগুন লাগা যেন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি ঢোকার উপায় নেই। রাস্তা দখল হতে হতে এমন অবস্থা যে বাজারে ঢোকার রাস্তা কার্যত গলিতে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়রা এই অবস্থার জন্য প্রশাসনের নিস্পৃহতাকেই দায়ী করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল বলেছেন, 'এই সমস্যার সমাধানের জন্য পুলিশ, পুরসভা ও প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। খুব দ্রুত ওই কমিটির বৈঠক ডেকে সমস্যার সুরাহা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বছর তিনেক আগে ইসলামপুর শহরজুড়ে মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভা যৌথভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু এখন এই বাজারের অবস্থা দেখে বোঝার উপায় নেই যে, কোনও সময় এখানে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। মণ্ডলপাড়ার রাস্তা ধরে বাজারে ঢুকতেই ভিড়ের ঠেলায় নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। ভিড় ঠেলে কিছুটা এগোতেই দেখা গেল, রাস্তার ৮০ শতাংশ দখল করে বসেছে সবজি বাজার। রাস্তায় দুই পাশের ব্যবসায়ীদের একাংশ নিয়ম ভেঙে রাস্তা দখল করে স্থায়ী নির্মাণ করেছেন। সঙ্গে বিপজ্জনকভাবে বৈদ্যুতিক তারের জটলা তো আছেই। এই জতুগৃহে আগুন লাগলে দমকল আসবে কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত দায়সারাভাবে এক ব্যবসায়ী বলেন, 'সে যখন আগুন লাগবে তখন দেখা যাবে।'

এই সমস্যার কথা স্বীকার করে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'এই তারের জটলা থেকে মাঝেমধ্যেই আগুন লাগে। সমস্যার সমাধান করতে দ্রুত উচ্ছেদ অভিযান করা হবে।'

এলাকার বাসিন্দা চিকিৎসক জয়দীপ মণ্ডল ক্ষোভের সুরে বলেন, 'টাকার বিনিময়ে একটি অসাধু চক্র রাস্তার দখল নিয়ে হকার বসাচ্ছে এমনটাও আমরা শুনেছি। আসলে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে আর কি!' এই প্রসঙ্গে ইসলামপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র দামোদর আগরওয়াল বলেন, 'আমরা হতাশ। বারবার অভিযোগ করেও লাভ হয়নি। টাকার বিনিময়ে রাস্তা বিক্রি হচ্ছে বলে জবরদখলের সমস্যা বেড়েই চলেছে।'

এই সমস্যার জন্য বিরোধীরা পুরসভাকে দায়ী করেছে। সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ দাস বলেন, 'বাজার জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। সকলের মন রাখতে পুরসভা সব জেনেও দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।' বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, 'ভোট বৈতরণি পেরোনোর জন্য পুর বোর্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে।'

সমস্যার কথা সবাই জানেন। সমস্যা সমাধানের জন্য কবে পদক্ষেপ করা হয়, সবাই সেই অপেক্ষাতেই দিন গুনছেন।

পণ্যের পসরা আর যানবাহনে সংকীর্ণ বাজারের পথ। -সংবাদচিত্র

আংটি, দুল ছিনতাই

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : ষাটোর্ধ্ব মহিলার হাত থেকে আংটি ও কানের দুল ছিনিয়ে পালিয়ে গেল দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে আশিঘর ফাঁড়িতে। বুধবার বৌবাজার এলাকায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধা। সেসময় রাস্তার পাশেই শৌচকর্ম সারেন তিনি। এরপর ফের বাজারের উদ্দেশে রওনা দিতেই এক তরুণ সেখানে এসে তাঁর কাছে টাকা দাবি করে। টাকা না পাওয়ায় বৃদ্ধার আংটি এবং কানের দুল খুলে চম্পট দেয় ওই তরুণ। পরে পরিবার ও স্থানীয়দের পরামর্শে আশিঘর ফাঁড়িতে একটি অভিযোগ দায়ের করেন ওই বৃদ্ধা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অবস্থান

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : জণগণের জন্য বর্ধমান রোড উড়ালপুলের কাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার দাবি জানাল সিপিএম। বুধবার দলের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে এই দাবিতে এয়ারভিউ মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার।

ইউনিট চালু

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : নর্থবেঙ্গল কাউন্সিল ফর ডিজেবলড-এর তরফে নতুন ফিজিওথেরাপি ইউনিট চালু করা হল। বুধবার এই ইউনিটের উদ্বোধন করেন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত। আশ্রমপাড়ায় এই সংস্থার ভবনে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের পাশাপাশি অন্যরাও ফিজিওথেরাপি করাতে পারবেন।

সাইকেল চুরি

ইসলামপুর, ৪ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে থেকে সাইকেল চুরির ঘটনা ঘটল। ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা মনোজ দত্ত বলেন, 'এক পরিচিতকে দেখতে সাইকেল বাইরে রেখে তালা মেরে হাসপাতালের ভেতরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি সাইকেল নেই। এই মর্মে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি।'

ঝুলন্ত তারে বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল পার করে শিলিগুড়ি কলেজের দিকে বাইক নিয়ে এগোতেই হেলমেট একটা কিছুর সঙ্গে লাগল। বাইক সাইড করে তাকাতেই দেখলেন একটি কেবল ছিঁড়ে মাথার ওপর ঝুলছিল। সেই ব্যক্তি এগিয়ে যেতেই আরও একজনের সঙ্গে একই ঘটনা ঘটল। সেই ব্যক্তি দাঁড়াতেই তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই রাস্তা দিয়েই তাঁর নিত্যদিনের যাতায়াত। কয়েক-দিন ধরেই দিনে অন্তত দশবার করে এই কেবলের ধাক্কা খাচ্ছেন তিনি। একটু রাগ করেই বললেন, ছিঁড়ে যাওয়া, ঝুলে থাকা এই কেবলগুলো কেন খুলে ফেলা হচ্ছে না। বলছিলেন, শহরের বিভিন্ন জায়গায় এভাবেই বহুদিন ধরে কেবল ঝুলে রয়েছে। এগুলো দেখে সরিয়ে ফেলার বন্দো-বস্ত করার দায়িত্ব কার?

হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যাল-য়ের পেছনের রাস্তা দিয়ে চিলড্রেনস পার্কের দিকে এগোনোর রাস্তা-তেও কেবল ছিঁড়ে ঝুলে পড়ে প্রায় রাস্তা ছুঁয়েছে। চলার পথে বা গাড়ি চালানোর সময় একটু অসাবধান হলেই ওই রাস্তাতেও ঘটতে পারে বিপত্তি। হাকিমপাড়া, মহাবীরস্থান, থানা রোড, ঘোগোমালি সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় এভাবেই ঝুলছে বিভিন্ন ইন্টারনেট ও কেবল সংস্থার কেবলগুলি। আর তা নিয়েই সমস্যা বেড়েছে সাধারণ মানুষের।

পথচলতি শান্তনু ধর খানিকটা কড়া সুরেই বললেন, 'রাতের-বেলায় সমস্যা তো আরও বেড়ে যায়।' ঘোগোমালিতে দাঁড়িয়ে আয়ুষ

সাহা বললেন, 'এটা তো একদি-নের সমস্যা নয়। বহুদিনের সমস্যা। এতদিনেও কি সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না? শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'কেবল-ইন্টারনেট সংস্থাগুলোকে বহুবার বলা হয়েছে এগুলো সরিয়ে নিতে। অনেকেই হয়তো এখনও সরায়নি। যারা সরায়নি তাদের আবার বলা হবে।'

পরিদর্শনে গৌতম

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : নিকাশিনালার জল ট্রিটমেন্ট করে মহানন্দায় ফেলার জন্য সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টগুলির (এসটিপি) কাজ কেমন চলছে, তা খতিয়ে দেখলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব।

শিলিগুড়ির এসটিপি (২)-এর জন্য পাইপলাইন পাতার কাজ শুরু হতে চলেছে। শালুগাড়া থেকে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত পাইপলাইন পাতা হবে। সেইমতো প্রকল্পের কাজ দেখতে বুধবার এলাকায় যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুরনিগম এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আধিকারিকরা। এলাকা পরিদর্শনের পর দ্রুত কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন গৌতম। শিলিগুড়ির শহরের নিকাশিনালার জল পরিশোধন করার জন্য মোট চারটি এসটিপি তৈরির কাজ চলছে। এই প্রসঙ্গে গৌতম দেব বলেন, 'এসটিপিগুলির কাজ দ্রুত করা হচ্ছে। কোনওটার পাইপলাইন পাতার কাজ বাকি, কোনওটার আবার কাজ প্রায় শেষের দিকে। শীঘ্রই এক-এক করে এসটিপিগুলি চালু হয়ে যাবে।'

পারিষদদের প্রস্তাব চাইলেন মেয়র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : হাতে সময় আর মেরেকেটে ১ বছর। তারপরেই পুরনিগমের নির্বাচন। তার আগে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন আছে। এই পরিস্থিতিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করতে পারেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। এই বাজেটের ওপর যে পরবর্তী পুরভোটে তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা বিলক্ষণ জানেন গৌতম। এই বাজেট কতটা জনমুখী হয়, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। পুরনিগম সূত্রে খবর, বাজেটে পুরনিগমের নিজস্ব ফান্ডে আয় বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি বাজেটকে কতটা জনমুখী করা যায় সেইদিকেও তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড নজর দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। সেইমতো সমস্ত মেয়র পারিষদকে আগামী দু'দিনের মধ্যে নিজের দপ্তর সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু দপ্তর প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাজেট নিয়ে গৌতম মঙ্গলবার বিকেলে আধিকারিকদের সঙ্গে এক দফা বৈঠকও করেছেন। এই প্রসঙ্গে গৌতম বলেন, 'বাজেট এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। আলোচনা চলছে। বাজেট জনমুখী করার চেষ্টা করব।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর নিজস্ব তহবিলে

আয় বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে। মিউটেশন, হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে শুরু করে, কনজারভেন্সি ট্যাক্স, পর্কিং সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরনিগমের আয় বেড়েছে। আয় আরও বাড়ানোর দিকে নজর দিচ্ছে পুরনিগম। সূত্রের খবর, আগে কনজারভেন্সি ট্যাক্স বাবদ মাসে সাত থেকে আট লক্ষ টাকা আয় হত। গত তিন বছরে সেই আয় গড়ে মাসিক ৩০ লক্ষ টাকা হয়েছে বলে পুরনিগম জানিয়েছে। যে সমস্ত হোটেলগুলি এখনও কনজারভেন্সি কর দিচ্ছে না তাদের সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ। এই বিষয় বাজেটে উল্লেখ থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি পেশ হতে পারে বাজেট

শহরে জঞ্জালের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণে জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের তরফে আসন্ন বাজেটে নতুন গাড়ি কেনার প্রস্তাব দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি খারাপ হয়ে যাওয়া ১৪টি পুরোনো জঞ্জাল অপসারণের গাড়ি বদলে ফেলার প্রস্তাব বাজেটে থাকবে বলে খবর। এর পাশাপাশি খারাপ হয়ে যাওয়া জঞ্জাল অপসারণের গাড়ি টেনে নেওয়ার জন্য একটি ক্রেন কেনার প্রস্তাবও দেওয়া হবে। অন্যদিকে, হাইমাস্ট লাইট ঠিক করার জন্যে একটি ৩৪ ফুট উঁচু ল্যাডার কেনারও প্রস্তাব দেওয়া হবে বলে পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে।

এর পাশাপাশি নতুন কিছু পার্কিং লট তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হবে। অন্যদিকে, যাঁরা অনেক বছর ধরে হোল্ডিং ট্যাক্স দেননি, বিশেষ ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করার প্রস্তাবের উল্লেখ বাজেটে থাকবে বলে জানা গিয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে'র বক্তব্য, 'আমরা বেশ কিছু প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। সেগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

তাস বানাত নিনটেন্ডো

আমরা নিনটেন্ডো (Nintendo)-কে ভিডিও গেম কোম্পানি হিসেবে চিনি। কিন্তু কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৯ সালে! তখন ভিডিও গেম তো দূর, কম্পিউটারও ছিল না। আসলে নিনটেন্ডো শুরুতে জাপানি প্লেয়িং কার্ড বা তাস তৈরি করত। পরে তারা ট্যাক্সি সার্ভিস, লাভ হোটেল এবং ইনস্ট্যান্ট রাইস ব্যবসারও চেষ্টা করে। অবশেষে ১৯৭০-এর দশকে তারা ইলেক্ট্রনিক গেমে এসে সফল হয়। দেড়শো বছরের এই বিবর্তন সত্যিই অবিশ্বাস্য।

কাকের স্মৃতিশক্তি

কাককে কখনো ঢিল মেরেছেন? সাবধান! কাক মানুষের মুখ মনে রাখতে পারে এবং তাদের 'কালো তালিকায়' রাখতে পারে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মুখোশ পরে কিছু কাককে বিরক্ত করেছিলেন। ৫ বছর পরও সেই কাকগুলো ওই মুখোশ পরা লোক দেখলেই চিৎকার করে এবং আক্রমণ করে। শুধু তাই নয়, তারা তাদের বাচ্চাদের এবং অন্য কাককেও ওই 'শত্রু'র কথা জানিয়ে দেয়। কাকের সঙ্গে শত্রুতা মানে বংশপরম্পরায় শত্রুতা!

ডোবানোর বই

টাইটানিক ডোবার ১৪ বছর আগে, ১৮৯৮ সালে মর্গান রবার্টসন 'দ্য রেক অফ দ্য টাইটান' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। বইটিতে 'টাইটান' নামের এক বিশাল জাহাজ হিমশৈলে ধাক্কা খেয়ে অ্যাটলান্টিকে ডুবে যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল, কাল্পনিক টাইটান এবং আসল টাইটানিক- দুটিরই দৈর্ঘ্য, যাত্রীর সংখ্যা এবং লাইফবোটের অভাব প্রায় হুবহু এক ছিল! লেখক কি ভবিষ্যদ্রষ্টা ছিলেন, নাকি এটি ইতিহাসের এক মর্মান্তিক কাকতালীয় ঘটনা?

কমলা না

আমরা যে কমলা রঙের গাজর দেখি, তা আসলে মানুষের তৈরি। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গাজর ছিল বেগুনি বা সাদা রঙের। ডাচ বা নেদারল্যান্ডসের চাষিরা তাঁদের রাজবংশ 'হাউস অফ অরেঞ্জ'-কে সম্মান জানাতে বিভিন্ন প্রজাতির গাজর সংকরায়ন করে এই কমলা গাজর তৈরি করেন। এটি দেখতে সুন্দর এবং খেতে মিষ্টি হওয়ায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আসল গাজরের রং যে বেগুনি ছিল, তা আমরা ভুলতেই বসেছি।

ক্যানসার সচেতনতায় র‍্যালি

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : মোটরবাইক র‍্যালির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করল ফুলবাড়ি জটিয়াকালীর হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার। ক্যানসার যে মারণব্যাধী নয়, সঠিক সময় চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, বিশ্ব ক্যানসার দিবসে এই বার্তা দিলেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সপ্তর্ষী ঘোষ। বুধবার শিলিগুড়ি হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয়ে র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালি থেকে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি, এদিন রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে ওপিডি করা হয়। চিকিৎসক সপ্তর্ষী ঘোষ বলেন, 'এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল যাতে ক্যানসার নিয়ে ভীতি দূর করে মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপারে সচেতন হন।' এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ক্যানসার হাসপাতালটির ডিরেক্টর ডাঃ কল্পনা রায় ঘোষ। তিনি জানান, ক্যানসার সংক্রান্ত সমস্তরকম উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা এই হাসপাতালে পাবেন রোগীরা।

জালে ২ প্রতারক

কিশনগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি : প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বুধবার কিশনগঞ্জ জেলার ঠাকুরগঞ্জ থানা এলাকার ভাতডালা গ্রাম থেকে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, তারা কিশনগঞ্জ শহরের লাইনপাড়ার শতাব্দীপ্রাচীন বুড়িকালী মন্দিরে বিশেষ পুজো ও ভাণ্ডারা হবে বলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাঁদা তুলছিল। তবে ঠাকুরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। ঘটনার কথা মন্দির কর্তৃপক্ষকে জানান তাঁরা। এরপর মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে ঠাকুরগঞ্জ থানার আইসি মহম্মদ মকসুদ আলম আশরফির কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে সিওয়ানের বাসিন্দা ওই ২ জনকে আটক করে পুলিশ। যদিও তদন্তের স্বার্থে পুলিশের তরফে ধৃতদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। মনে করা হচ্ছে, প্রতারকচক্রে আরও সদস্য জড়িত থাকতে পারে।

জোর করে বিয়ে নাবালিকার

কিশনগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি : কয়েক যুগের পুরোনো 'পাকাড়ুয়া শাদি' বা জোর করে ধরে বিয়ে দেওয়ার প্রথা ফিরে এল বিহারে। মঙ্গলবারের এই ঘটনা সুপৌল জেলার রাজেশ্বরী থানা এলাকার। এক তরুণকে জোর করে ধরে বিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার ভিডিও ফুটেজও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভাইরাল ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, এক নবদম্পতিকে গ্রামবাসীর মধ্যে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

গ্রামের এক নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই তরুণের। সেই কারণে সেদিন দেখা করতে গ্রামে এসেছিলেন তিনি। তখনই গ্রামবাসী এবং মেয়ের অভিভাবকরা দুজনকে ধরে ফেলেন। এরপর ওই গ্রামের এক মন্দিরে তাঁদের জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি। যদিও এই বিয়ে নিয়ে জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ট্রাকে আগুন

কিশনগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ শহরের বিহার বাসস্ট্যান্ডের সামনে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বুধবার একটি চলন্ত ট্রাকে আগুন ধরে যায়। আগুনের জেরে ওই ট্রাকে থাকা প্লাইউড পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। প্রায় দু'ঘণ্টা ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। তবে হতাহতের খবর নেই। চালক ও খালাসি জ্বলন্ত ট্রাক থেকে লাফিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন।

গ্রেপ্তার ২

কিশনগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ শহরের তেঘরিয়া মহল্লায় বুধবার দুটি মোষবোঝাই ট্রাক আটক করেন বজরং দলের সদস্যরা। এরপর পুলিশ গিয়ে ট্রাক দুটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি দুজন ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করে। তবে কয়েকজন পাচারকারী পালিয়ে গিয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে মোট ৫২টি মোষ। ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশের জালে

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দা কবিতা রায় বলছিলেন, 'অঞ্জু বহু বছর ধরেই মদ বিক্রি করে নিজের সংসার চালাত। আমরা অনেকবার অঞ্জুর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। প্রয়োজনে আমরাই আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলাম। তবে কোনওদিনই তাতে কর্ণপাত করেনি।' একাধিকবার গ্রেপ্তার হলেও এই মদ বিক্রির ব্যবসার জোরেই দুই মেয়ে ও ছেলেদের বিয়ে দেয়। যদিও অবৈধ এই কার্যকলাপ একেবারেই অন্য মাত্রায় যায় বছর তিনেক আগে। এলাকার বাসিন্দা মানসী রায় বলছিলেন, 'ছোট ছেলে ব্রাউন সুগার ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।' স্থানীয়দের কথায়, 'ব্রাউন সুগার ব্যবসার সংস্পর্শে আসতেই ওদের হাবভাব বদলাতে শুরু করে।' এলাকায় দাপট বাড়তে থাকার সঙ্গেই সম্পত্তিও বাড়াতে শুরু করে ওই পরিবার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বর্তমানে ওই পরিবারের পাপিয়াপাড়াতেই আরও একটি বাড়ি ও জমি রয়েছে। তেলিপাড়ায় রয়েছে একটি দোতলা বাড়ি। এছাড়া নেপালি বস্তিতে আট কাঠা জমি রয়েছে। প্যাডলারের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার নিতে গিয়ে এক ছেলের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের। এলাকার বাসিন্দা মিনতি রায় বলছিলেন, 'অঞ্জু প্রকাশ্যেই বলে বেড়াত ছোট ছেলের কাছ থেকে ব্রাউন সুগারের সূত্র পেয়েছে। তাই এই ব্যবসাকে সে ধরে রাখতে চায়। বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেও মেয়ে শুক্লাকে নিয়েই ও ব্যবসা চালাচ্ছে। আর এক ছেলে তেলিপাড়ায় থাকলেও মাঝেমধ্যেই ব্যবসার কাজে এখানে আসে।'

এদিন ওই মা ও মেয়ের গ্রেপ্তারিতে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জনা দাস। তাঁর কথায়, 'রাত বাড়লেই নেশাগ্রস্তদের যাওয়া-আসার কারণেই সন্ধ্যার পর আর বাড়ির বাইরে বের হতে পারতাম না। এখন অবশ্য কিছুটা শান্তি।'

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

গরুমারায় আর নেই গাছবাড়ি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : দুই দশকের স্মৃতি চিরতরে মুছে গেল গরুমারায়। আর রইল না আকাশছোঁয়া গাছবাড়ি। শাল গাছের ডালপালার মাঝে তৈরি কাঠের বাড়িটি একসময় ডুয়ার্সপ্রেমী দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে ছিল স্বপ্নের গন্তব্য।

প্রায় ৩০ ফুট উঁচুতে জঙ্গলে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছবাড়ি ঘিরে ছিল কৌতূহল, রোমাঞ্চ ছিল ভরপুর। ২০০৫ সালে বন দপ্তরের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই আকর্ষণ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দীর্ঘদিন ধরেই পর্যটকদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে গোটা কাঠামোটিকেই সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হল। তার ঠাঁই হল ইতিহাসের পাতায়। এনিয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের সাউথের রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজ্যোতি দে বলেন, 'ওই গাছবাড়ির কাঠামোর বিভিন্ন অংশ ভেঙে পড়ছিল। যার জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল। আমাদের কাছে পর্যটকদের নিরাপত্তাই আসল। তাই এটি ভেঙে ফেলা হল।'

তবে ভবিষ্যতে নতুন করে গাছবাড়ি তৈরি করা হবে কি না সে বিষয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

পুরোনো এই গাছবাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে।

গন্ডার, হাতি, হরিণ সহ বন্যপ্রাণ এবং নানা প্রজাতির পাখি দেখার লোভে পর্যটকরা গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ভিড় জমান। জঙ্গলের নিসর্গ উপভোগের জন্যই পর্যটকদের থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করে বন দপ্তর গাছবাড়িটি তৈরি করে। চালু থাকা অবস্থায় দুজন পর্যটকের থাকা-খাওয়ার জন্য প্রায় ৩ হাজার ৬০০ টাকা খরচ দিতে হত। স্থানীয়দের মতে, এটি শুধু একটি পর্যটনকেন্দ্র নয়, বরং এলাকার গর্ব ও পরিচয়ের অংশ হয়ে ওঠে। ২০১২ সালের ১২ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে এক রাত কাটানোর পর গাছবাড়িকে ঘিরে কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। বুকিং পেতে হিমসিম খেতে হত পর্যটকদের। সৌরবিদ্যুৎচালিত আলো, নিরিবিলিতে থাকার ব্যবস্থা, আলাদা টয়লেট সহ সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল কাছ থেকে হাতিদের স্নানের দৃশ্য উপভোগ করা। এছাড়া জঙ্গলের নির্জনতায় পাখির ডাক, দূরে হাতির চলাফেরা আর উঁচু গাছের ডালে বসে রাত কাটানোর রোমাঞ্চ, সবমিলিয়ে গাছবাড়িতে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা ছিল অনন্য।

> **এটি শুধু একটি থাকার জায়গা নয়, ডুয়ার্স পর্যটনের এক পরিচিত মুখ ছিল। আমরা আশা করেছিলাম নতুনভাবে সাজিয়ে আবার এটি চালু করা হবে কিন্তু সেটি আর হল না।**
>
> **দিব্যেন্দু দেব** সম্পাদক লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়ে বাড়ির কাঠামোটি। ধীরে ধীরে পচে যেতে থাকে কাঠ, দুর্বল হয় সিঁড়ি, ছাদে ফাটল দেখা দেয়। ঝুঁকি বাড়তে থাকায় কয়েক বছর আগে পর্যটকদের জন্য গাছবাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশ বাড়িটি সংস্কার করে পুনরায় চালুর দাবি তুললেও শেষপর্যন্ত তা আর হয়নি। এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ছড়িয়েছে পর্যটন মহলে।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'এটি শুধু একটি থাকার জায়গা নয়, ডুয়ার্স পর্যটনের এক পরিচিত মুখ ছিল। আমরা আশা করেছিলাম নতুনভাবে সাজিয়ে আবার এটি চালু করা হবে কিন্তু সেটি আর হল না।' পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীলের অভিযোগ, হঠাৎ করে বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল, তা স্পষ্ট নয়। গাছবাড়ির পাশে ছ'টি কটেজে পর্যটকদের থাকার সুযোগ রয়েছে। তবুও রোমাঞ্চপ্রিয় পর্যটকদের কাছে গাছবাড়ির অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

বিয়ের মরশুমে চরম ব্যস্ততা। বালুরঘাটের হোসেনপুরে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

টিকাকরণের উদ্যোগ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৪ ফেব্রুয়ারি : চা মহল্লায় সচেতনতা নেই। তাই মহিলাদের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে সার্ভিক্যাল ক্যানসার। স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, জেলার চা বাগান সহ দুর্গম এলাকাগুলিতে এনিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। রোগ ঠিকমতো চিহ্নিতই হয় না। শেষপর্যায়ে রোগ চিহ্নিত হলেও তখন চিকিৎসা করার মতো অবস্থা থাকে না। অনেকে আবার লজ্জায় রোগের বিষয়টি সামনে আনতে চান না। বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর চিন্তিত। তাই এবার রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে টিকাকরণের উদ্যোগ নেওয়া হল। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে কয়েকটি জেলার কিছু এলাকায় প্রথমে টিকাকরণ শুরু হবে। ধীরে ধীরে তা সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে। আলিপুরদুয়ারের ওই কর্মসূচি চলবে। এনিয়ে জেলার উপ মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক তরুণকান্তি খাটুয়া বলেন, 'টিকাকরণ কবে শুরু হবে সেই নিয়ে কোনও নির্দেশিকা এখনও আসেনি। তবে কলকাতায় প্রশিক্ষণ হয়ে গিয়েছে। জেলা থেকেও আমরা ওই প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলাম।'

চলতি বছরের মাঝামাঝি টিকাকরণ শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ৯-১৪ বছর বয়সি কিশোরীদের টিকা দেওয়া হবে। এছাড়া ক্যারিয়ার হিসাবে রোগ ছড়ানো আটকাতে ওই বয়সি কিশোরদেরও টিকাকরণ করা হবে। ভবিষ্যতে যাতে তাদের মাধ্যমে কোনও মহিলার শরীরে রোগ ছড়াতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর জানাচ্ছে, জেলায় ক্যানসার রোগীদের মধ্যে ৫ শতাংশ সার্ভিক্যাল ক্যানসার রোগীকে চিহ্নিত করা যায়। সঠিকভাবে রোগ চিহ্নিতকরণ না হওয়ায় আসল পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে স্তন ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বেড়েছে এবং আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই স্তন ক্যানসারের রোগী বলে জানা গিয়েছে। সহজেই জেলার সব প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সার্ভিক্যাল ক্যানসার চিহ্নিতকরণের

চা মহল্লায় বাড়ছে সার্ভিক্যাল ক্যানসার

পরীক্ষা হয়। রোগ চিহ্নিত হলে আক্রান্তকে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, চা মহল্লায় ঋতুস্রাব চলাকালীন স্বাস্থ্যবিধি ঠিকমতো না মানার জন্য মহিলাদের মধ্যে এই রোগ ছড়ানোর প্রবণতা বাড়ছে। কম বয়সে সার্ভিক্যাল ক্যানসারের লক্ষণ দেখা দিলেও তা অনেকে বুঝতেই পারেন না। বয়স বাড়লে সমস্যা প্রকট হয়। জেলা হাসপাতালের ক্যানসার বিশেষজ্ঞ সারতাজ আহমেদের বক্তব্য, 'সার্ভিক্যাল ক্যানসারে আক্রান্ত মহিলাদের চিহ্নিত করা গেলে প্রথম থেকে চিকিৎসা শুরু করা যাবে।'

ঘাঁটি বদলাচ্ছে মাদক কারবারিরা

মালদা, ৪ ফেব্রুয়ারি : ওদিকে বজ্র আঁটুনি। এদিকে ফসকা গেরো। মাদকের কারবার রুখতে পুলিশের যত নজর কালিয়াচকে। আর সেই সুযোগে পুলিশের নজর এড়াতে তারই নাকের তলায় চলে আসছে মাদকের কারবারিরা।

কালিয়াচক যে ব্রাউন সুগার তৈরির প্রধান কেন্দ্র বা 'হাব' হয়ে উঠেছে, সেকথা আগেই স্বীকার করেছে মালদা জেলা পুলিশ। কিন্তু পুলিশের কড়া নজরদারিতে সেখানে এখন কারবারিদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। মাদক কারবার রুখতে জেলা পুলিশ এখন 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে। পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানের হাত থেকে বাঁচতে একের পর এক মাদক কারবারি এখন কালিয়াচক ছাড়ছে। তা বলে কি তারা কারবার বন্ধ করে দিচ্ছে? মোটেই না। তারা এবার জেলা সদর সংলগ্ন নিরিবিলি এলাকায় গোপনে কারখানা তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।

গত সোমবার ইংরেজবাজারের কুমারপুর এলাকায় এমনই এক মাদক কারখানার হদিস মিলেছে। ধৃতদের জেরা করে এমন তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। সেইসঙ্গে পুলিশের নজর এড়াতে এখন এই কারবারে বেশি করে মহিলাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

গত সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ কুমারপুর এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে একটি গোডাউনে ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানার হদিস মেলে। উদ্ধার হয় কয়েক কোটি টাকার ব্রাউন সুগার এবং মাদক তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম। তল্লাশিতে প্রায় ৯ লক্ষ নগদ টাকাও উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে তিনজন বিহারের বাসিন্দা। তারা মূলত টাকা দিয়ে মাদক কিনতে এসেছিল। বাকি দুই মহিলা ব্রাউন সুগার কারবারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে এই অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত। আগে হার্ডওয়্যারের ব্যবসার আড়ালে তারা মাদকের পুড়িয়া পাচার করত। কিন্তু দ্রুত প্রচুর কাঁচা টাকা হাতে পাওয়ার লোভে তারা সরাসরি মাদক তৈরির কাজে নেমে পড়ে। ধৃত মহিলাদের স্বামীরাও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। এমনকি কাঁচামাল সরবরাহকারী এক লিচু ব্যবসায়ীর নামও তদন্তে উঠে এসেছে।

মালদা জেলা পুলিশ সুপার থাকাকালীন প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছিলেন, শুধু মাদক প্রস্তুত করা নয়, গুণগত মান যাচাই করতে বিহার থেকে মাদকাসক্তদের টেস্টার হিসেবেও নিয়ে আসা হচ্ছে। অর্থাৎ মালদার মাদক কারবারে বিহার-যোগ বাড়ছে। গত সোমবারের সেই অভিযানে বিহারের লোকজনের গ্রেপ্তারির ঘটনা কিন্তু তারই প্রমাণ।

গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রের ভিত্তিতে প্রায় ২২ কেজি গাঁজা সহ বিহারের এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম নিখিল কুমার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত কোচবিহার থেকে গাঁজা নিয়ে বিহারে যাচ্ছিলেন। জংশন এলাকায় বাসের জন্য অপেক্ষার সময়ই পুলিশি অভিযানে পাকড়াও হন নিখিল। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ওই তরুণ জামাকাপড়ে ভরা একাধিক ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশ ওই ব্যাগগুলি তল্লাশি করতেই বেরিয়ে আসে একের পর এক গাঁজার প্যাকেট।

ধন্দ চার্জশিটে

প্রথম পাতার পর

পুলিশও নাকি তাঁকে খুঁজে পায়নি। এর মধ্যে মামলার চার্জশিট নিয়ে রহস্যের সূত্রপাত। স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে মূল অভিযুক্ত হিসেবে এফআইআরে একমাত্র প্রশান্তের উল্লেখ করেছিল মৃতের পরিবার। চার্জশিটে তাঁর নাম না থাকলে, প্রশ্ন উঠবে তদন্তের নিরপেক্ষতা ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে।

হাইকোর্ট ও শীর্ষ আদালত কেনও তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল, সেই প্রশ্নগুলিও এড়ানো যাবে না। অতিরিক্ত চার্জশিটের জন্যই বা কেন অপেক্ষা- সেই প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

কমিটি হঠাৎ উধাও

প্রথম পাতার পর

তৎপর হন মেয়র। তড়িঘড়ি সমস্ত দপ্তরকে ডেকে বৈঠক করে কমিটি গড়ে দেন। পুরনিগমের নজরদারিতে থাকা ওই কমিটি প্রতি শুক্রবার করে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সরাসরি মেয়রকে রিপোর্ট দেওয়ার কথা। যদিও, কিছুদিনের মধ্যেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল। কেন? সরাসরি জবাব এড়িয়ে মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'আমি সব আবার শুরু করাচ্ছি।'

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, অভিযান চালাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের অনীহা ভীষণরকম। তিন থেকে চারবার রিকুইজিশন গেলে একবার অভিযানে বেরোচ্ছেন কর্মীরা। শহরের বিভিন্ন অংশ ঘোরার কথা থাকলেও বাঘা যতীন পার্ক ও আশপাশ ঘুরেই ক্ষান্ত হন তাঁরা। কার্যত দায়সারা গোছের কাজ চলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল প্রশাসনের অন্দরেই।

সূত্রের খবর, বিষয়টি মেয়রের কানেও গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের এমন অনীহার কারণ কী, এতদিনেও নমুনার রিপোর্ট প্রকাশ্যে এল না কেন, যদিও বা এসেই থাকে তবে পরবর্তী পদক্ষেপ কবে করা হবে ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া গেল না সিএমওএইচ-এর কাছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলছেন, 'আমি জানি না। ডেপুটি সিএমওএইচ জানেন।'

সওয়ালে কমিশনকে নোটিশ

প্রথম পাতার পর

অথচ প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষকে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র আওতায় আনা হয়েছে। এখনও ৬৩ লক্ষ শুনানি বাকি, যা শেষ করার জন্য সময় রয়েছে মাত্র চারদিন। এই বিপুল কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে ৮,৩০০ মাইক্রো অবজার্ভার। প্রায় ৭০ লক্ষ ভোটারের নামে বানান ভুল দেখিয়ে তাঁদের সন্দেহভাজন তালিকায় ফেলা হয়েছে।

আইনজীবী দিওয়ানের বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও পরিবারপঞ্জি, আধার কার্ড বা ওবিসি শংসাপত্র ইত্যাদি কোনও নথিকে আলাদাভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। এমনকি বাংলা ভাষায় পদবির উচ্চারণ ও বানানের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণেও বহু নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।' প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, বাংলায় নামের উচ্চারণ ও বানানের বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, দত্ত, বন্দ্যোপাধ্যায় বা ব্যানার্জির মতো পদবির নানা প্রচলিত রূপ রয়েছে, তাতে পরিচয়ের অর্থ বদলে যায় না। যদিও পরে তিনি নির্দেশ দেন, সামান্য বানানের ভুলের জন্য কারও নাম বাদ দেওয়া যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সওয়ালে বলেন, 'বিচারের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদছে। আমি নিজের জন্য বা আমার দলের জন্য লড়াই করছি না, বাংলার মানুষের জন্য লড়াই করছি।' তিনি অভিযোগ করেন, বিয়ের পরে মহিলাদের পদবি বদলে যাওয়াকে 'মিসম্যাচ' দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে।

তাঁর কথায়, নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানছে না। আধার কার্ড, জাতিগত শংসাপত্র- কোনওটাই গ্রহণ করছে না। বিরোধী শাসিত রাজ্যকে বেছে বেছে এসআইআর করা হচ্ছে। এত বছরের ব্যবধানে হঠাৎ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই তাড়াহুড়োর কারণ নিয়ে প্রশ্নও তোলেন তিনি। মমতা বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের অমানবিক চাপে বাংলার ১৫০-এরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন, অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এর দায় কার?'

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত তখন বলেন, 'কোনও নির্দোষ নাগরিককে বঞ্চিত হতে দেওয়া হবে না।' মমতা তখন অভিযোগ করেন, 'রাজ্যের ইআরও ও বিএলও-দের কার্যত ক্ষমতাহীন করে দেওয়া হয়েছে। ৮,৩০০ মাইক্রো অবজার্ভারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে, তাঁরাই নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।' নির্বাচন কমিশন কার্যত 'হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন'-এ পরিণত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী অবশ্য দাবি করেন, রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত আধিকারিক না দেওয়ায় মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করতে হয়েছে। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, নির্বাচন কমিশনের তরফে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছে।

ফাইটার ভাবমূর্তিতে এক ঢিলে বহু পাখি

প্রথম পাতার পর

তালিকায় ভোট করানোর মরিয়া চেষ্টা। এর সঙ্গে বাংলা ও বাঙালির কোনও স্বার্থ জড়িত নয়।'

শুভেন্দু জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই লড়াই যে আসলে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে, তা প্রচার করতে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে একপক্ষকাল রাজ্যের প্রতিটি বাড়ির দরজায় দরজায় যাবেন বিজেপি কর্মীরা। এতদিন রাজ্য স্তরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করেছেন মমতা। গত তিনদিন ধরে সেই মোকাবিলা নিয়ে গিয়েছেন দেশের রাজধানীতে। এতে কমিশনের পাশাপাশি বিজেপি-বিরোধিতার প্রশ্নে নিজেকে প্রধান মুখ হিসেবে তুলে ধরতে সফল হলেন তিনি।

সাধারণ নাগরিক হিসেবে নিজের মামলা লড়তে চেয়ে আবেদন করেছিলেন মমতা। তিনি জানতেন, আইনি কারণেই আদালত তাঁর আর্জি গ্রহণ করতে বাধ্য। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এসআইআর নিয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেন তিনি। তবে সুপ্রিম কোর্ট যথাসম্ভব সম্মান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কার্যত থামিয়ে দিয়েছে। বিচারপতিদের কাছে পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছিলেন মমতা। কিন্তু সেই সময়ের পরেও কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থা বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে বলে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে যান তিনি।

বিচারপতি যখন তাঁকে বলেন, 'আপনার কৌঁসুলিই উপযুক্ত। তাঁকে বলার সুযোগ দিন। ততক্ষণে শীর্ষ আদালতে কার্যত ১০ গোল দিয়ে ফেলেছেন মমতা। এতে এক ঢিলে বেশ কয়েকটি পাখি মেরে ফেলেছেন তৃণমূল নেত্রী। বিজেপি বিরোধী মুখ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি ভাঙন ধরিয়েছেন বিরোধী শিবিরে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার ব্যাপারে রাহুল গান্ধি চুপ থাকলেও অন্য বিরোধীরা মমতার পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী নয়াদিল্লিতে মমতা নাটক করছেন বলে কটাক্ষ করলেও সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য তা মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'মমতার পদক্ষেপ ইতিবাচক। সিপিএম মনে হয় সবসময় নাটক দেখে।' তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল ও কমিশনকে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে গোটা তৃণমূল শিবির যেভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, তাও মমতার লাভ। এতে আপাতত চাপা পড়ে যাবে গোষ্ঠীকোন্দলের সমস্যা।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এসআইআর-এ হয়রানির অভিযোগ ঘিরে তৈরি হওয়া ক্ষোভে চাপে পড়েছে বিজেপি। সেই ক্ষোভকে উসকে দিলেন মমতা। বোঝালেন, এই হয়রানি ঠেকাতে তিনিই একমাত্র লড়ছেন। সংখ্যালঘু ভোটারদের মধ্যেও যাঁরা বিরূপ হচ্ছিলেন, তাঁদেরও মনোভাব বদলাতে সাহায্য করবে মমতার রণংদেহি মেজাজ। এই সংখ্যালঘু সমর্থন অটুট থাকলে মমতার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সহজ হয়ে যাবে।

টি২০ বিশ্বকাপের সূচি

গ্রুপ এ	গ্রুপ বি	গ্রুপ সি	গ্রুপ ডি
ভারত, নামিবিয়া, নেদারল্যান্ডস, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে	ইংল্যান্ড, ইতালি, নেপাল, স্কটল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ	আফগানিস্তান, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
৭ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান বনাম নেদারল্যান্ডস	সকাল ১১টা	কলম্বো
৭ ফেব্রুয়ারি	ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ড	বিকাল ৩টা	কলকাতা
৭ ফেব্রুয়ারি	**ভারত বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র**	**সন্ধ্যা ৭টা**	**মুম্বই**
৮ ফেব্রুয়ারি	নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান	সকাল ১১টা	চেন্নাই
৮ ফেব্রুয়ারি	ইংল্যান্ড বনাম নেপাল	বিকাল ৩টা	মুম্বই
৮ ফেব্রুয়ারি	শ্রীলঙ্কা বনাম আয়ারল্যান্ড	সন্ধ্যা ৭টা	কলম্বো
৯ ফেব্রুয়ারি	স্কটল্যান্ড বনাম ইতালি	সকাল ১১টা	কলকাতা
৯ ফেব্রুয়ারি	জিম্বাবোয়ে বনাম ওমান	বিকাল ৩টা	কলম্বো
৯ ফেব্রুয়ারি	দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম কানাডা	সন্ধ্যা ৭টা	আহমেদাবাদ
১০ ফেব্রুয়ারি	নেদারল্যান্ডস বনাম নামিবিয়া	সকাল ১১টা	নয়াদিল্লি
১০ ফেব্রুয়ারি	নিউজিল্যান্ড বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহি	বিকাল ৩টা	চেন্নাই
১০ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	সন্ধ্যা ৭টা	কলম্বো
১১ ফেব্রুয়ারি	দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম আফগানিস্তান	সকাল ১১টা	আহমেদাবাদ
১১ ফেব্রুয়ারি	অস্ট্রেলিয়া বনাম আয়ারল্যান্ড	বিকাল ৩টা	কলম্বো
১১ ফেব্রুয়ারি	ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ	সন্ধ্যা ৭টা	মুম্বই
১২ ফেব্রুয়ারি	শ্রীলঙ্কা বনাম ওমান	সকাল ১১টা	ক্যান্ডি
১২ ফেব্রুয়ারি	নেপাল বনাম ইতালি	বিকাল ৩টা	মুম্বই
১২ ফেব্রুয়ারি	**ভারত বনাম নামিবিয়া**	**সন্ধ্যা ৭টা**	**নয়াদিল্লি**
১৩ ফেব্রুয়ারি	অস্ট্রেলিয়া বনাম জিম্বাবোয়ে	সকাল ১১টা	কলম্বো
১৩ ফেব্রুয়ারি	কানাডা বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহি	বিকাল ৩টা	নয়াদিল্লি
১৩ ফেব্রুয়ারি	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম নেদারল্যান্ডস	সন্ধ্যা ৭টা	চেন্নাই
১৪ ফেব্রুয়ারি	আয়ারল্যান্ড বনাম ওমান	সকাল ১১টা	কলম্বো
১৪ ফেব্রুয়ারি	ইংল্যান্ড বনাম স্কটল্যান্ড	বিকাল ৩টা	কলকাতা
১৪ ফেব্রুয়ারি	নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা	সন্ধ্যা ৭টা	আহমেদাবাদ
১৫ ফেব্রুয়ারি	ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম নেপাল	সকাল ১১টা	মুম্বই
১৫ ফেব্রুয়ারি	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম নামিবিয়া	বিকাল ৩টা	চেন্নাই
১৫ ফেব্রুয়ারি	**ভারত বনাম পাকিস্তান**	**সন্ধ্যা ৭টা**	**কলম্বো**
১৬ ফেব্রুয়ারি	আফগানিস্তান বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	সকাল ১১টা	নয়াদিল্লি
১৬ ফেব্রুয়ারি	ইংল্যান্ড বনাম ইতালি	বিকাল ৩টা	কলকাতা
১৬ ফেব্রুয়ারি	অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা	সন্ধ্যা ৭টা	ক্যান্ডি
১৭ ফেব্রুয়ারি	নিউজিল্যান্ড বনাম কানাডা	সকাল ১১টা	চেন্নাই
১৭ ফেব্রুয়ারি	আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবোয়ে	বিকাল ৩টা	ক্যান্ডি
১৭ ফেব্রুয়ারি	স্কটল্যান্ড বনাম নেপাল	সন্ধ্যা ৭টা	মুম্বই
১৮ ফেব্রুয়ারি	দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহি	সকাল ১১টা	নয়াদিল্লি
১৮ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান বনাম নামিবিয়া	বিকাল ৩টা	কলম্বো
১৮ ফেব্রুয়ারি	**ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস**	**সন্ধ্যা ৭টা**	**আহমেদাবাদ**
১৯ ফেব্রুয়ারি	ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি	সকাল ১১টা	কলকাতা
১৯ ফেব্রুয়ারি	শ্রীলঙ্কা বনাম জিম্বাবোয়ে	বিকাল ৩টা	কলম্বো
১৯ ফেব্রুয়ারি	আফগানিস্তান বনাম কানাডা	সন্ধ্যা ৭টা	চেন্নাই
২০ ফেব্রুয়ারি	অস্ট্রেলিয়া বনাম ওমান	সন্ধ্যা ৭টা	ক্যান্ডি

সুপার এইট

তারিখ	সময়	স্থান
২১ ফেব্রুয়ারি	সন্ধ্যা ৭টা	কলম্বো
২২ ফেব্রুয়ারি	বিকাল ৩টা	ক্যান্ডি
২২ ফেব্রুয়ারি	সন্ধ্যা ৭টা	আহমেদাবাদ
২৩ ফেব্রুয়ারি	সন্ধ্যা ৭টা	মুম্বই
২৪ ফেব্রুয়ারি	সন্ধ্যা ৭টা	ক্যান্ডি
২৫ ফেব্রুয়ারি	সন্ধ্যা ৭টা	কলম্বো
২৬ ফেব্রুয়ারি	বিকাল ৩টা	আহমেদাবাদ
২৬ ফেব্রুয়ারি	সন্ধ্যা ৭টা	চেন্নাই
২৭ ফেব্রুয়ারি	সন্ধ্যা ৭টা	কলম্বো
২৮ ফেব্রুয়ারি	সন্ধ্যা ৭টা	ক্যান্ডি
১ মার্চ	বিকাল ৩টা	নয়াদিল্লি
১ মার্চ	সন্ধ্যা ৭টা	কলকাতা

৪ মার্চ
প্রথম সেমিফাইনাল
সন্ধ্যা ৭টা

৫ মার্চ
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল
সন্ধ্যা ৭টা

৮ মার্চ
ফাইনাল
সন্ধ্যা ৭টা

সূর্যদের হাতেই কাপ দেখছেন ধোনি

রোকোর ভবিষ্যৎ ঠিক করার আমরা কে

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : সহজে মুখ খোলেন না। মিডিয়া থেকে নিজেকে কিছুটা আড়ালে রাখতেই বরাবর পছন্দ করেন। মহেন্দ্র সিং ধোনি যখন তাই কিছু বলেন বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে যায়।

টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর আগে এক অনুষ্ঠানে শুধু মুখই খুললেন না, ভারতের কাপ সম্ভাবনা, ২০২৭ বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়েও অকপট 'ক্যাপ্টেন কুল'। ফাঁস করলেন কমেন্ট্রি বক্স থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার রহস্যও।

রোকো এবং ২০২৭ বিশ্বকাপ

পরের বিশ্বকাপে কেন খেলবে না? বয়স কোনও ফ্যাক্টর নয়। মূল কথা ফিটনেস ও পারফরমেন্স। কোনও ২২ বছরের ক্রিকেটারও যদি ফিট না হয়, তার জায়গা নেই দলে। আবার বেশি বয়সের কেউ ফিট হলে, সাফল্য পেলে খেলতে সমস্যা কোথায়? রোহিত, বিরাটরা রান করছে এবং ফিট। সেক্ষেত্রে ওদের ভবিষ্যৎ ঠিক করার আমরা কে? ওরা নিজেরাই ঠিক করবে। এখনও যদি দলকে ম্যাচ জেতায় তাহলে কেন খেলবে না।

রোকোর অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই। একজন ২০ বছরের ক্রিকেটারের মধ্যে শচীন তেন্ডুলকারের অভিজ্ঞতা খোঁজা বৃথা। ১০-১২ বছর খেলার পর তা তৈরি হয়। রোহিত-বিরাটরা দীর্ঘদিন ধরে খেলছে। বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ওদের উপস্থিতি দলের বাকিদেরও সাহায্য করবে। সেটাও মাথায় রাখা উচিত আমাদের। কঠিন সময়ে ওদের দরকার। আর বয়স, ব্যক্তি নয়, মূল কথা সাফল্য, দেশের স্বার্থ।

টি২০ বিশ্বকাপ সম্ভাবনা

টি২০ ফরম্যাটে ভারত বিপজ্জনক দল। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলছে। দলটার মধ্যে যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যের দুর্দান্ত মিশেল রয়েছে। নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যেকে অবহিত। আর সেই দায়িত্বটা ওরা দারুণভাবে সামলাচ্ছেও। বিশ্বকাপে নিশ্চিতভাবে সূর্যদের এগিয়ে রাখব।

চিন্তা যখন শিশির

শিশির আশঙ্কা থাকবে। যে ফ্যাক্টরে ম্যাচের রং বদলে যেতে পারে। ফলে টস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসন্ন বিশ্বকাপে। বিশ্বের সেরা দলগুলিকে দশবারের মধ্যে আটবার হারানোর ক্ষমতা রাখে ভারত। কিন্তু শিশির পড়লে কী হবে বলা কঠিন।

বিকল্প ভাবনায় জোর

কারও একটা দিন খারাপ যেতে পারে। উলটো দিকে হয়তো প্রতিপক্ষের কোনও খেলোয়াড়ের দিন সেটা। টি২০ ফর্ম্যাটে কখন কী হবে বলা মুশকিল। অধিনায়কের হাতে তাই একাধিক বিকল্প থাকা জরুরি। বিশেষত, নকআউট পর্বে। ফিটনেসও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিকেটারদের চোটআঘাত মুক্ত থাকাও দরকার।

কমেন্ট্রি বক্সে 'না'

কমেন্ট্রি খুব কঠিন কাজ। ম্যাচ পরিস্থিতি তুলে ধরা আর ক্রিকেটারদের সমালোচনার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম লাইন রয়েছে। যা বজায় রাখা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে বোঝা মুশকিল হয়ে যায় কোনটা সীমারেখা। কমেন্ট্রি বক্সে বসে দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখাটা হল শিল্প। কাউকে টার্গেট না করে কাঁটাছেড়া করতে হয়। তাছাড়া আমি পরিসংখ্যানের দিক থেকে ভালো নই। কিন্তু কমেন্ট্রি বক্সে এমন অনেকেই আছে যাঁদের পরিসংখ্যান নখদর্পণে। সেখানে নিজের পরিসংখ্যান পর্যন্ত ঠিক আছে।

জয়পুরে নিজের নামে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

হোটেল নিয়ে সমস্যায় নীতীশের অন্ধ্রপ্রদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। শনিবার থেকে যখন শুরু হয়ে যাবে টি২০ বিশ্বকাপের যুদ্ধ, তার আগের দিন কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নেমে পড়বে বাংলা দল। প্রতিপক্ষ অন্ধ্রপ্রদেশ।

সেমিফাইনালের লক্ষ্যে যুদ্ধে নামার আগে রীতিমতো চনমনে হয়ে রয়েছে টিম বাংলা। গতকালের পর আজ সকালেও দীর্ঘসময় অনুশীলন হয়েছে। যদিও কোয়ার্টার ফাইনালের আগে দলের প্রথম একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি। মুকেশ কুমারকে খেলানো নিয়েই যাবতীয় রহস্য। খুব একটা ছন্দে নেই মুকেশ। তাই তাঁকে খেলানো হবে, নাকি বাড়তি অলরাউন্ডার, গতকালের পর আজও তা নিয়ে বাংলা দলের অন্দরে আলোচনা হয়েছে। সন্ধ্যার দিকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'অনেক বিষয় নিয়েই ভাবছি।

কাল শুরু রনজি কোয়ার্টার

প্রথম একাদশের কম্বিনেশন চূড়ান্ত করিনি এখনও। দেখা যাক কী হয়।' রাতের দিকের খবর, হয়তো মুকেশকে নিয়ে চার পেসারে খেলার পথেই এগোচ্ছে বাংলা দল। রাতের দিকে মহম্মদ সামিও আজ কল্যাণীতে পৌঁছে গিয়েছেন।

বাংলা যখন ঘরের মাঠে রনজি কোয়ার্টারের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে, তখন হোটেল নিয়ে জেরবার অভিমন্যু ঈশ্বরণদের প্রতিপক্ষ অন্ধ্রপ্রদেশ। মঙ্গলবার কলকাতায় পৌঁছানোর পর অন্ধ্রপ্রদেশ দল ছিল কলকাতার অদূরে নোভোটেল হোটেলে। সেখান থেকেই তারা কল্যাণী যাতায়াত করবে ভেবেছিল। বাস্তবে এমন কাজ রীতিমতো কঠিন, আজ দুপুরে প্রায় দুই ঘণ্টা জার্নি করে কল্যাণী পৌঁছানোর পর অনুভব করে অন্ধ্রপ্রদেশ দল। অধিনায়ক রিকি ভুঁই, কোনা শ্রীকর ভরত, নীতীশ কুমার রেড্ডিরা রীতিমতো বিরক্ত হয়ে গিয়েছেন বলে খবর। এতটা পথ পার করে ম্যাচ খেলা সম্ভব নয় বুঝে যাওয়ার পর কল্যাণীতে হোটেলের সন্ধান শুরু করে অন্ধ্রপ্রদেশ। জানা গিয়েছে, শুরুতে হোটেল পাওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হলেও পরে রাতের দিকে কল্যাণীতে হোটেল মিলেছে।

যদিও সেই হোটেল অন্ধ্রপ্রদেশ দলের কোচ গ্যারি স্টেডের খুব একটা পছন্দ হয়নি। কারণ, হোটেলে জিম ও সুইমিং পুল নেই। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে কিছু করারও নেই। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুশীলনের পর সেখানকার হোটেলে চেকইন করবেন নীতীশরা।

অধরা বিশ্বকাপে চোখ প্রোটিয়া কোচ শুকরির

নভি মুম্বই, ৪ ফেব্রুয়ারি : 'চোকার্স' বদনাম আপাতত অতীত।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা বুঝিয়ে দিয়েছে, বিগ ম্যাচে হিসেব-নিকেশ উলটে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাদের মধ্যে। টেস্টে সেরার শিরোপার পর এবার লক্ষ্য বিশ্বকাপ। প্রোটিয়া ব্রিগেডের

আমাদের বোলিং আক্রমণ যথেষ্ট ভালো, যা আমাদের ম্যাচে যে কোনও পরিস্থিতিতে লড়াইয়ে রাখে। পাশাপাশি লক্ষ্য থাকবে ভালো, লড়াকু স্কোর করা।

-শুকরি কনরাড

হেডস্যর শুকরি কনরাডের পাখির চোখ এখন শনিবার শুরু টি২০ বিশ্বকাপেই।

সম্প্রতি ভারত সফরে অঘটন ঘটিয়েছে। টেস্টে ভারতকে হোয়াইটওয়াশ করানোর পাশাপাশি সাদা বলের ক্রিকেটে তুল্যমূল্য লড়াই দিয়েছে। সাফল্যের যে রসদকে সঙ্গী করে ডেভিড মিলারদের হেডস্যর অধরা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দেশবাসীকে।

শুকরির আত্মবিশ্বাসের কারণ কাগিসো রাবাদা, মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডি, আনরিখ নর্তজে সমৃদ্ধ বোলিং বিভাগ। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের ফলে সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে বাড়তি প্রস্তুতির সুযোগও পেয়েছে খেলোয়াড়রা। কনরাড বলেছেন, 'আমাদের বোলিং আক্রমণ যথেষ্ট ভালো, যা আমাদের ম্যাচে যে কোনও পরিস্থিতিতে লড়াইয়ে রাখে। পাশাপাশি লক্ষ্য থাকবে ভালো, লড়াকু স্কোর করা।'

অধিনায়ক আইডেন মার্করামের সঙ্গে যে লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ

রসদ জোগাচ্ছে টেস্ট সাফল্য

ভূমিকা থাকবে কুইন্টন ডি ককের ওপর। তরুণ তুর্কি ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, অভিজ্ঞ মিলারও ব্যাটিং বিভাগে অন্যতম অস্ত্র। পাশাপাশি বিশ্বকাপের বেশিরভাগ ম্যাচ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। কনরাডের মতে, যা অ্যাডভান্টেজ। যুক্তি, একটা নির্দিষ্ট মাঠে বাড়তি ম্যাচ খেলার সুবিধা রয়েছে। এর ফলে যাতায়াতের ধকলও কম হবে। তবে আত্মবিশ্বাসী হলেও সতর্ক প্রোটিয়া কোচ। গ্রুপে আফগানিস্তান, নিউজিল্যান্ডের মতো দলের সঙ্গে টক্কর নিতে হবে। প্রাথমিক লক্ষ্য তাই গ্রুপের গণ্ডি কাটানো। তারপর ধীরে ধীরে কাপের দিকে এগোনো।

চোখ সরে না...

ফাইনালের আগে ফোটোসেশনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার মতো ট্রফিতে নজর দিল্লি ক্যাপিটালসের জেমিমা রডরিগজেরও। ২ বছর আগে দিল্লিকে হারিয়েই আরসিবি-র ট্রফি খরা ঘুচিয়েছিলেন রিচা ঘোষ-স্মৃতিরা। টানা চতুর্থবার ডব্লিউপিএলের ফাইনালে নামতে চলা দিল্লি একবারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। বৃহস্পতিবার সন্ধে ৭.৩০ মিনিট থেকে ভদোদরায় ফাইনাল শুরু। খেলা দেখা যাবে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও হটস্টার-এ।

ভালো ভিটামিন পেল আর্সেনাল : আর্তেতা

লন্ডন, ৪ ফেব্রুয়ারি : চেলসিকে হারিয়ে কারাবাও কাপের ফাইনালে উঠল আর্সেনাল। ঘরের মাঠে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে চেলসির বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ম্যাচের অন্তিমলগ্নে জয়সূচক গোলটি করেন কাই হাভার্জ।

সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আর্সেনাল ৩-২ গোলে জিতেছিল। ফলে ফাইনালে উঠতে গেলে এই ম্যাচে অন্তত দুটি গোলে জিততে হত চেলসিকে। এদিন অবশ্য আর্সেনালের রক্ষণভাগ ভাঙতে ব্যর্থ এনজো ফার্নান্ডেজরা। ফাইনালে ওঠার পর আর্সেনাল কোচ আর্তেতা বলেছেন, 'খেতাব জয় থেকে একধাপ দূরে রয়েছি। যেহেতু আমরা তিনদিন অন্তর ম্যাচ খেলছি, তাই এই জয় আমাদের শরীরে আলাদা ভিটামিন এনে দেবে।' আর্সেনালের

গোলের পথে হাভার্জ। তাঁর গোলেই কারাবাও কাপের ফাইনালে আর্সেনাল।

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এফএ কাপ ছাড়া কোনও ট্রফি জিততে পারেননি আর্তেতা। এবার তাঁর সামনে দ্বিতীয় ট্রফি জয়ের সুযোগ রয়েছে।

লামিনের দাপটে সেমিতে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ৪ ফেব্রুয়ারি : কোপা ডেল রে-র সেমিফাইনালে উঠল বার্সেলোনা। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে জিতেছে আলবাসেতের বিরুদ্ধে। ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেললেও বাসাকে গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৩৯ মিনিট পর্যন্ত। আলবাসেতের অর্ধ থেকে ফ্রেঙ্কি ডি জং বল কেড়ে পাস বাড়িয়েছিলেন লামিনে ইয়ামালকে। যা থেকে এক টাচেই গোল করেন বাসার ১৮ বছরের তরুণ। ৫৬ মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের নেওয়া কর্নার থেকে হেডারে বল জালে রাখেন রোনাল্ড আরাউহো। এই অ্যাসিস্টেই চলতি মরশুমে গোল ও সহায়তায় দুটোতেই র‍্যাশফোর্ডের অবদান ডাবল ফিগারে পৌঁছে গেল। ৮৭ মিনিটে জাভি মোরেনো একটি গোল ফেরালেও বার্সার শেষ চারে যাত্রা আটকাতে পারেননি।

জয় পেল মোহন-ইস্ট

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : বুধবার রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচে জিতল কলকাতার দুই প্রধান। এদিন ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে হারিয়েছে রাজস্থান ইউনাইটেডকে। ম্যাচের জয়সূচক গোল ভানলালপেকা গুইতের। পাশাপাশি মোহনবাগান ২-০ গোলে হারিয়েছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। সবুজ-মেরুনের হয়ে গোল করেন নিশার ও মহম্মদ বিলাল। এদিকে, অপর ম্যাচে ডায়মন্ড হারবার ২-০ গোলে জয় পেয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে। ডায়মন্ডের হয়ে গোল করেন সাহিল হরিজন ও গাংতে।

কলকাতায় আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : বাজনা বাজছে। কিন্তু সেই বাজনার জোর নেই তেমন। দরজায় কড়া নাড়ছে কুড়ির বিশ্বকাপ। শনিবার শুরু হচ্ছে ২০ দলের প্রতিযোগিতা। সেই লক্ষ্যেই আগামীকাল বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্কটল্যান্ড দল। আর কয়েক ঘণ্টা পর টি২০ বিশ্বকাপের দুই দল যখন কলকাতায় পা রাখতে চলেছে, তখন ক্রিকেট নিয়ে আগ্রহ, উন্মাদনা কোথায়? সন্ধ্যার দিকে ময়দানের বিখ্যাত বটতলা থেকে শুরু করে ইডেন সংলগ্ন এলাকায় টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে কোনও আগ্রহ, উন্মাদনা নজরে পড়ল না। টিকিটেরও চাহিদা নেই একেবারেই। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে চেষ্টা চলছে কলকাতা ও রাজ্যের নানা প্রান্তের অ্যাকাডেমির ক্রিকেট শিক্ষার্থীদের ইডেনে হাজির করানোর। সন্ধ্যার দিকে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলছিলেন, 'স্কুল ও ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের বাচ্চাদের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ইডেনে হাজির করানোর চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা।' জানা গিয়েছে, শনিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচেই রাজ্যের ১০০টি স্কুল ও ১৫০টি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের হাজিরার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

উন্মাদনা নেই একেবারেই

স্কটল্যান্ড কাল কলকাতায় হাজির হচ্ছে। অথচ, এই জায়গায় হাজির হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের। প্রতিবেশী বাংলাদেশ তো নয়ই, পাকিস্তানও জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বকাপ খেললেও তারা ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে না। এমন অবস্থায় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্য সিএবি-র আপাতত ভরসা স্কটল্যান্ড, ইতালির মতো দলই।

লিগ শুরু করাতে পারাই বড় প্রাপ্তি অনির্বাণদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : একটি রাজ্য সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তা হলেও দেশের ফুটবলকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরাতে তাঁদের যে ভূমিকা ছিল, তা নিজের কাছেই সারাজীবন বড় প্রাপ্তি হয়ে থাকবে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তের কাছে।

সদ্যই সম্প্রচারকারী পেয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। একটা লিগের সম্প্রচারকারী পেয়ে যাওয়া মানে অর্ধেক যুদ্ধ জয়। অথচ মাত্র মাস দুয়েক আগেও মনে হয়নি যে শেষপর্যন্ত এবার লিগটা হবে। বারবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ক্লাবগুলির মধ্যে আলোচনা, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দরজায় কড়া নাড়া, ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরেও পাওয়া যাচ্ছিল না সমাধানসূত্র। এই পরিস্থিতিতে ডিসেম্বরের শেষদিকে এআইএফএফ দায়িত্ব দিল অনির্বাণ, কাইতানো ফার্নান্ডেজ ও নাভাস মিরানকে। এর মধ্যে প্রথম দুজন শুধুই লিগ কমিটির সদস্য। যার অধীনে আইএসএল নয়। তবু তাঁরা দায়িত্ব নিলেন। অনির্বাণ বলছিলেন, 'সেই সময় একটা সাংঘাতিক অন্ধকার পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হল। শুরুতে মনে হচ্ছিল, সমাধানের রাস্তা খুঁজে বার করাই কঠিন। তবু ধীরে ধীরে আমরা একটা কাঠামো নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। বরফও গলতে শুরু করল। দেখুন আমি আর কাইতানো শুধুমাত্র লিগ কমিটির সদস্য ছিলাম। কার্যনির্বাহী সমিতির কেউ নই। তাও আমাদের উপর আস্থা রাখা হয়। আমাদের কাছে প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল খেলা শুরু করানো। এরপর আলোচনা করতে করতে একটা রাস্তা তৈরি হল এবং সেখান থেকেই আজ লিগ শুরু হতে চলেছে। বলতে পারেন ফুটবল কর্তা হিসেবে এই অধ্যায়টা আমার সারাজীবন একটা প্রাপ্তি হয়ে থেকে যাবে।' তাঁরা যে সেই সময় ফেডারেশন এবং ক্লাবগুলির মধ্যে একটা সেতু হিসাবে কাজ করেছেন, সেই কথাই জানান অনির্বাণ, 'আলোচনার টেবিলে বসে প্রথমেই আমরা ঠিক করি এআইএফএফ এবং ক্লাবদের মধ্যে সংযোগস্থাপনের কাজ করতে হবে। প্রতিপক্ষ হয়ে নয়, বন্ধু হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুই পক্ষকে কাজ করতে হবে। আর সেটাই কাজে দিয়েছে।'

বলতে পারেন ফুটবল কর্তা হিসাবে এই অধ্যায়টা আমার সারাজীবন একটা প্রাপ্তি হয়ে থেকে যাবে।

-অনির্বাণ দত্ত

যে সময়টা সারা বিশ্বের মানুষ ক্রিসমাস বা নতুন বছরের ছুটি কাটাচ্ছিলেন তখন অনির্বাণরা কাজ করছিলেন ফুটবলকে মাঠে ফেরাতে। তবু পুরোপুরি খুশি নন তিনি।

বলছিলেন, 'প্রাথমিক কাজটা আমরা করি। এখন একটাই কথা বলতে চাই, আগামী মরশুমের কাজটা কিন্তু এখন থেকেই শুরু করা উচিত। আমার এটাই মনে হয়।' এখন দেখার সেই কাজে অনির্বাণ-কাইতানোদের ডাক পড়ে কিনা।

অ্যারনের শতরানে ফাইনালে ভারত

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করে ভারতকে ফাইনালে তোলার কারিগর অ্যারন জর্জ।

হারারে, ৪ ফেব্রুয়ারি : টানা ষষ্ঠবার অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল ভারত। বুধবার হারারে স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে জয় ছিনিয়ে আনলেন আয়ুষ মাত্রের দল। সৌজন্যে অ্যারন জর্জ, বৈভব সূর্যবংশীদের দুরন্ত ব্যাটিং।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় আফগানিস্তান। ওপেনার ওসমান সাদাত (৩৯) ও খালিদ আহমদজাইয়ের (৩১) সৌজন্যে ভালো সূচনা করেছিল তারা। এরপর ফয়জল শিনোজাদা ও উজাইরুল্লা নিজাই জোড়া শতরানের সুবাদে ৫০ ওভারে ৪ উইকেটে ৩১০ রানের বিশাল ইনিংস গড়ে আফগানরা। ফয়জল ৯৩ বলে ১১০ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। তবে উজাইরুল্লা ১০১ রানে অপরাজিত ছিলেন। এই দুই আফগান ব্যাটার তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১৪৮ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। তাদের ইনিংসে ঘটে একটি

নজির গড়ে ইংল্যান্ডের সামনে বৈভবরা

বিস্ময়কর ঘটনা। ইনিংসের ১৭ নম্বর ওভারের শেষ বল থেকে তাঁরা পেয়েছে ৯ রান। দীপেশ দেবেন্দ্রনের লেগ স্টাম্পে রাখা বল শিনোজাদা মিস করলে তা ফসকান ভারতীয় উইকেটকিপার অভিজ্ঞান কুণ্ডু। বল তাঁর পেছনে রাখা হেলমেটে লেগে বাউন্ডারিতে চলে যাওয়ায় আফগানরা ৯ রান পায়।

রান তাড়া করতে নেমে ওপেনার বৈভব শুরু থেকেই ছিলেন নিজের বিধ্বংসী ফর্মে। ৩৩ বলে ৬৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের রিংটোন সেট করে দিয়ে যান তিনি। গোটা প্রতিযোগিতায় চুড়ান্ত অফ ফর্মে থাকা অপর ওপেনার অ্যারন ছন্দে ফেরার জন্য সেমিফাইনাল ম্যাচটাকেই বেছে নিয়েছিলেন। এদিন ১০৪ বলে ১১০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে সব সমালোচককে চুপ করিয়ে দেন তিনি। ১৫টি চার ও ২টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস।

অ্যারনের মতো এই ম্যাচে অধিনায়ক আয়ুষও ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠেন। ৫৯ বলে ৬২ রান করে তিনি যখন আউট হলেন তখন ভারত জয়ের প্রায় দোরগোড়ায়। পাক ম্যাচের নায়ক বেদান্ত ত্রিবেদীকে (৫) সঙ্গে নিয়ে ম্যাচের মধুরেণ সমাপয়েৎ করেন বিহান মালহোত্রা (৩৮)।

এর আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে কোনওদিন ভারত তিনশো প্লাস স্কোর তাড়া করে জেতেনি। শুক্রবার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। এই প্রতিযোগিতায় আগে পাঁচবার খেতাব জিতেছে ভারত। এবার দেখার যুবরাজ সিং, বিরাট কোহলি, মহম্মদ কাইফদের তালিকায় আয়ুষ-বৈভবরা নিজেদের নাম খোদাই করতে পারেন কিনা।

ঝোড়ো ৬৮ রানের ইনিংসে শুরু থেকেই ভারতকে চাপমুক্ত রাখেন বৈভব সূর্যবংশী। বুধবার হারারেতে।

ওপেনিংয়ে জায়গা পাকা ঈশানের

রিটায়ার্ড আউট হওয়ার আগে ২০ বলে ৫৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন ঈশান কিষান।

ভারত-২৪০/৫
দক্ষিণ আফ্রিকা-২১০/৭

নভি মুম্বই, ৪ ফেব্রুয়ারি : ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। টি২০ বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে শেষ তুলির টান দেওয়ার মঞ্চ। প্রতিপক্ষ ২০২৪-এর ফাইনালের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা! প্রোটিয়া ব্রিগেডকে হারিয়েই বছর দুয়েক আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে নয়া ইতিহাস লিখেছিল রোহিত শর্মার ভারত।

শনিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই রিংটোন সেট। ঈশান কিষান, তিলক ভার্মাদের আতশি ব্যাটিং, ডেথে হার্দিক পান্ডিয়ার ঝোড়ো ইনিংসে স্বস্তির ঢেকুর, ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া। ওয়ার্ম আপ ম্যাচ হলেও নভি

গম্ভীরদের আশ্বস্ত করলেন তিলকও

মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম একেবারে উৎসবের মেজাজে। হাজার চল্লিশেক দর্শক। ব্যানার, ফেস্টুন, তেরঙা- উৎসাহে কোনও কমতি নেই। আবার ২০০৭, ২০২৪-এর পুনরাবৃত্তির। ক্রিকেটের আঁতুড় ইংল্যান্ডে হলেও বর্তমানে আত্মা যে ভারত, যে ছবিতে পরিষ্কার।

পারদ চড়িয়ে শুরুটা অভিষেক-ঈশানের। পছন্দের ডান-বাম কম্বিনেশন ভেঙে ওপেনিংয়ে জোড়া বাঁহাতি! টসের পর ব্যাটিং নিয়ে (রাতে শিশির পরিস্থিতিতে বোলারদের দেখে নিতে) সূর্যকুমার যাদব বলেও দেন সঞ্জু স্যামসন নন, ওপেন করবেন ঈশান। কেন? বোঝালেন মহেন্দ্র সিং ধোনির রাজ্যের উইকেটকিপার-ব্যাটার।

শুরুর যে ঈশান শোয়ে কার্যত দর্শক 'সিক্সার কিং' অভিষেকও! দ্বিতীয় বলে লুঙ্গি এনগিডিকে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকিয়ে খাতা খোলেন ঈশান। পঞ্চম বলে ফের ছক্কা। আনরিখ নর্তজে-কাগিসো রাবাদাদেরও একই হাল। লেগের দিকে বল পেলেই সোজা গ্যালারি। সোজা ব্যাটেও উত্তাপ ছড়ালেন।

প্রথম তিন ওভারে ৩০। এরমধ্যে অভিষেকের মাত্র ২! একেবারে উলটপুরাণ। শেষপর্যন্ত বাকিদের ব্যাটিংয়ের সুযোগ দিতে ২০ বলে ৫৩ রান করে নিজেকে রিটায়ার্ড আউট করে ফেরেন ঈশান। তার আগে সাত ছক্কায় সাজানো ইনিংসে পাকা করে নিলেন ওপেনিংয়ে নিজের জায়গা।

এদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে বাড়তি নজর ছিল কয়েকজনের দিকে। যার অন্যতম তিলক নামলেন ঈশানের পর। চোটের পর ভারতীয় জার্সিতে প্রথম ম্যাচ। 'এ' দলের হয়ে মাঠে ফিরে ছন্দে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আজ গৌতম গম্ভীরদের স্বস্তিটা আরও বাড়িয়ে দিলেন।

তুলনায় অভিষেক কিছুটা অফকালার। ১৮ বলে ২৪! তবে রাবাদা, লুঙ্গিদের চেষ্টায় জল ঢেলে ঈশানের মতো নিজেই রিটায়ার্ড আউট হলেন অভিষেকও। ক্রিজে সূর্য। তিলক ততক্ষণে শুরুতে খুচরো রান নিয়ে গা ঘামিয়ে নিয়েছেন। স্পিনার জর্জ লিন্ডেকে পেয়ে হাত খুললেন। নর্তজের এক্সপ্রেস গতিকেও কাজে লাগালেন একাধিক বিশাল ছক্কায়।

টসের সময় মার্করাম বলছিলেন, প্রথমে বোলিং পেয়ে তিনি খুশি। যদিও ভারতীয় ব্যাটারদের তুরীয় মেজাজে সেই খুশি উধাও। ৬ ওভারে ৮৩/১। দশে ১৩৫/২। রাবাদাদের ঠেঙিয়ে বাকি দলগুলিকে বার্তা। প্রোটিয়া বোলারদের প্রথম সাফল্য ১১তম ওভারে। মার্কো জানসেনের বলে বোল্ড হওয়ার আগে অবশ্য ১৯ বলে ৪৫ করে ফিটনেস ও ফর্ম নিয়ে আশঙ্কা উড়িয়ে দিলেন তিলক।

প্রথমবার জুটিতে ওপেন করতে নেমে ভরসা দিলেন ঈশান কিষান ও অভিষেক শর্মা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে।

সূর্যকুমার (৩০), অক্ষর প্যাটেল (অপরাজিত ৩৫), রিঙ্কু সিংরা (১৬), ব্যাটিং অস্ত্রে শান দিয়ে রাখলেন। ডেথ ওভারে হার্দিক স্পেশাল। ১০ বলে ৩০। ফিনিশারের ভূমিকায় তিনি যে দলের সেরা বাজি, আবারও পরিষ্কার। সম্মিলিত ব্যাটিং দাপটের যোগফল, ২০ ওভারে ২৪০/৫। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে পারফেক্ট ব্যাটিং প্রস্তুতি।

২৪০ রানের পুঁজি নিয়ে বোলাররাও ভালোমতো গা ঘামিয়ে নিলেন। নতুন বলে উইকেট নেওয়ার অভ্যাস বজায় থাকল অর্শদীপ সিংয়ের (২৯/১)। মার্করামের (৩৮, রিটায়ার্ড আউট) বিগহিটের সামনে হার্দিক (২ ওভারে ২৮) খেই হারালেও ভরসা জোগালেন স্পিনাররা। নিয়ন্ত্রণ, দলকে ব্রেক থ্রু দেওয়ার চেনা ছবি বরুণ চক্রবর্তীর (১২/১) হাত ধরে।

এদিন ৯ জন বোলারকে ব্যবহার করেন সূর্য। হাত ঘোরালেন তিলকও। অভিষেকও করলেন তিন ওভার। বিকল্প ভাবনায় রসদ জুগিয়ে মন্থরগতির স্পিনে পকেটে নিলেন জোড়া উইকেট। অক্ষরও খালি হাতে ফিরলেন না। বোলিংয়ে টিম এফর্টের মধ্যে চিন্তা থেকে গেল উইকেটহীন কুলদীপ যাদবকে (২ ওভারে ২৫) নিয়ে।

এতে অবশ্য জয় আটকায়নি। রায়ান রিকেলটন (৪৪), ট্রিস্টান স্টাবস (অপরাজিত ৪৫), জানসেনরা (৩৫) চেষ্টা চালালেও ২১০/৭ স্কোরে থমকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩০ রানের সহজ জয়, পারফেক্ট প্রস্তুতি সেরে নেওয়া। এবার আসল টক্কর। ট্রেলার ছেড়ে পিকচার দেখানোর পালা।

সোমবার সৌদির প্রো লিগে আল রিয়াধের বিরুদ্ধে মাঠে নামেননি আল নাসেরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তারপর থেকেই সৌদি আরবে সামাজিক মাধ্যমে নিখোঁজ রোনাল্ডো বিজ্ঞপ্তিটি ভাইরাল হয়েছে। সেখানে তাঁকে কটাক্ষ করে '৪০ বছরের এক বুড়ো মানুষ, যার কথায় কথায় কাঁদার সমস্যা আছে' বলে লেখা হয়।

মেয়ের খেলায় খুশি নন বাবা

প্রীতিকার দাপটে সাফের ফাইনালে ভারতীয় দল

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : একদিকে বন্ধুরা যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত, উত্তরবঙ্গের প্রীতিকা বর্মন তখন অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ভারতের জার্সিতে মাঠ কাঁপাতে ব্যস্ত।

বুধবার অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠল ভারত। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে ভুটানকে ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে তারা। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে প্রীতিকা। এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে থাকার কারণে এই বছর পরীক্ষা দিতে পারেনি প্রীতিকা। তবে সেই নিয়ে কোনও আফসোস নেই তার। বরং ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে খেতাব জেতাই লক্ষ্য তাঁর।

বুধবার সন্ধ্যায় নেপাল থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে প্রীতিকা বলেছেন, 'মাধ্যমিক পরীক্ষা সামনের বছর দেব। এটা নিয়ে ভাবছি না। আপাতত ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য। ওই ম্যাচেই মনঃসংযোগ করছি।' ভুটানের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করলেও একাধিক গোলমিসের আফসোস যাচ্ছে না প্রীতিকার। এই নিয়ে উত্তরবঙ্গের মেয়েটি বলেছেন, 'দুটো গোল করলেও বেশ কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়া করেছি। এই নিয়ে নিজের যেমন আফসোস হচ্ছে, তেমনই বাবার কাছে বকাও খেয়েছি।' প্রীতিকার আরও মন্তব্য, 'ছোটবেলায় বাবা বলত, তোকে বড় ফুটবলার হতে হবে। দেশের হয়ে খেলতে হবে। বাবার কথা রাখতে পেরে ভালো লাগছে।'

প্রীতিকার বাবা কাশীনাথ সর্দার বলছিলেন, 'প্রীতিকা ম্যাচের সেরা হলেও ওর পারফরমেন্সে আমি খুশি নই। অনেক সুযোগ হাতছাড়া করেছে। বড্ড বেশি বলো হোল্ড করে খেলেছে। এই নিয়ে ওকে বকাবকি করেছি।' আপাতত শনিবার সাফের ফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রীতিকাই ভারতের তুরুপের তাস।

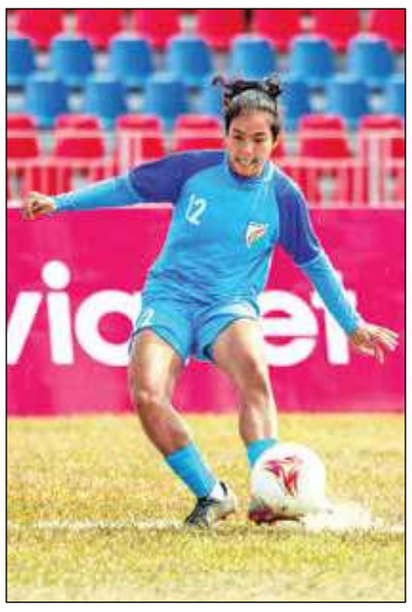

ভুটানের বিরুদ্ধে নজর কাড়লেন উত্তরবঙ্গের প্রীতিকা বর্মন। করলেন জোড়া গোল।

ভেটেরান্সের ক্রীড়া ৮ তারিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গভিত্তিক প্রবীণ ক্রীড়া বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের মাঠে ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সচিব স্বপনকুমার দে জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ৭১টি ইভেন্ট থাকছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত ৯টি বয়সসীমায় অ্যাথলিটরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩৫ থেকে ৬০ পর্যন্ত ৬টি বয়স বিভাগ রাখা হয়েছে।

দাদাভাইয়ের ক্যারম শুরু ৭ তারিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সহযোগিতায় দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ক্যারম আয়োজন করবে। সংস্থার সচিব সঞ্জীব ঘোষ জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতাটিতে ওপেন সিঙ্গলস ও ডাবলস ছাড়াও ছেলেদের সিঙ্গলস রাখা হয়েছে। ৩৮ জন অংশ নেবে। রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ের বেশ কিছু খেলোয়াড় এখানে অংশ নেবে।

জয়ী বেলাকোবা

রাজগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি : আমবাড়ি চিন্তামোহন হাইস্কুলের মাঠে আয়োজিত ভেটেরান্স কাপ ক্রিকেটে বেলাকোবা প্রাক্তন ক্রিকেটার একাদশ ৪ উইকেটে হারিয়েছে আমবাড়ি প্রাক্তন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন একাদশকে। টসে জিতে আমবাড়ি ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৩ রান করে। জবাবে বেলাকোবা ১০ ওভারে ৬ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বেলাকোবার অনুপম রায় ম্যাচের সেরা হন।

ভেস্তে গেল বাবরদের প্রস্তুতি ম্যাচ

অনড় পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত বদলে আসরে ইমরান!

কলম্বো ও দুবাই, ৪ ফেব্রুয়ারি : যুদ্ধ চলছে। আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধ। অনেকের ভাষায় ঠান্ডা লড়াই।

পাকিস্তান সরকার তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিয়েছে। আইসিসি-ও তার পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কিন্তু তারপরও বরফ গলেনি। আপাতত বরফ গলার, পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত বদলের ইঙ্গিতও নেই।

আজ জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আইসিসি-র তরফে সিঙ্গাপুরের ইমরান খোয়াজাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইমরান আইসিসি-র ডেপুটি চেয়ারম্যান। জয় শা-র সহকর্মী। তিনি ইতিমধ্যেই পাকিস্তান সরকার ও পাক ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন বলে খবর। যদিও সেই আলোচনা শুরুর পরও পরিস্থিতির কোনও বদল হয়েছে বলে খবর নেই।

কলম্বোয় আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ না হলে পাকিস্তান নিশ্চিতভাবেই সমস্যায় পড়বে। সমস্যা বাড়বে আইসিসি-রও। কারণ, ভারত-পাক মহারণই বিশ্বকাপের মঞ্চে আইসিসি-র মূল আকর্ষণের ম্যাচ। সেই ম্যাচ থেকে বিশাল আর্থিক মুনাফাও হয়। স্বাভাবিকভাবেই ভারত-পাক মহারণের খেলা না হলে সব পক্ষেরই বিশাল ক্ষতি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশে চাপও বাড়িয়েছে আইসিসি। সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফেও চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ এনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আইনি পথে যাওয়ার কথাও সামনে এসেছে। কিন্তু এত কিছুর পরও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চুপ।

স্পর্শকাতর ও নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ আজ আইসিসি-র উদ্দেশে তোপ দেগেছেন। ভারতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা বিশ্ব ক্রিকেট চালাচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলেছেন তিনি। যদিও সেই অভিযোগের থেকেও বড় বিষয় হল, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার লক্ষ্যে আইসিসি কীভাবে পাকিস্তানকে 'বশে' আনবে। আদৌ কি আনতে পারবে? পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার কামরান আকমল আজ পাক সরকারের সিদ্ধান্তের সমর্থনে ব্যাট ধরেছেন। স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত বজায় রাখুক পাকিস্তান। এদিকে, টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্তের পর কলম্বো পৌঁছে আজ প্রাকবিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল পাকিস্তানের। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাবর আজমদের সেই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। ফলে বিশ্বকাপ প্রস্তুতির দিক থেকেও আপাতত চাপে পাকিস্তান।

কিষান লিগ ক্রিকেট শুরু আজ

করণদিঘি, ৪ ফেব্রুয়ারি : গান্ধি সংঘের পরিচালনায় কিষান প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট সিজন-২ শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে। চলবে রবিবার পর্যন্ত। সংঘের সচিব পিপি শর্মা জানিয়েছেন, অসম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ মুম্বইয়ের দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

এশিয়ান কাপ আয়োজনের দাবিদার ভারতও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি : ২০৩১ সালের এশিয়ান কাপের আয়োজক হিসাবে সম্ভাব্য বাছাই তালিকায় জায়গা পেল ভারত।

এদিন সকালে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন থেকে ২০৩১ ও ২০৩৫ সালের এশিয়ান কাপ আয়োজনে আগ্রহী দেশের নাম প্রকাশ করা হয়। ২০৩১ সালে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে আগ্রহ দেখিয়ে দরপত্র জমা দেওয়া দেশগুলির মধ্যে ভারতের নাম আছে। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর ছিল দরপত্র জমা করার শেষদিন। যা সময়েই জমা করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এই তালিকায় এআইএফএফ-এর সঙ্গে আছে ফুটবল অস্ট্রেলিয়া, ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, কুয়েত ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও একযোগে কিরগিজ ফুটবল ইউনিয়ন ও তাজিকিস্তান ফুটবল। ২০৩১ সালের জন্য দরপত্র জমা দিয়েও নাম তুলে নেয় ইউনাইটেড আরব এমিরেটস ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (সংযুক্ত আরব আমিরশাহি)। এদেশের ফুটবল ফেডারেশন শুধুমাত্র ২০৩১ সালের জন্যই আয়োজনে আগ্রহ দেখালেও ভারতের প্রতিযোগী ফুটবল অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও কুয়েত ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ২০৩৫ সালের জন্যও দরপত্র জমা দেয়। এছাড়াও ওই বছরে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থাকছে জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, ২০৩১ সালে এআইএফএফ-এর এশিয়ান কাপ আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে মূলত লড়াই হতে পারে ইন্দোনেশিয়া ও কিরগিজ ও তাজিকিস্তান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে। ২০১৫ সালেই ফুটবল অস্ট্রেলিয়া আয়োজনের দায়িত্বে ছিল। ফলে এত তাড়াতাড়ি তাদের আবার দেওয়া হবে কি না প্রশ্ন থাকছেই।

একইসঙ্গে এআইএফএফ-এর কাছে ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপ আয়োজনের সুযোগ ছিল। কিন্তু সেই সময় সৌদি আরব আগ্রহ দেখানোয় শেষপর্যন্ত আর দরপত্র জমা দেয়নি ফেডারেশন। যা নিয়ে পরে সভাপতি কল্যাণ চৌবে সমালোচিতও হন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, ২০৩১ সালে ভারত আয়োজনের দায়িত্ব পেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

07.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96D 67442 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একটা সময় ছিল যখন আমি জীবনের দিক নির্দেশনা খুঁজছিলাম, সঠিক সুযোগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। ডিয়ার লটারি আমাকে এমন সুযোগ দিয়েছে যা আমাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে এবং জয়ী পুরস্কারের অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সালাম মন্ডল - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের অকশন ব্রিজে পুরস্কার হাতে সফল খেলোয়াড়রা।

কিশোরের অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন এসপি-দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন্দু গুহ ও প্রবীর বসু (নীলু) ট্রফি অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এসপি বন্দ্যোপাধ্যায়-দিলীপকুমার সাহা। বুধবার ফাইনালে তাঁরা ৬৬৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন পরিতোষ বসাক-দিলীপ দাসকে। মনা রাহা-রাখাল সরকারের বিরুদ্ধে ৯২ পয়েন্টে জিতে অভিজিৎ হালদার-প্রণব দাস তৃতীয় হয়েছেন। পুরস্কার তুলে দেন কিশোরের কার্যনির্বাহী সভাপতি হিমাদ্রী দে, সচিব শংকর সরকার, শুভ্র দে, প্রতিযোগিতার বিচারক বিকাশ চৌধুরী প্রমুখ।

জয়ী নকশালবাড়ি ইউনাইটেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ১৪৪ রানে হারিয়েছে ওয়াইএমএ-কে। সিয়েম মাঠে টসে জিতে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ৩৯.৫ ওভারে ২৬৬ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা কুমার রায় ৭৫ ও অঞ্জন সাহা ৬২ রান করেন। আদিত্য সরকার ৪৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জোড়া উইকেট এসেছে ধীরজ সিং (৫২/২), মণীশ পাসোয়ান (৫৫/২) ও অভিষেক চৌধুরীর (৫৬/২) দখলে। জবাবে ওয়াইএমএ ২৭.৫ ওভারে ১২২ রানে সব উইকেট হারায়। অর্ণব নাথের অবদান ৪১ রান। বিষ্ণু দাসের শিকার ৩৬ রানে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন তন্ময় রায় (২৬/৩) ও অভিজিৎ মজুমদার (২৩/২)।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবের কুমার রায়।